নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী।

গণেশের দন্তভঙ্গ।

অপূর্ব্ব

পৌরাণিক নাটক।

শ্রীনবীনকিশোর মিত্র কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীরামপুর।

গাঙ্গুলি এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

নং ২৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

১২৯৫।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

অভিনেতাগণ।

শ্রীহরিঃ ...	... সুদর্শন চক্রধারী
শিব ...	... পরশুরামের গুরু।
ব্রহ্মা ...	... ভৃগুরামের প্রপিতামহ।
কার্ত্তিক গণেশ ...	... শিবের তনয়দ্বয়।
অতিথি ব্রাহ্মণ ১ম	... ছদ্মবেশী শিব।
অতিথি ব্রাহ্মণ ২য়	... ছদ্মবেশী হরিঃ।
পরশু-রাম বা ভৃগু-রাম	... নিঃক্ষত্রিয় কারী।
ভৃগু ...	... মুনি বিশেষ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন	... সম্রাট, জমদগ্নির সংহর্ত্তা ও রণ নায়ক।
নন্দী, মহাকাল, পিঙ্গলাক্ষ ইত্যাদি	শিবকিঙ্করগণ।
হরভজন তেওয়ারি বলদেও মিশির শিবদয়াল মিশির বিষ্ণুতেজা	... পরশু-রামের প্রধান সৈনিকগণ বা বান্ধবগণ।
সুচন্দ্র রাজা ও সৈন্যগণ সোমদত্ত, মৎস্যরাজ ও সৈন্যগণ মিথিলাপতি, মগধেশ্বর ইত্যাদি	সহকারী রাজাগণ।
সুরৎ সিংহ ...	... রাজ মন্ত্রী।
যশোমন্তরাও	... সৈন্যাধ্যক্ষ।
জয় সিংহ আজব সিংহ ... অমর সিংহ	... কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সেনাপতিগণ।

সন্ন্যাসী ... ... ছদ্মবেশী পরশুরাম।
দূত ... জমদগ্নি মুনির ভৃত্য।

সৈন্যগণ, বান্ধবগণ, ভৃত্যগণ, নগরবাসীগণ, ও শবদাহী ব্রাহ্মণ।

অভিনেত্রীগণ।

দুর্গা ... ... গণেশ জননী ও পরশুরামের গুরুপত্নী।
ভদ্রকালী ... ... সুচন্দ্ররাজার রক্ষাকর্ত্রী।
জয়া ও বিজয়া ... দুর্গার সখীদ্বয়।
ভৈরবীত্রয় ... ... শিবভক্তাগণ।
রেণুকা ... ... জমদগ্নির স্ত্রী, পরশুরামের মাতা।
মনোরমা ... ... কার্ত্তবীর্য্যের রাজমহিষী।
যোগিনী ডাকিনী ইত্যাদি ... ভদ্রকালীর সঙ্গিনীগণ।
খেদযুক্তা ক্ষত্রিয়াগণ ... স্বামী পুত্র হতা নারীগণ।
গর্ভবতী মহিলাত্রয় ... জীবন ভিক্ষার্থিনীগণ।

সখীগণ, পরিচারিকাগণ ও দাসীগণ ইত্যাদি।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৩	...	ব্রহ্মালয়
২৭	১৭	রবে	বরে
৩০	৭	গমর	গমন
৩২	১০	সর্ব্বজ্ঞন	সর্ব্বজন
ঐ	ঐ	সসীপে	সমীপে
ঐ	ঐ	আনার	আমার
ঐ	১৬	সসরে	সমরে
ঐ	১৯	বসুমলীর	বসুমতীর

নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী।

গণেশের দন্ত ভঙ্গ।

অপূর্ব্ব

পৌরাণিক নাটক।

—:০:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্কর-তীর্থ—ব্রহ্ম-ঘাট।

[পরশুরাম যোগাসনে ধ্যানস্থ।]

(একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামানন্তর করযোড়ে) প্রভো! আমি আপনার পিতৃ-আশ্রম হইতে এসেছি, সেখানে বড় বিপদ!—(ধ্যানস্থ পরশুরাম নিরুত্তর)

দূত। (ক্ষণিক পরে) প্রভো! আমি আপনার আশ্রম হইতে এসেছি, একবার নেত্রপাত করুন। আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। (পরশুরাম পূর্ব্বমত নিরুত্তর)

দূত। (স্বগতঃ) এখন কি করি?—মুনিপুত্রতো ধ্যানস্থ, নয়ন মুদ্রিত, কি করে ধ্যান ভঙ্গ কর্'বো?—ধ্যান ভঙ্গ করাও ত মহাপাপ! কিন্তু কি করি না করিলেও ত নয়। এখন উপায়—(এই যে শঙ্খ র'য়েছে)—(শঙ্খধ্বনি)

পরশুরাম। (শঙ্খধ্বনি শ্রবণ জন্য ধ্যান ভঙ্গে সক্রোধে) কে হে তুমি?—তোমার অ্যাতো বড় আস্পর্দ্ধা যে, তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ কর!

দূত। (সকম্পিত কলেবরে করযোড়ে) প্রভো! আমি আপনারই কিঙ্কর।

পর। কি বল্লে? তুমি আমারই কিঙ্কর! কোথা হইতে এসেছ?

দূত। প্রভো! আমি আপনার আশ্রম হইতে এসেছি, আশ্রমে ঘোর বিপদ।

পর! (বিস্মিত স্বরে) কি বল্লে হে! আশ্রমে ঘোর বিপদ! সেকি?—

দূত। আজ্ঞে হাঁ প্রভো!—বড় বিপদ।

পর। কি বিপদ হে?—বল দেখি! শীঘ্র বল!

দূত। প্রভো! আপনার পিতা মহাত্মা জমদগ্নি রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে মহা যুদ্ধে সমর-শায়িত হইয়াছেন। মাতা রেণুকা সতী সহমৃতা হওনার্থে কৃত সংকল্পা হইয়া আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। অতএব আপনি শীঘ্র চলুন, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

পর। (বিস্ময়ান্বিত স্বরে) কি বল্লে বৎস! পিতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রণে সমর-শায়িত হইয়াছেন?

দূত। আজ্ঞে হাঁ!—মহাশয়!

পর। (শ্রুত মাত্রে স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত নয়নে মৌনাবস্থায় থাকিয়া দুই তিনটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করণানন্তর)—(স্বগতঃ) আঃ পিতঃ! আমি তোমায় জন্মের মতন হারাইলাম!—শ্রীচরণ দর্শন আর হ'লো না!—হায়! হায়!! হায়!!!—দূত! তুমি ইহার কারণ জান? বিপদের সূত্র কি তা বলিতে পার? মহর্ষি তাপস ব্রাহ্মণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ক্ষত্রিয়; তার সঙ্গে বিবাদ কেন?

দূত। দেব! বিশেষ কথা ত বল্‌তে পারি না, কিন্তু বিবাদের সূত্রপাত কামধেনু কপিলাকে নিয়েই হয়—কিঙ্কর তো এই পর্য্যন্তই জানে।

পর। বৎস দূত! রাজা কি কোপিলাকে লইয়াগিয়াছেন?

দূত। না প্রভো!—কার সাধ্য কোপিলাকে লয়ে যায়! যাঁহার ইচ্ছাতে, যাঁহার মায়াতে যুগ প্রলয় হ'য়ে যায়—তাঁহাকে কি কেউ ল'য়ে যাইতে পারে? দেবী লক্ষ লক্ষ সৈন্য আবির্ভূত ক'রে ছিলেন। তাহারা ঘোরতর সংগ্রাম ক'রে ছিল। রাজাকে তিনবার পরাস্ত করিলে পর মুনির অনবধানতা প্রযুক্ত নৃশংস অন্যায় যুদ্ধে তাঁর প্রাণ সংহার করিল। প্রভো! কাল পূর্ণ হইলে কেহই কিছুতে রক্ষা পাইতে পারেন না; তা না হইলে রাজার সাধ্য কি—যে, মহর্ষির প্রাণ হন্তা হয়? মুনিবরের কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি দেহ বিমুক্ত করিয়া স্বর্লোক গমন করিলেন।

পর। (শোকাচ্ছন্ন বিষন্ন বদনে রোদিত স্বরে) আঃ-পিতঃ! তোমার সূর্য্য-সন্নিভ প্রভাবশালী তাপস-দেহ আজ শৃগাল কর্ত্তৃক দলিত হইল!—হায়!—হায়!!—হায়!!!—বিধাতঃ! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় রচনা চাতুর্য্য! যিনি তপস্যাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যোগবলে এই ভুবনত্রয়কে করতলস্থ করিতে পারিতেন,—যাঁর তপ-প্রভাবে সিংহ, শার্দ্দূল, অজা, মেষ একত্রে ক্রীড়া করিত—যাঁহাকে দর্শন করিলে এই ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোকেরই অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আর্দ্রিত হইত—যাঁর সমাগমে লোকে আপনাপন আলয় পবিত্র অনুভব করিত—তাঁর পরিণামে এই ছিল। কি আশ্চর্য্য!—কি অদ্ভুত!—দূত তুমি ইতিপূর্ব্বে যদ্যপি আমাকে এই রণ-সংবাদ দিতে পারিতে, তা হইলে এই দেবদত্ত পরশুদ্বারা তাহার সহস্র বাহু খণ্ড বিখণ্ড করিতাম। হাঃ পিতঃ! আপনি একবারও আমাকে সংবাদ দিলেন না।

দূত। দেব! ভবিতব্য অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, স্থির হউন, আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করুন—এখন আর সে অনুতাপ করা বৃথা মাত্র।

পর। দূত! জননী এখন কোথায় আছেন?

দূত। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সমর-ক্ষেত্রে, মহর্ষির মৃতদেহ অঙ্কে লইয়া রোদন করিতেছেন।

পর। বৎস দূত! তবে চল যাই,—শীঘ্র চল।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সমর—ক্ষেত্র।

[রেণুকা স্বামী জমদগ্নির মৃত দেহ অঙ্কে লইয়া রোদিতা]

(দূতের সহ পরশুরামের প্রবেশ।)

পরশুরাম। (মাতৃচরণে প্রণামানন্তর মৃত পিতার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন) আঃ পিতঃ! মহাপুরুষ! আঃ ভৃগুবংশ-তিলক! তোমার সেই হেমকান্তি নবনীনিভ তাপস-দেহ, আজ ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে, তাই আমাকে স্বনেত্রে দেখিতে হইল! হায়! হায়!! হায়!!! পিতঃ! এই পাপিষ্ঠ নরাধম পরশুরাম জীবিত থাকিতে আপনার এ দুর্গতি!—হা বিধাতঃ! তোমার কি এই বিবেচনা?—কেশরী-শরীর শৃগাল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল!—হায়!! আমি একবার জানিতেও পারিলাম না? পিতঃ! আমার এই দুঃখ!—এই আক্ষেপ!—এই মনস্তাপ!—কি মলেও যাবে? (স্বগতঃ) হায়! হায়!! হায়!!! কি হইল! পিতা আমার এই জরা বৃদ্ধ শরীরে দুরাত্মাকে তিনবার পরাস্ত করিয়াছিলেন—তবু বেটার মৃত্যু হয় নাই! হাঃ পিতঃ! একবার গাত্রোত্থান করুন! আমি আপনার সমক্ষে সেই পামরের সমস্তক সহস্র-বাহু খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শমন-গৃহে উপঢৌকন পাঠাই—আপনি বসিয়া কৌতুক দেখুন।—জননি! আপনি বলিতে পারেন, কি নিমিত্ত এই বিবাদ উপস্থিত হইল?—ইহার মূল কারণ কি?

রেণুকা। (রোদিত স্বরে) বৎস রাম! সেই পাপিষ্ঠ নরাধম রাজার কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই এ বিরোধের মূল কারণ। দুরাচার একদা সসৈন্য মৃগয়ায় আসিয়া দিবাবসানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হওয়াতে, তোমার পিতা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, সসম্মানে আশ্রমে আনিয়া, অতিথি সৎকারে সসৈন্য পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান। পাপিষ্ঠ ভোজন-তৃপ্তির জন্য

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, কোথা হইতে, এবং কি উপায়ের দ্বারা সেই অতি দুর্লভ দ্রব্য-সামগ্রী সমবায় প্রস্তুত হইল—সেই হিংসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পরে অনুসন্ধানের দ্বারা যখন জানিতে পারিল যে, স্বর্গাভি কোপিলা মাতার প্রভাবেই এ সমস্ত আহৃত হইয়াছে,—নরাধম তখন কোপিলা হরণের লালসায় কুঅভিসন্ধির চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৎস! কোপিলাত সামান্যা গাভি নন, যে, সহজেই তাঁহাকে লয়ে যাবে—মাতা আপনার দৈব ক্ষমতার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য উৎপাদিত করিয়া মুনির সহায়তায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। দুরাত্মার বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা শমন ঘরে প্রেরিত করিলেন। মহর্ষি তাঁহার প্রভাবে পাপিষ্ঠকে তিনবার পরাভব করিয়াছিলেন। পরিশেষে দুষ্ট অন্যায় যুদ্ধে এই সর্ব্বনাশ করিল।

পরশুরাম। (সরোদন গর্জ্জিত স্বরে) জননি! আমি আপনার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবন সত্ত্বে পিতৃবৈরী কার্ত্তবীর্য্যকে কখনই আমি ছাড়িব না। তাহাকে সংহার করিয়া সেই রুধিরে পিতৃ-তর্পণ করিব,—ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশ করিব—ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব—তবে নিরস্ত হইব।

রেণুকা। বৎস! অমন্ প্রতিজ্ঞা ক'রো না, ও কথা অন্তঃকরণে স্থানও দিও না। রামরে! ঘরে ব'সে তপস্যাদি যাগ যজ্ঞ সমস্তই ক'রো, দিনান্তে শাকান্ন ভোজন ক'রো, মনের সচ্ছন্দতায় থেকে, সকলের সহিত সদ্ভাব রেখে, সুখে কাল যাপন ক'রো—কিন্তু তোমার পিতৃবৈরীর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত কখনই হইও না। বৎস! ক্ষত্রিয় লোক বড় দুর্দ্দান্ত—ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কি ব্রাহ্মণের সংগ্রাম সম্ভবে?—অতএব ক্ষমা দেও! আর রণে কার্য্য নাই। বৎস রে আমি এই ব'লে চলিলাম, বিবাদ বিসম্বাদ যেন কারো সঙ্গে ক'রো না।

পর। জননি! আমি এই ভিক্ষা চাই, আমাকে ও কথাটি আজ্ঞা করিবেন না! মা-গো! দারুণ পিতৃ-শোকানল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, অন্তঃকরণ ক্ষণে ক্ষণে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠিতেছে—মস্তিষ্ক স্থির হইতেছে না। জননি! আপনি আমার পিতৃবৈরীর কথা বলিতেছেন কি? (গর্জ্জিত স্বরে) যতক্ষণ এই ধরণীতে ক্ষত্রিয় বংশের চিহ্নমাত্র থাকিবে—আর যতক্ষণ এই পরশুরামের শরীরে অস্থি চর্ম্ম থাকিবে—ততক্ষণ পরশুরাম নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। মাতঃ! আমি আপনার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, আপনার আশীর্ব্বাদে

আমার পিতৃবৈরী হইতে সংকল্প করিয়া এই ভূমণ্ডলে ক্ষত্রিয় জাতির নাম মাত্রও বংশে বাতি দিতে রাখিব না। সুধুই কি একবার? তা নয় মা!—ক্রমান্বয়ে ত্রিসপ্তবার। ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব—ক্ষত্রিয় শোণিতে নদী প্রবাহিতা করিব—সেই শোণিতে পিতৃ-তর্পণ করিয়া চিত্ত ক্ষোভ বিদূরিত করিব—তখন আমি নিশ্চিন্ত হইব।

রেণুকা। বৎস! আমার নিষেধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি তোমার পিতামাতার সদ্গুণ সম্পন্ন অভূতপূর্ব্ব অনন্য প্রভাবশালী পুত্র, বংশের তিলক। এই জন্যেই বৎস বড় ভয় হয়।

পর। জননি! আপনার শ্রীপাদপদ্মে যদ্যপি আমার ভক্তি ও মতি থাকে, তবে আমি সর্ব্বত্রই জয়ী হইব—চিন্তা কি মা!

রেণুকা। বৎস রাম! আমার বল্‌বার যা তা তোমাকে বলিলাম, পশ্চাৎ বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাই করিও! কিন্তু দেখো! এই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ভৃগুবংশে যেন কোন ব্যতিক্রম না জন্মায়। বৎস রে!—সে ত পরের কথা। এখন তোমার পিতার এই ব্রহ্মতেজ সমন্বিত পার্থিব মানবদেহ ভূতল-শায়ী হইয়া আছে ইহার পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কলাপ সুসম্পন্ন করিয়া বাছা! পুত্রের কার্য্য কর। বৎসরে! আর আমিও এই সমভিব্যাহারে সহমৃতা হইয়া পার্থিব শোক, রোগ, দুঃখ যন্ত্রণাদি ভোগ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির মানস করিয়াছি—সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দেও। বৎস রামরে! এতন্নিবন্ধন তুমি কিছু দুঃখ করো না। কেন না শোক, তাপ, দুঃখ খেদ কিছুই কিছু নয়। সকলই জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণ-ধ্বংশ। অতএব বৃথানুতাপ করা অমূলক ও ভ্রম মাত্র। জন্ম মৃত্যু ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলেরই আছে—মৃত্যু হস্ত হইতে কাহারো পরিত্রাণ নাই। তবে, সকলই জানিবে যে আপনাপন কর্ম্ম-বিপাক হইতে ভোগ মাত্র। বৎস! কাল প্রাপ্তেই ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর কর্ত্তৃক যাহা নির্ণীত হইয়াছে তা কি কেউ খণ্ডিতে পারে?—

পর। (সজল নেত্রে) জননি! পিতা স্বর্লোক গমন করিলেন সাংসারিক মায়া, মোহ, স্নেহাদির শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলেন। আপনিও যদ্যপি তাই করিবেন, তবে আর আমায় এ সংসারে আমার বলিয়া কে যত্ন করিবে

মা ?—ক্ষুধা তৃষ্ণায় কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব মা ?—এই সংসার অরণ্যময় হইবে—স্নেহসূত্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে!—মা-গো! একে এই দুঃখের সময়! তাতে আবার দুঃখের উপর দুঃখ তুমি দিবে গা মা! আমার যে আর কেউ নাই মা! (গণ্ডে হস্ত সংলগ্ন ও মৃদু ভাবে রোদন)

রেণুকা। বৎস! ঈশ্বরাধীন কার্য্য কেউ কি লঙ্ঘন করিতে পারে? ভবিতব্য কার্য্য অবশ্যম্ভাবী! কালক্রমে সকলই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদিগের পরিণামে যাহা ভবিতব্য ছিল, তাহাই এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে—ইহা অতিক্রম করেন্ এমন শক্তি কারও নাই। বৎস রাম! আর রোদন করিও না! মনুষ্যের জীবনই ক্ষণধ্বংশনীয়, সকলই কিছুদিনের জন্য। অতএব (অঞ্চলের দ্বারা পুত্রের গলদশ্রু মোচন পূর্ব্বক) অসুখকর আক্ষেপ ত্যাগ কর, ধৈর্য্যধর, আমাদিগের চরম কার্য্য নিষ্পন্ন কর। বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও, বংশের তিলক হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন কর, হরিভক্ত হও, পৈত্রিক নামের গৌরব রাখো—বৎস! আর একটি কথা বলি শ্রবণ কর। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ! ইহাতে আমার বড় ভয়। অতএব আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি রণ-প্রবৃত্ত হইও না।—আর যদ্যপি একান্তই তোমার মন প্রবোধিত না হয়, তবে তোমার প্রপিতামহ ভগবান্ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। তিনি যা অনুমতি করিবেন—তুমি তাই পালন ক'রো।

পর। (করযোড়ে) জননি! আপনি যা আজ্ঞা করিলেন আমি তাহা অবশ্যই করিব। এক্ষণে আমি তবে গমন করি, চন্দন-কাষ্ঠাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য নিচয় আয়োজন করিয়া চিতাসজ্জার অনুষ্ঠান করি।—

(পরশুরামের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সঞ্জীভূতা—চিতা।

রেণুকা সতী ও মহর্ষি জমদগ্নির মৃত দেহ।

(সমীপে শবদাহী ব্রাহ্মণ, পরশু-রাম, ও বান্ধবগণ।)

(ভৃগু-মুনির প্রবেশ।)

ভৃগু-মুনি। জয় নারায়ণ মধুসূদন সচ্চিদানন্দ হরি হে! পার কর! (স্বগতঃ) দারুণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন! যাহাকে রাবণাদি ভয় করে, তার সঙ্গে কি মুনি-ঋষির সংগ্রাম সম্ভবে?—হায়! হায়!! হায়!!!—(পরশুরামের প্রতি) বৎস রাম! আশ্রমে আসিয়াছ?—ভাল! ভাল! কখন এলে বৎস?

পরশুরাম। (সভক্তি অভিবাদনানন্তর অশ্রু-প্লাবিত নয়নে করযোড়ে) তাতঃ! ভৃত্য সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই আসিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দাস সমর সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই—পিতার জীবিত অবস্থায় দর্শন হইল না।

ভৃগু-মুনি। বৎস রাম! সে জন্যে আর দুঃখ করিয়া কি করিবে? বিধি নিরূপিত ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

রেণুকা। (অবগুণ্ঠন ধারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণামানন্তর শোকাভিভূতা গদ্গদস্বরে নিবেদন) আর্য্য! কিঙ্করী স্বামীর চিতারোহণানন্তর সহমৃতা হওনার্থে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদের সহিত অনুমতি প্রদান করুন যেন, কিঙ্করীর মনোরথ সিদ্ধ হয়;—আর আপনার এই পৌত্র রহিল, ইহাঁর তত্ত্বাবধারণতো আপনিই করিবেন—আমার বলা বাহুল্য মাত্র।

ভৃগুমুনি। বৎসে! তুমি অসামান্যা পতিব্রতা সাধ্বী সতী, লক্ষ্মীদেবীর সমতুল্যা। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হই'বে, স্বামীসহ

চিরকাল স্বর্গ ভোগ ক'র্‌বে। রামের নিমিত্ত মা! তোমার কোন চিন্তা নাই। রাম তোমার সামান্য ছেলে নয় মা!—স্বয়ং বিষ্ণু অবতার।

রেণুকা। প্রভো! এখন সুপ্রসন্ন হ'য়ে অনুমতি প্রদান করুন; স্বামীর বাণি বৈদিক কার্য্য কলাপ নিষ্পাদনানন্তর চিতায় আরোহণ করি! দাসীর অন্তিম সময়ের প্রার্থনা এই যে, সস্বামীক সেই জগতাত জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ-নাথের শ্রীপাদপদ্মে দাসীত্ব পাই।

ভৃগুমুনি। বৎসে! আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি তাই হবে।

(ভৃগুমুনির প্রস্থান)

(রেণুকার অন্তিমকালীন হরি সংকীর্ত্তন)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

(করুণ স্বরে)

কোথায় কমলা-পতি! এস হে! হৃদি কমলে।
নয়ন মুদিয়ে হেরি আমার এই অন্তিম কালে॥
অবসান হইল বেলা; ভাঙ্গিল ভবের খেলা;
ডুবিল সংসার ভেলা বিরাগ অকুলে—
ওহে! জগতের ঈশ্বর; পার কর হে ভবাপার:
চরণে মিনতি মোর; শ্রীপদ যুগলে।
এই মম মন সাধ; সস্বামী সেবিব পদ;
পরিহরি যাতায়াত, এ মহী-মণ্ডলে॥

রেণুকা। বৎস রাম! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র সম্মত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কলাপ যা কিছু কর্ত্তব্য, সে সমস্ত সুসম্পন্ন কর! আমিও চিতারোহণ করি।

পরশুরাম। (সজল নেত্রে) জননী! যখন জাগতিক মায়া মোহ ত্যাগ ক'রে, আজন্ম দৃঢ়ীভূত বাৎসল্য স্নেহসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, এই নিরাশ্রয় নিরবলম্ব অনাথ সন্তানকে নিতান্তই ফেলে চল্লেন—তখন মৎ কর্ত্তব্য কার্য্য কলাপ সত্বরেই সম্পন্ন কর্‌বো বই আর কি মা!

শবদাহী ব্রাহ্মণ। মাতঃ রেণুকে! আপনি স্নানান্তে শুচি বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তিল কুশ ও জবা হস্তে ল'য়ে আসুন! আমি ততক্ষণ রাম কর্ত্তৃক মহাত্মা যমদগ্নির অগ্নি-সংস্কারাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করাইয়া প্রস্তুত রাখি—আপনাকে সেই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ কর্ত্তে হ'বে। (পরশুরামের প্রতি) ভার্গব! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না; শাস্ত্র সম্মত চিতা পিণ্ডাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনানন্তর সবান্ধব মিলিত হইয়া আপনার পিতৃ-দেহকে চিতারূঢ় করুন! রেণুকা সতী সেই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিবেন।

(ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সমাপনানন্তর সবান্ধব পরশুরামের পিতার মৃত দেহকে চিতারূঢ় করিয়া অগ্নি সংস্কার ও হরিধ্বনি)

পরশুরাম। হরি হরি বল! হরি হরি বল! হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল!—

ব্রাহ্মণ। মাতঃ! রেণুকে! আপনি প্রস্তুত হ'য়েছেন কি?

রেণুকা। আজ্ঞে হাঁ ঠাকুর! আমি তিল কুশ জবাদি ল'য়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

ব্রাহ্মণ। তবে আপনি পূর্ব্বাস্য হ'য়ে অর্ঘ-তণ্ডুল, পুষ্প, ও দূর্ব্বা হস্তে ল'য়ে সূর্য্যার্ঘ প্রদান করুন। আর অষ্ট লোকপালগণকে প্রণাম ক'রে তিনবার এই জ্বলচ্চিতাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তদুপরি আরোহণানন্তর স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হউন।

রেণুকা। (শাস্ত্রানুসারে সূর্য্যার্ঘ প্রদান) "নম বিবস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিষ্ণুঃ তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে ইদমর্ঘং নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ—(অর্ঘদান ও প্রণাম) জবা কুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং। (দিকপালদিগের প্রতি কর-জোড়ে) হে শিব! হে কমলাসন! হে মহেন্দ্র! হে অগ্নি! হে ধর্ম্ম! হে নৈঋত! হে বরুণ! হে পবন! হে কুবের! হে অনন্ত! আমি সর্ব্ব দেবের চরণে প্রণাম করি! এবং সর্ব্ব দেব সমীপে এই প্রার্থনা করি! যেন পরিণামে এই দাসীর মনোরথ পূর্ণ হয়। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ঠাকুর! এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

ব্রাহ্মণ। দেবি! এখন শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক জলচ্চিতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে ইহোপরি আরোহণ করিয়া স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হউন।

(রেণুকার শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ)

রেণুকা। (সভক্তি করুণস্বরে হরিঃ স্মরণ) হরিঃ হে দয়াময়!--আমার অন্তিম সময়—কোথা রইলে হে!—এ সময়!—একবার কৃপাকরি--হরি হে—একবার কৃপাকরি—আমার হৃদয় মাঝে—এস হে!—দেখা দাও হে ওহে দীনবন্ধু! দীননাথ হে! দিন গেলো হে!--দয়া কর হে! দাসীর চির আশা পুরাও হে!—ঐ শ্রীচরণে স্থান দেও হে!--হরি বল মন! হরি বল মন! হরি বল মন!

(রেণুকার জলচ্চিতারোহণ স্বামী পার্শ্বে শয়ন হরিধ্বনি)

(এবং অঙ্গুলি হেলাইয়া সকলকে হরিধ্বনি করিতে সঙ্কেত)

পরশুরাম সবান্ধব। হরি হরি বল! হরি হরি বল!! হরি বোল! হরি বোল!! হরি বোল!!! (নিয়ত হরিধ্বনি) পরশুরামও মুনিগণ কর্ত্তৃক সৌগন্ধি দ্রব্যাদি ও কলস পূর্ণ ঘৃত চিতায় অর্পণ।

(দাহ অন্তে সকলের প্রস্থান)

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথন গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মা উপবিষ্ট।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশুরাম। সভক্তি প্রণামানন্তর কর জোড়ে) প্রভো! দয়াময়! জগৎ-স্রষ্টা জগদীশ্বর! এ দাস আপনার ভৃগু-বংশোদ্ভব মহাত্মা যমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম আপনার প্রপৌত্র।

ব্রহ্মা। বৎস পরশুরাম! তুমি এত কাল কোথায় ছিলে?

পর। প্রভো! আমি পুষ্কর তীর্থে তপস্যায় ছিলাম।

ব্রহ্মা। বৎস! তবে তপস্যা ভঙ্গ ক'রে কি জন্যে এলে?

পর। (সজল নেত্রে গদ্গদস্বরে) প্রভো! আমি বড় দুঃখেই তপস্যা ভঙ্গ করে এসেছি! আপনি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ আপনার অবিদিত কি আছে? সকলই ত জানেন! রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কোপিলার লোভে আমার পিতাকে সমর নিহত করিলে পর জননী অনুমৃতা হওনেচ্ছু হ'য়ে আমার নিকট দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন। ভগবান! আমি সেই অশনিপাৎ সদৃশ দারুণ মর্ম্মভেদী সংবাদ প্রাপ্তমাত্রেই তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন নিবন্ধন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হওয়ায় কাজেই তপ ভঙ্গ করিতে হইল।

ব্রহ্মা। বৎস রাম! তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি শ্রাদ্ধ তর্পণ যথাবিধি নিষ্পাদিত হইয়াছে ত?

পর। আজ্ঞে হাঁ। শ্রাদ্ধাদি সমস্তই যথাশক্তি আপনার আশীর্ব্বাদে নিষ্পাদিত হইয়াছে!

ব্রহ্মা। বেশ! বেশ! উত্তম করেছ বৎস! পুত্রের কার্য্য যা তা করেছ। এক্ষণ এখানে কি অভিপ্রায়ে এসেছ বাপু?

পর। (অতি কাতরস্বরে করজোড়ে) প্রপিতামহ! আমি যারপর নাই অত্যন্ত মনোস্তাপে ও মনোকষ্টে কাতর হইয়া ইহার শান্তি লাভার্থে আপনার শরণাগত হইতে এসেছি—আশা করি যেন শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় এ দাসের মনোরথ সফল হয়।

ব্রহ্মা। কেন বৎস! তুমি কি মনোকষ্টে এতো কাতর হয়েছ আমাকে বল! তোমার সর্ব্বকষ্ট দূরীভূত, ও শান্তিলাভ হবে, এবং তুমি অপেক্ষাকৃত সুখী হবে।

পর। (করজোড়ে) দয়াময়! তবে শ্রবণ করুন!—আমি যখন জননী কর্তৃক প্রেরিত সেই দূতের সমভিব্যাহারে পুষ্কর হইতে আশ্রমে আসিয়া রণ-ক্ষেত্রে গমন করিলাম,—তখন দেখি যে পিতার সেই সূর্য্য সম তেজান্বিত শরীর কান্তি ধূলায় অবলুণ্ঠিত ও রুধির ধারায় ভূমী কর্দ্দমীভূত হইতেছে। জননী মৃত স্বামীকে ক্রোড়ে ল'য়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্ত্তে-ছেন। চতুর্ম্মুখ! তখন মনোস্তাপের আর অবধি রহিলনা। আমার অন্তঃকরণ এমনি অস্থির হইল যে, জগৎব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম্।—জননীর স্থানে ঐ নরাধম রাজার বিশ্বাসঘাতকতার ও কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হইতে সংকল্প ক'রে জগতে যাবতীয় ক্ষত্রিয় বংশ আছে সমস্তই ধ্বংস করিব, ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল ক'রে পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া ক'র্‌বো—একবার নয় ত্রি সপ্তবার। অতএব হে কমলাসন! কিঙ্কর যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অনায়াসে লভ্য হয়, পিতৃবৈরী ভস্মীভূত হয়, ভূমণ্ডলে লজ্জা রক্ষা হয়; এরূপ বিধান করুন। তা না হইলে ভৃগু-রাম আর এ জীবন রাখিবেন না। ইতি কর্ত্তব্য আপ-নার বিবেচনায় যা ভাল হয় করুন।

ব্রহ্মা। (ক্ষণকাল মৌনের পর) বৎস রাম! তোমার প্রতিজ্ঞাটি বড় সহজ নয়। তুমি একজনের অপরাধে সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ—একি সাধারণ কথা? বৎস! আমার কত কষ্টের সৃষ্টি, তুমি এককালেই সমূলে নির্ম্মূল করিতে চাও!—এ বিষয়ে আমিতো বাপু!

অনুমোদন করিতে পারিনে। আর কিছু বলিতেও ইচ্ছা করিনে। তবে এইমাত্র উপদেশ দিতে পারি যে, তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন কর! তিনি জ্ঞানদাতা, — মন্ত্রদাতা — মুক্তিদাতা — বলদাতা — বুদ্ধিদাতা — শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা। বিষ্ণু মন্ত্র, কবচ, অস্ত্র, শস্ত্র সমস্তই তাঁর কাছে প্রাপ্ত হবে। তিনি যদ্যপি ইহাতে অনুমোদন করেন, এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য বলেন আর উল্লিখিত পদার্থ সমগ্র সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রদান করেন—তা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অনায়াস-লভ্যই হইবে। আমার তাহাতে কোনও আপত্তি থাকবে না।

পর। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতানন্তর) যে আজ্ঞা হয়—প্রভো! আমি তবে কৈলাসেই চল্লেম্।

(পরশুরামের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-পুরী-তোরণ।

নন্দী দণ্ডায়মান।

[পরশু-রামের প্রবেশ]

নন্দী। ঠাকুর! কোথায় যাবেন?

পরশু-রাম। শিব দর্শনে।

নন্দী। আপনার নাম?

পর। পরশু-রাম।

নন্দী। ঠাকুর! আপনি কার পুত্র?

পর। ভৃগু-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় জমদগ্নি মুনির পুত্র।

নন্দী। ঠাকুর! তবে এই খানে দাঁড়ান আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

পর। আচ্ছা বাপু! তবে যাও।

(নন্দীর প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পুরী অন্তঃপুর।

শিবদুর্গা-বিরাজমান জয়া বিজয়া কর্তৃক চামর ব্যজন।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। (শিবের প্রতি করজোড়ে) পিতঃ! ভৃগু বংশজাত এক যুবক ব্রাহ্মণ দ্বারে দণ্ডায়মান, আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনাভিলাষু; অনুমতি হইলেই আসেন্।

শিব। আচ্ছা বৎস! তাঁহাকে পাঠিয়ে দেও ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ নাই।

নন্দী। (ফিরে এসে পরশু-রামের প্রতি) ঠাকুর! শিবের অনুমতি হ'য়েছে এখন আপনি যেতে পারেন।

(পরশু-রামের প্রবেশ ও স্তব)

পরশু-রাম। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতান্তর করজোড়ে) হে বিশ্বনাথ! হে নীলকণ্ঠ দয়াময়! হে অনাদি অনন্ত দেব! তোমার অনন্ত মহীমার অন্ত কে জানে?—হে আশুতোষ! তুমি ব্রহ্মারূপে সৃজন কর্ত্তা—বিষ্ণুরূপে পালন কর্ত্তা এবং রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা। তুমি দেব পরাৎপর পরমাত্মা পরমারাধ্য পরমেশ্বর। হে! কৃপানিধান পঞ্চানন! যেমন আকাশের অন্ত অনির্ণীত,

তেমনি তোমার আশুতোষ নামের মাহাত্ম্যও অসীম ও অবর্ণনীয়। হে দীন বন্ধু দয়াময়! আমি অতি দীন সহায় হীন—ভজন পূজন তপ জপ বিহীন—হে! প্রভো আশুতোষ! নিজ গুণে এ অধীনে দয়াকরে আপনার দয়াময় নামের মাহাত্ম রাখুন। হে ত্রিলোচন! আপনার কটাক্ষে কি না হইতে পারে?—ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলই আপনার কলাংশে উৎপত্তি। জল বায়ু! অগ্নি আকাশ পাতালাদি সকলই প্রভো! তুমি—এই অনন্ত সৃষ্টি তোমা হতেই সৃজিত, তোমা হতেই পালিত, এবং তোমা হ'তেই সংহৃত হইতেছে। হে! দেবাদিদেব মহাদেব! তুমিই সর্ব্বকার্য্যের বীজ রূপ, সর্ব্ব-কার্য্যের মূলাধার, তুমিই সর্ব্ব।—(পুনঃ-প্রণাম)

শিব! ওহে বিপ্রনন্দন! তুমি কে? আমি ত তোমায় চিনতে পারলেম না। তুমি কার পুত্র?

পরশু-রাম। (অতি কাতর স্বরে করজোড়ে) দয়াময়! এ দাস ভৃগু-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় যমদগ্নি মুনির পুত্র——

শিব। কি বল্লে বৎস। তুমি ভৃগু-বংশোদ্ভব মহর্ষি জমদগ্নির পুত্র।

পর। আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভো!

শিব। বৎস! তোমার নাম কি?

পর। প্রভো! আমার নাম পরশুরাম, এবং ভৃগুবংশোদ্ভব ব'লে জন পদে ভৃগু-রাম বলেও অভিহিত হই।

শিব। বৎস! তুমি স্বর্গীয় পিতা বল্লে কেন? মহর্ষি জমদগ্নি কি স্বর্গলোক গমন করেছেন?

পর। প্রভো! তিনি থাকিলে আমার ঈদৃশ মনোবেদনা কেনই বা হইবে?

শিব। কত দিন হইলো বৎস! তিনি মানব দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন?

পর। (অশ্রু প্লাবিত নয়নে) দয়াময়! সে কথা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হয়—বিভো! অতি অল্পদিনই হইল পিতা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাণে নিহত হ'য়ে স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এ দাস ভবদীয় পাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

শিব। (বিস্ময়ান্বিত স্বরে) কি বলে বৎস ! [illegible] কার্ত্তবীর্য্যের হাতে কৃত সংহার হইয়াছেন—সে কি ? তার [illegible] বিবাদ ?

পর। দয়াময় ! আপনিত সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ [illegible] অবিদিত কি আছে ? তত্রাচ বিস্তৃত পূর্ব্বক নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। একদা কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়া বিহারার্থে গমনানন্তর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হওয়াতে আমার পিতা সসৈন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ দিয়া আশ্রমে আনিয়া স্বর্গাভি .কোপিলার প্রভাবে দেব দুর্ল্লভ দ্রব্যাদির দ্বারা সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান, কৃপা-নিধান ! পরে সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধম রাজা ভোজন তৃপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের বিনিময়ে ঐ কোপিলা হরণের লালসায় লোভান্ধ হইয়া আমার পিতার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে সংহার করে। প্রভো ! সেই দুষ্টমতি নৃশংস রাজার উপকারের এই অদ্ভুত প্রত্যুপকার।

শিব। বৎস রাম ! সংগ্রামের সময় তুমি কোথায় অবস্থিতি করিতে ?

পর। প্রভো ! আমি তখন পুষ্করতীর্থে তপস্যায় ছিলেম। জননী সংবাদ দিয়া আমাকে আনাইয়া আপনি স্বয়ম্মৃতা হইয়া স্বর্গলোক গামিনী হইলেন—আমি দারুণ শোকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া তাহার শান্তিলাভাভিলাষে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া শরণ লইলাম। প্রভো আশুতোষ ! যাহাতে আমার মনের কালিমা বিদূরিত, অন্তঃকরণ সংস্থিত, চিরদুঃখ নিবারিত হয় এই ভিক্ষা চাই। (রোদন)

দুর্গা। বৎস ! শান্ত হও ! আর রোদন করোনা ! কালপ্রাপ্তে সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইতে হবে। তোমার পিতার কাল পূর্ণ হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গগামী হইলেন। বৎস ! তোমার জননী সাধ্বী সতী অতি ভাগ্যবতী ;—তাই তিনিও স্বামীর সহগামিনী হইয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গেলেন। [illegible] এত দুঃখ, এত তাপ, কেন বৎস ? মনকে প্রবোধ দেও ! আপনার গৃহে প্রতিগমন কর ! বৎস আমাদেরই দয়া আছে তাকি জান না।

পর। (করযোড়ে) জননি ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সকলই জানি। তবে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে পারিলে এ দাসের অন্তঃকরণ কোন ক্রমেই প্রবোধিত হইবে না মা !

দুর্গা। বৎস রাম! তুমি যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি দোষারোপ করিতেছ, তার দোষ কি? সে ত কেবল হেতু মাত্র। তোমার পিতার চরম দিবস উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব সেই দিবসে যে কোনও হেতুতে হউক তাঁহার দেহ বিযুক্ত হইতেই হইত। সেই নির্দ্দিষ্ট দিবস কখনই অতিক্রান্ত হইত না—তবে তার দোষ কি?

পর। জননি! বিধি নিরূপিত চরম দিন অখণ্ডনীয় ইহা সকলেই জানেন; এবং আমিও জানি। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য লোভে লোভান্ধ হইয়া, স্বার্থ পরতার বশবর্ত্তী হইয়া, কৃতোপকারে অপকার সাধন করে—এবং হিংসা পরায়ণ হইয়া, কৃতঘ্নতার পরা-কাষ্ঠা দেখাইয়া একজন নিরপরাধী ব্যক্তির উপর অকারণ আক্রমণ করে, এবং অকারণ যুদ্ধে তাহার প্রাণ সংহার করে—এমন ব্যক্তিকে বৈরনির্য্যাতন না করিলে নরক বাস হয়। অতএব জগজ্জননি! আমি পিতৃ-বৈরী বিনাশ না করে এ জীবন রাখিবই না। মাতঃ। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, প্রথমে আমার পিতৃ-বৈরীকে সংহার করিবো, পরে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিব। ধরণী নিক্ষত্রিয়া করিব; ক্রমান্বয় ত্রি সপ্তবার।—চামুণ্ডে! এই প্রতিজ্ঞা পুরণার্থে কৃত সংকল্প হইয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে গিয়াছিলাম,—মাতঃ! তিনিই আমাকে এই জগৎগুরু জগৎকর্ত্তা শিবের সমীপে প্রেরণ করিল। শিব জগৎপিতা, অতএব আমারও পিতা। আমি পুত্র, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ অনায়াস-লভ্য হয়, এই ভিক্ষা প্রার্থনা।

দুর্গা। ওহে ব্রাহ্মণ কুমার! তোমার প্রতিজ্ঞাটিত বড় মন্দ নয়! তুমি ধরণী নিক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে আশা করিয়াছ, এ মন্ত্রণা তোমায় কে দিলে? তুমি জান যে আমি সেই রাজার ঘরের রাজ-লক্ষ্মী—আমি থাকিতে কার সাধ্য যে তার গায়ে অস্ত্রাঘাত করে। বিশেষতঃ রাজা কার্ত্তবীর্য্য অভুতপুর্ব্ব পরাক্রমশালী, পৃথিবীতে অজেয়। আর তুমি একজন ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ। তোমার এরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা অতীব অসম্ভব। সুপ্তজ্ঞানে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ঈদৃশ অযোগ্য ও অত্যসম্ভব সাহস কল্পনা করো না।—বামন হয়ে, চাঁদের আশায় যেও না। ক্ষান্ত হও—আপন আপন গৃহে প্রতিগমন কর।

পর। (রোদিত স্বরে জোড়করে) দয়াময়ি! মাগো! আমার প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ যদ্যপি না হয়, তবে বিফল গৃহে প্রতিগমন করিবার প্রয়োজন কি মা! এখনি আপনার সমক্ষে আপনারই শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ সমর্পণ করিবো। মাতঃ! আমি ব্রহ্মার কাছে আদিষ্ট হয়ে, মনে মনে বড় আশা করে, ভগবান আশুতোষের শ্রীচরণে শরণ লয়েছি। শিব জগৎকর্ত্তা, জগৎপিতা, জগৎগুরু, জগন্নিয়ন্তা ও জগৎ সংহর্ত্তা। যিনি আশুতোষ, দীনবন্ধু দীননাথ, দয়াময় দয়ার সাগর। যাঁর গৃহিণী জগজ্জননী, জগৎকর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী ও সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাত্রী। সেই দয়াময় সর্ব্বজ্ঞানদাতা কি আমার পিতা নয়?—হে শিবে! তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী, যিনি শক্তিরূপা, শক্তিরূপে সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠাত্রী; তিনি কি আমার মাতা নন? তিনি কি সন্তানের কল্পিত কর্ম্মে শক্তি দান করিবেন না? আজ জনক জননী উভয়ের চরণে প্রাণ ত্যাগ করিবো—নতুবা আমার এই প্রতিশ্রুত কার্য্যে যাহাতে কৃতকার্য্য হই তাহা করুন!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত শিরে অবস্থিতি)

শিব। প্রিয়ে! এই ব্রাহ্মণ কুমার ভগবান চতুর্ম্মুখের প্রপৌত্র, মহামুনি যমদগ্নির পুত্র, বিষ্ণু অংশে জন্ম, এই জগদ্ব্যাপিত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবার নিবন্ধন ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার। ব্রাহ্মণ জীবন পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত—অতএব হে বরাননে! তুমি ইহাঁর প্রতি কৃপান্বিতা হও! সদয় হও! ইনি সামান্য ব্রাহ্মণ নন—বসুমতীর অসহ্য দারুণ দুর্দ্দান্ত পরিবর্দ্ধিত ক্ষত্রিয় ভার অবতরণার্থেই স্বয়ং বিষ্ণু পরশু সহ জন্ম গ্রহণ করিয়া পরশু-রাম নামে অভিহিত হইয়াছেন—প্রিয়ে! ইহাকে তুমি চিন নাই—ইহাঁর প্রতি সুপ্রসন্না হও। (পরশু-রামের প্রতি) বৎস রাম! তুমি আজ হইতে আমার পুত্রের সমান হলে! তোমাকে ত্রিলোক দুর্ল্লভ বিষ্ণু মন্ত্র, পরম পবিত্র কবচাদি, এবং অপূর্ব্ব স্তবাদি দিব। যাহার প্রভাবে তুমি অবলীলাক্রমে বিনা আয়াসে কার্ত্তবীর্য্যকে সমর শায়িত করিতে পারিবে। আর তুমি জগতে অজেয় হইবে। বৎস এই নেও অভ্যাস কর! সুদুর্ল্লভ মন্ত্র, পূজার বিধান, ও ত্রৈলোক্য বিজয় নামে অদ্ভুত কবচ। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধ শাস্ত্রে নাগপাশ, পাশুপত, ব্রহ্ম-অস্ত্র, নারায়ণ, অগ্নি, বরুণ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব শক্তি ইত্যাদি অস্ত্র সকল;

আরো নেও এই গদা, শেল, শূল ও পরশু যদ্দ্বারা তুমি ক্ষত্রিয় কুল নিচয় নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে। কিছুদিন এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া এই অভ্যাস কর; পশ্চাৎ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করে, বর প্রাপ্ত হয়ে, যদৃচ্ছাক্রমে যুদ্ধে গমন করো।

(বামাকণ্ঠে ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম ধ্বনি করিতে করিতে
ত্রিশূল ও কমণ্ডলু হস্তে তিনটী ভৈরবীর প্রবেশ)

(ভৈরবী ত্রয়ের সভক্তি প্রণামানন্তর শিব সংকীর্ত্তন।)

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

বোবো ব্যোম বোবো ব্যোম ভোলা ব্যোম কেদার বিশ্বেশ্বর।
রজত পর্ব্বত কান্তি কায় অষ্ট দিক অম্বর॥
গলে হাড় মালা দোলে; সুশোভিত ফণি কুলে;
পতিত পাবনী গঙ্গা শিরে ললাটে শশধর।
বামে শোভে শৈল সুতা; ত্রিদশের ঈশ্বরী মাতা;
হস্তেতে পিনাক শূল মস্তকে জটাভার॥

(ভৈরবীগণের পুনঃ প্রণাম ও প্রস্থান)

পরশু-রাম। (শিবের প্রতি করজোড়ে) প্রভো! দয়াময়! আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে আমার অভিলষিত সমস্ত বস্তুই সংগৃহিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছে, আমিও প্রভো! ঐ শ্রীচরণের কৃপায় আপনা আপনি আত্ম শরীরকে পরম পবিত্র, পরম ধন্য ও পরম পরাক্রমশালী অনুভব কর্চ্ছি! গুরো! এমন কি এখন আমার শরীরে ঈদৃশ স্ফূর্ত্তি উপলব্ধি হইতেছে যে, অন্তঃকরণের উচ্ছাস ও চিত্ত-বৃত্তির প্রবলতা অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিমলা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে—এমন কি যেন আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ আজই করতলস্থ হইল এরূপ অনুভব হইতেছে। দয়াময়! এখন কৃপা করে অনুমতি প্রদান করুন যে, পুষ্কর-তীর্থে গিয়ে মন্ত্র সিদ্ধি করে অচিরে যুদ্ধে যাত্রা করি আর আপনাদিগের উভয়ের শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় যেন সফল মনোরথ হই। (মহাদেবীর প্রতি) জননি! আমার

আর কেউ নাই। আমি আপনার নিতান্ত মূঢ়, অজ্ঞান, ও অকৃতি সন্তান—মাগো! আমি ভিক্ষা চাই যেন আমার প্রতি আপনি সর্ব্বক্ষণ প্রসন্না থাকেন।

দুর্গা। বৎস পরশু-রাম! তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার প্রতি সদয় হলেম। গুরু স্থানে যেরূপ উপদিষ্ট হলে সেই মত কার্য্য কর গিয়ে, বৎস! অবশ্যই তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

(পরশু-রামের শিব দুর্গার চরণ পদ্মে প্রণাম ও প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:o:

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বতিপুর—নর্ম্মদা-পুলিন।

(অক্ষয় বটের তলায় পরশু-রামের স্কন্ধাবার)

(অনতিদূরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজভবন)

(সবান্ধবগণ পরশু-রাম রণবেশে উপস্থিত)

পরশু-রাম। (স্বগতঃ) স্থানটি বড় মন্দ নয় নিকটেই পবিত্র স্রোতো-স্বতীর শীতল বারি, অদূরেই উপবন, তাহে আবার অক্ষয় বটের শীতল ছায়া মৃদু মৃদু মলয়ানীল সঞ্চালিত হইতেছে, অনতিদূরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালায় শোভমান আছে—সমরক্ষেত্রটিও বড় মনোহর। সুদীর্ঘ সুপ্রসস্ত

স্থানও বটে, এবং ইহা সুকোমল নবরণ কর্ত্তৃক মণ্ডিত হওয়াতে বোধ হয় যেন প্রকৃতি দেবী শয্যা রচনা করে রেখেছেন। কেমন হে! হরভজন তেওয়ারি স্থানটি বড় রমণীয় নয়?

হরভজন। আজ্ঞে হাঁ! অতি মনোহর তা আবার একবার ক'রে! অতি উত্তম স্থান, নিকটে মহা তীর্থ নদী নর্ম্মদা, এর বাড়া কি আছে?

পর। তবে এই স্থানেই শিবির সংস্থাপন করা যাউক?

হর। আজ্ঞে হাঁ। এই দিব্য স্থান।

পর। তবে স্কন্ধাবারের সমস্ত লোককে অনুমতি প্রদান কর। এই স্থানেই শিবির স্থাপন করুক। আর তুমি একজন দূতকে ডাক! আমি রাজবাটীতে সংবাদ প্রেরণ করি।

(হরভাজন তেওয়ারির প্রস্থান)

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। (করজোড়ে) প্রভো! কি আজ্ঞা হয়?

পর। দূত তুমি শীঘ্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ-সভায় গমন কর। রাজাকে বল্‌বে, তোমার শমন স্বরূপ পরশু-রাম এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মহর্ষি জমদগ্নিকে সংহার করে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে কালযাপন কর্চ্ছেন—তাই তিনি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেন বলে এসেছেন, সত্বরেই সমর সজ্জায় চলুন!

দূত। যে আজ্ঞা হয় প্রভো! আমি এখনই চল্লেম্।

(দূতের প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা।

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সিংহাসনোপরি আসীন।

রাজমন্ত্রী এবং অপর সভ্যগণ সভা অধ্যাসীন।

(পরশু-রামের দূতের প্রবেশ)

দূত। (রাজ সম্মান প্রদানানন্তর করজোড়ে) মহারাজ! আমি মহাবল পরশু-রামের কিঙ্কর। আপনি তাঁহার পিতা মহর্ষি জমদগ্নিকে কোপিলার লালসায় রণশায়িত করে নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে আছেন—তাই তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এসেছেন। শীঘ্র সসৈন্য প্রস্তুত হউন, শীঘ্রই চলুন!

কার্ত্তবীর্য্য। ওহে দূত! তোমার প্রভো! পরশু-রাম কোথায়?

দূত। আজ্ঞে নর্ম্মদা তীরে অক্ষয় বটের তলায়।

কার্ত্ত। যখন তাঁহার পিতার সঙ্গে সংগ্রাম হয়েছিল, তখন তিনি কোথায় ছিলেন?

দূত। পুষ্কর-তীর্থে।

কার্ত্ত। সে স্থানে কেন?

দূত। তপস্যার কারণ।

কার্ত্ত। তবে সে ধর্ম্ম কেন ত্যাগ কর্ল্লেন।

দূত। আজ্ঞে! বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী হওয়াতে।

কার্ত্ত। হুঃ! তাঁর কি এমন ক্ষমতা আছে?

দূত। আজ্ঞে! তা না থাকলেই কি রণক্ষেত্রে আগত হন!

কার্ত্ত। তবে তখন কেন এলেন নাই।

দূত। আজ্ঞে! তখন সংবাদ পান নাই।

কার্ত্ত। এখন কে সংবাদ দিলে?

দূত। আজ্ঞে! তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরেই তাঁহার জননী অনুমৃতা হওনোৎসুকা হ'য়ে অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সম্পাদনার্থে দূত পাঠিয়ে ছিলেন।

কার্ত্ত। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ান্তে পুনর্ব্বার তপস্যায় গেলেন না?

দূত। আজ্ঞে! যাবেন—বৈরনির্যাতনের পরে।

কার্ত্ত। (উপহাস পূর্ব্বক) অঃ হোঃ! তাঁর নিজের ক্ষমতায় নাকি?

দূত। আজ্ঞে! বড় উপহাস কচ্ছে্ন যে? জগতে তাঁর সদৃশ বীর কি কেউ আছেন?

কার্ত্ত। ওহে দূত! আমি উপহাস আর কি কচ্ছি?—শুনে সন্তুষ্ট হলেম্—বলি ভাল! ভাল!! ভাল!!! তবু যদ্যপি খোলা ঝাড়া না হতেন।

দূত। মহারাজ! সেই খোলা ঝাড়ারই প্রতিজ্ঞা প্রভাবে পৃথিবী এবার ক্ষত্রিয় ঝাড়া হবেন।

কার্ত্ত। (অতি উচ্চ হাস্যে) অঃ! হ! হ! হ! হ! বাহবা রে দূত! এই অপূর্ব্ব কথাটি শুনে বড় হাসি পেলে যে হে!—কি? কি? আর একবার বল দেখি শুনি?—

দূত। (গর্ব্বিতস্বরে) মহারাজ! এখন হাস্য করিতেছেন বটে; কিন্তু ইহার পর কাঁদিতে সময় পাইবেন না। সে প্রতিজ্ঞা! অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা! পরশু-রামের প্রতিজ্ঞা—যিনি অদ্বিতীয় রণ-পণ্ডিত মহারথ!—আশুতোষ যাঁহারে স্বহস্তের অস্ত্রাদি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন—এবং স্বয়ং সাহায্যার্থে অধ্যবসায়ী হইয়াছেন। যিনি ব্রহ্মার আদেশ; বিষ্ণুর বর; ও শঙ্কর কর্ত্তৃক মন্ত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, কবচ, রণ-কৌশল, বর্ম্ম, শূল, শেল, ইত্যাদি সমস্ত উপাদের বস্তু প্রাপ্ত হইয়া দারুণ সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়াছেন। যিনি এই সসাগরা পৃথিবীর দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয় ভার অবতরণার্থেই ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—মহারাজ! সেই পরশু-রাম রাজমৃগ কুলের মৃগেন্দ্রের স্বরূপ ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাজন! সে প্রতিজ্ঞা সাধারণ প্রতিজ্ঞা নয়! ক্ষত্রিয় কুলে কোন

গানে কাহাকেও বংশে বাতি দিতে রাখিবেন না ; ধরণী নিক্ষত্রিয়া করি-বেন, একবার নয় ক্রমান্বয় ত্রি সপ্তবার ।

কার্ত্ত । (গর্ব্বিতস্বরে) দূত তুমি তাঁরে বলো গিয়ে, তিনি পরশু-রামই হউক, ভৃগু-রামই হউন, আর অবতার রামই হউন । তাঁর সদৃশ শত শত রাম এলেও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দৃকপাত করেন না ।

দূত । মহারাজ ! এক্ষণে মিছে বাক্যব্যয় করা অমূলকমাত্র । সমরাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলেই কিছু অবিদিত থাকবে না । এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র বাটির বাহির হউন । সমর ক্ষেত্রে আগমন করুন ।

কার্ত্ত । দূত ! তুমি যাও গিয়ে শীঘ্র সংবাদ দেও আমি সত্বরেই যাইব, সত্বরেই তাঁহাকে তাঁর পিতৃ-সদনে পাঠাইব ।

কার্ত্তবীর্য্য । মন্ত্রী সুরতসিং ! রাজ্যের কুশল বার্ত্তা শুনিলে তো ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ ! শুনিলাম তো এবং বিবেচনা করিয়াও দেখিলাম এ সংগ্রাম শ্রেয়স্কর নয় ।

কার্ত্ত । কেন মন্ত্রীবর ! কিসে জানিলে শ্রেয়স্কর নয় ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে ! পরশু-রামের নাম শুনে ! দূত যখন নাম উল্লেখ করিল, তখনি আমার শরীর লোমাঞ্চিত ও নিরুৎসাহিত হইয়া উঠিল—

কার্ত্ত । (উপহাস পূর্ব্বক) অঃ হো ! পরশু-রাম একজন সামান্য ব্রাহ্মণ, তপস্বী জমদগ্নি মুনির পুত্র । ইহাঁর পিতা স্বর্গাভি কোপিলার প্রভাবে আমার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও আত্ম-রক্ষা করিতে পারে নাই— এঁর আবার ক্ষমতা কি ?

মন্ত্রী । মহারাজ ! আপনি বিশেষ জ্ঞাত নন, তাই ও কথা বলিলেন, পরশু-রাম প্রাকৃত মানব নন । তিনি ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার পৃথিবীর ভারাবতরণার্থেই পরশু (অর্থাৎ কুঠার) সহই তাঁর জন্ম হয় । রাজন ! শুনে ভয় হয়—বুঝিবা সেই দিনই আজ উপস্থিত—তাই ইনি সমরক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইলেন । যাহাই হউক, ফলিতার্থ এ যুদ্ধে জয়লাভ করা অতীব দুরুহ ।

কার্ত্ত । মন্ত্রীবর ! তিনি যাই হউন, ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া, রণ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও তো হইতে পারে না । এ যুদ্ধে শ্রেয় হউক বা নাই

হউক, যুদ্ধ-যাত্রাতো অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ যখন একদিবস্ সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইতে হইবে, তখন আর মরণে ভয় কি?—বিশেষতঃ পরশু-রাম যদ্যপিই ভগবত অবতার হন, আর ইহাঁরই হস্তে মৃত্যু হয়, তা হইলেও তো আমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে—অতএব মন্ত্রীবর! ইহা অশ্রেয় হইলেও এক্ষণে শ্রেয় বলিতে হইবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ! এ কথার উপর কোন কথাই নাই।

কার্ত্ত। তবে তুমি সত্বরেই ইহার উদ্‌যোগ কর! জয় সিং প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে সংবাদ দেও! তাঁহারা যেন আপনাপন সৈন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুমতি ঘোষনা করেন, রথী মহারথী গজারোহী অশ্বারোহী পাদাতিকাদি সমস্ত সেনানিকর রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নর্ম্মদাতীরে শিবির স্থাপন করেন—আর সকলেই যেন তথায় উপস্থিত থাকেন। তত্রত্য অক্ষয় বটের তলায় পরশু-রাম আছেন, তাঁর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইবে। তোমরা চতুরঙ্গ দল একত্রিত হইয়া অগ্রসর হও। আর মৎস্য, মগধ, মিথিলা, মান্দা-রাজ, কর্ণাট, আউদ, পঞ্চাল ইত্যাদি সমস্ত দেশের রাজাগণকে পত্র লেখ! যেন তাঁহারা সকলে অচিরে সসৈন্য রণবেশে নর্ম্মদা-তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। আর এক কথা এই যে, দেওয়ানজিকে বিশেষ করিয়া বল! বহু দেশ দেশান্তর হইতে রাজাগণ ও রাজ-সৈন্যগণ আসিবেন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রুষার দ্রব্যাদির আয়োজনে যেন বিশেষ যত্নবান থাকেন। দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত যেন প্রচুর পরিমাণে তথায় বিন্যস্ত করা হয়। আর অধিক কি বলিব তুমিতো সবই জান—যাহাতে কোন অংশে ক্রটী না হয় তাই কর। আয়োজনের দ্রব্যাদি নিখিল আহৃত, ও সমস্ত রাজাগণ একত্রিত হইলে, অধ্যবসায়ে সমরক্ষেত্রে যাত্রা করা হইবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজার অন্তঃপুর।

সখীগণ পরিবেষ্টিতা রাজ্ঞী মনোরমা আসীনা

(রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রবেশ)

কার্ত্তবীর্য্য। (অতি মৃদুস্বরে) রাজ্ঞি! প্রেয়সি মনোরমে! আজ বড় অমঙ্গল!

মনোরমা। (বিস্ময়ান্বিত স্বরে) কেন জীবিতেশ্বর! কি অমঙ্গল দেখ্‌লেন্?

কার্ত্ত। প্রিয়ে! গত রজনীতে বড় ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সে সমস্ত অলক্ষণের কথা তোমার সন্নিধানে ব্যক্ত করিতে আমি ইচ্ছা করি-নাই। কিন্তু তা হইলে কি হয়? আমি যে দুঃস্বপ্নের কথা অমঙ্গল সূচক বলিয়া প্রিয়ে! তোমার কাছে ব্যক্ত করি নাই—সেই দুঃস্বপ্নের অধিনায়কই আজ্ আমার দ্বারে উপস্থিত।

মনো। জীবিতেশ্বর! কে তোমার দুঃস্বপ্নের অধিনায়ক হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইল? এমন শত্রু কে আছে নাথ?

কার্ত্ত। প্রাণেশ্বরি! স্বর্গগত যমদগ্নি মুণির পুত্র পরশুরাম। তিনিই আমার দুঃস্বপ্নের অধিনায়ক। তিনি নাকি ব্রহ্মার আদেশে, বিষ্ণুর বরে, ও শিবের সহায়তায় এবং তাঁহার সন্নিধানে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ধরণী ত্রি সপ্তবার নিক্ষত্রিয়া করিবেন। আবার নাকি ভগবান শূলপাণী তাঁহাকে বিষ্ণু মন্ত্র ও কবচাদি দিয়াও উৎসাহিত করিয়াছেন—প্রিয়ে! তিনিই আজ অধ্যবসায়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মনো। হাঁ। নাথ! তিনি সসৈন্যে রণবেশে এসেছেন কি?

কার্ত্ত। হাঁ জীবিতেশ্বরি! তিনি সংবাদ প্রেরণার্থে অনেক সৈনিকদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মনো। কোথায় তাঁহার স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছে?

কার্ত্ত। নর্ম্মদা-পুলিনে অক্ষয় বটের তলায়।

মনো। (সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) জীবিতেশ্বর! আমি পরশু-রামের বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগত আছি। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার বিশেষ—পৃথিবীর ভার নিবারণার্থেই জগম্মণ্ডলে আবির্ভূত—হে হৃদয়-নাথ! তুমি তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে কখন যেওনা, সমরক্ষেত্রে পদার্পণ করো না; বিবাদ বিসম্বাদে আর কাজ নাই।

কার্ত্ত। প্রিয়তমে। ক্ষত্রিয়দলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইয়া, কি জীবিত থাকিতে আছে?—স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত, লোক বিগর্হিত, সমাজ নিন্দিত, এবং রাজকুলে কলঙ্কিত—অতএব প্রিয়ে! এরূপ অপযশ ভাজন হইয়া, কাপুরুষের ন্যায় এই জগতে জীবন্মৃতবৎ থাকাপেক্ষা, যদি পরশু-রামের হস্তে আমার মৃত্যুই হয়, সেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট—অতএব, প্রেয়সি! যুদ্ধ যাত্রায় বাধা দিওনা, কুলধর্ম্মে প্রতিবন্ধক হৈওনা। ও আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম তাকি তুমি জাননা? তবে এ সংগ্রামে শ্রেয় নাই, তা আমি বেস জানি। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? ক্ষত্রিয় হয়ে রণে পরাঙ্মুখ তো কখনই হইতে পারিব না—

মনো। (সজলনেত্রে) হৃদয়নাথ! মহর্ষি জমদগ্নির পুত্র পরশু-রাম স্বয়ংই বিষ্ণু অবতার! তাহে মহাদেবের শিষ্য, চতুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক আদিষ্ট, পরং-ব্রহ্ম নারায়ণ যাঁরে বরদানে সন্তুষ্ট, জগংগুরু শূলপাণী যাঁরে স্বহস্তের অস্ত্রা-বলি দিয়া সহায় হইয়াছেন। তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম লিপ্ত হওয়া কি সাধারণ কথা!—তিনি বসুন্ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সর্ব্বদেব সহায় আছেন তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর এই সামান্য প্রতিজ্ঞা পূরণের বিচিত্রতা কি?—মহারাজ! "অধর্ম্মেনৈব রাজন যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়" আপনি মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইলে, মহাত্মা স্বর্গীয় যমদগ্নি সসৈন্য আপনাকে দেব দুর্লভ ভোজ্য দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন

করাইলেন। আপনি কিনা এতাদৃশ মহৈশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও—তাপস ব্রাহ্মণের সেই সর্ব্বস্ব ধন কোপিলার লালসায় লোভান্ধ হয়ে, ধর্ম্মপথে কণ্টকাকীর্ণ করে, তাঁহারে সংহার কর্ল্লেন—মহারাজ! সেই সুর-গাভী কোপিলাও সুর-লোকে গমন করিলেন, আপনি কেবল ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রীহত্যা ও কোটি কোটি নরহত্যাদি পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। একেত কৃতঘ্নতাই মহাপাপ। তার উপর আবার এই সকল অকারণ হত্যা!—মহারাজ। আপনি সুপণ্ডিত হয়ে এতো লোভ। এ পাপ কি অমনি অমনিই ক্ষয় হবে, প্রতিফল অবশ্যই ফলিবে। আমি এই জন্যে বলি সাধা হউন, দাসীর কথা রাখুন, সমর-সজ্জা পরিত্যাগ করুন, পরশু-রামের শরণ লউন! তিনি ব্রাহ্মণ, আপনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের সেবায় নিন্দা নাই; তায় তিনি আবার ভগবৎ অবতার। তাঁর সমীপে গিয়া অনুনয় করুন! স্তব করুন! তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন, ক্রোধ সম্বরণ করিবেন, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। সকল দিক্ বজায় থাকিবে,—ক্ষত্রিয় কুল রক্ষা হইবে। নাথ! আপনার একজনের দোষে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্ষত্রিয় বংশ কেন ধ্বংস করাইবেন?—

মনোরমা কর্ত্তৃক সকরুণ মধুর স্বরে অনুনয়।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

(প্রাণনাথ হে!) যেওনা যেওনা রণে; পশু-রাম সনে।
বিদরে হৃদয় আমার সে নাম শুনে॥
সে অতি দুর্জ্জয় বীর; সে রণে নাহি নিস্তার;
স্বয়ং বিষ্ণু অবতার; ক্ষত্রি নাশনে।
এসো হে! হৃদয়নাথ! মন সাধে পূরাই সাধ;
রেখোনা চির বিষাদ! এ সাধ জীবনে॥

(মন্ত্রী সুরৎসিংহের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ক্ষিতিনাথ! নিষধাধিপতি সোমদত্ত, মৎস্য-রাজ, রাজা সুচন্দ্র, মগধেশ্বর, মিথিলাপতি আদি বহুসংখ্যক রাজাগণ রাজবাটীতে সমাগত,

সকলে মন্ত্রণাগৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সৈন্য সমস্তও আগত প্রায়। কতক কতক রাজধানীতে উপনীতও হইয়াছেন, কতক কতক পশ্চাতে আসিতেছেন। উপস্থিত নৃপগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, শীঘ্র বহির্ভবনে আসিতে আজ্ঞা হউক!

কার্ত্ত। মন্ত্রীবর! তবে তুমি স্বয়ং এখানে কেন এলে? অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইলেও হইত। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা কে করিতেছেন? শীঘ্র গমন কর! শীঘ্র গমন কর! তাহাদিগের সহিত সদালাপ ও সদ্ভাব প্রদর্শন কর! আমি অতি সত্বরেই আসিতেছি।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

মনো। জীবিতেশ্বর! যুদ্ধের আড়ম্বর করিবেন না। দাসীর কথা রাখুন, পরশু-রামের শরণ লউন!—তিনি বিষ্ণু অবতার, তাঁর সন্নিধানে লঘুতা স্বীকার করিলে মানের লাঘব হইবে না।

কার্ত্ত। প্রিয়তমে! তুমি যদিও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও সাধ্বী সতী, তত্রাচ তুমি অবলা নারী। মান, আপমান, সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম, এর তুমি কি জান?—ভাল, এইতো মহা মহা রাজাগণের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁদেরই বা মন্তব্য কি, আর কিই বা ইহাঁরা পরামর্শ দেন, তাওতো এখনি জানিতে পারিবে! তোমাকে না বলিয়া, না সম্মত করিয়া, আমি কখনই রণে যাইব না। এখন রাজাগণের সহিত সাক্ষাৎ করি গিয়ে, পশ্চাতে আসিব।

(রাজার প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—o—

মন্ত্রণা-গৃহ।

(সোমদত্ত, মৎস্যরাজ, মগদেশ্বর, রাজা সুচন্দ্র, মিথিলাপতি ইত্যাদি রাজগণ আসিন)

(কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রবেশ)

রাজাগণ। (গাত্রোত্থানন্তর অভ্যর্থনা) আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়!

কার্ত্তবীর্য্য। (করজোড়ে যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক) বস্‌তে আজ্ঞা হয়! বস্‌তে আজ্ঞা হয়! বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

সুচন্দ্র-রাজা। মহারাজ। পরশু-রামের সঙ্গে আপনার বিবাদ কি জন্য?

কার্ত্ত। তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ কিছুই নয়।

সু। তবে তাঁর সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি?

কার্ত্ত। সুচন্দ্র! আমার তো কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁর যদি কিছু থাকে, তা, সে তিনিই জানেন।

মৎস্য-রাজ। কোনো অভিপ্রায় না থাকিলেই, বা তিনি সংগ্রামে আসিবেন কেন?—অবশ্যই কিছু আছে।

সুচন্দ্র। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হিংসায় রাজদ্রোহী হইয়া রাজত্ব করিবেন নাকি?

সোমদত্ত। উঁ হুঁ বুঝ্‌তে পার্লেন না! মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য পরশু-রামের পিতা মহর্ষি জমদগ্নিকে কোপিলার লোভে সংহার করিয়াছিলেন না—জাতক্রোধ সেই; আর কিছু নয়।

সু। সে সময় পরশু-রাম কি উপস্থিত ছিলেন না?

সোম না—সে সময় তিনি পুষ্কর-তীর্থে ছিলেন পশ্চাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, পিতৃ-কার্য্য সমাপনার্থে আশ্রমে আসিয়া, শোকাভিভূতচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পৃথিবীকে ত্রি সপ্তবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের সমীপে নাকি বর প্রাপ্ত হইয়াছেন—শূলপাণী স্বহস্তের অস্ত্র শস্ত্রাদি সমস্তই প্রদান করিয়াছেন।

মিথিলাপতি। ওহে সোমদত্ত! শূলপাণী না দিবেন কেন? পরশু-রাম তো সামান্য ব্রাহ্মণ নন! বিষ্ণু অংশে জন্ম ভগবানের ষষ্ঠাবতার!— আবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস ও নির্মূল করিবার নিবন্ধনই তাঁহার জন্ম গ্রহণ—দেবতারা কেনই বা না সহায় হইবেন? এ সমস্ত তাঁহাদিগেরইতো খেলা।

কার্ত্ত। হে নৃপগণ! সর্ব্বজন সমীপে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা সকলেইতো সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। এখন কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনাদিগের মন্তব্য কি প্রকাশ করিয়া আমাকে স্থিরচিত্ত করুন। অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর ইচ্ছা যে, সন্ধি স্থাপন হয়।

সুচন্দ্র। মহারাজ! পরশু-রাম যখন আক্রমণ করিয়াছেন, তখন রণে পরাঙ্মুখ হওয়া অতি কাপুরুষের কার্য্য।

মিথিলাপতি। সমরে অবশ্যই যাইতে হইবে তার সন্দেহ কি? না গিয়ে ক্ষত্রিয়কুল কি কলঙ্কিত করিবে?

সোমদত্ত। হে সর্ব্বজন! আমি একটি সাদা কথা বলি, আপনারা বিবেচনা করুন। যখন ধরণী নিক্ষত্রিয়া করিয়া, বসুমতীর ভার লাঘব করিতে ভগবান হরিঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই ক্ষত্রিয় বংশে আমাদিগের জন্ম। তখন রণ ভয়ে ভীত হইয়া, অধর্ম্মের ভার শিরে বহন করিয়া পলাইলেই কি কেউ বাঁচিতে পারিবেন?—তা কখনই পারিবেন না। তবে আর বৃথা কথার আন্দোলনে ফল কি? বরং রামের হস্তে পতন হইলে স্বর্গলাভ হইবে তার সন্দেহ নাই।

মৎস্যরাজ। ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া রণে ভয় করিব? কি আশ্চর্য্য।— হয়ে কেন মরি নাই।

সুচন্দ্র। মন্ত্রীবর! কোন স্থানে পরশু-রামের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে! নর্ম্মদা পুলিনে অক্ষয়বটের তলায়।

সু। কতগুলি সৈন্য তাঁর সমভিব্যাহারে আছে?

মন্ত্রী। মহারাজ! সৈন্য তো কিছুই নাই। কেবল জনকত বন্ধু-বান্ধব মাত্র, তা তাঁহারাও ব্রাহ্মণ।

সু। তবে আর তারে ভয় কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে মহাদেবী চামুণ্ডার সমভিব্যাহারে কত সৈন্য ছিল?—তেমনি ইনিও তো ভগবানের অবতার!—একাই এক সহস্র।

সোমদত্ত। তা না হইলে অ্যাতো সাহস, অ্যাতো দম্ভ, অ্যাতো তেজস্বীতা যে, তিনি স্বয়ং একাকিই এই সুবিস্তার জগন্মণ্ডলের সমস্ত সৈন্য-সঙ্কুল সামাজ্য নিখিলকে অনাথ করিতে প্রবৃত্ত হন!—

সু। এখন সংগ্রামেতো গমন করা যাউক, পশ্চাৎ বিবেচিত হইবে। জয় পরাজয় সকলেরই তো আছে।

কার্ত্ত। (প্রত্যেককে করযোড়ে অনুনিত বচনে) তবে শুভ-কার্যে বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই। আপনারা আপনাপন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, নর্ম্মদা তীরে গমন করুন। সেখানে স্থান অতি মনোহর, এবং পরিসর। মহা পবিত্র স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল জল, সুশীতল সমীরণ, নিকটে অতি রমণীয় উপবন, এবং তাহা ঋতু-সুলভ ফল পুষ্পে সুশোভিত—সর্ব্বতোভাবেই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। সেনাপতি জয়সিংহ ও অমরসিংহ সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন; আপনাদিগের স্কন্ধাবারও সেই স্থানে সন্নিবেসিত করুন। আমি অন্তঃপুর হইয়া শিঘ্রই আসিব।

(সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রস্থান।)

(এবং সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর।

(রাজ্ঞী মনোরমা ভূমি-শয্যায় শয়ান, নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত, সখীগণ সুশ্রূষা সম্পাদনে নিযুক্তা।)

(কার্ত্তবীর্য্য রাজার প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগত) একি! ধূলায় প'ড়ে যে!—স্ত্রীলোকের মন কোন মতেই প্রবোধিত হয়না। (প্রকাশ্যে) রাজ্ঞি! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর। মধুর স্বরে দু'টো কথা কহিয়া প্রাণ শীতল কর।—প্রিয়ে! একেতো এই কুদিন উপস্থিত, তাতে আবার গৃহাভ্যন্তরেও এই অসুখ, ইহাতে কি অন্তঃকরণ স্থির থাকে? প্রেয়সি! আমি যুদ্ধে গমন করিনাই, এখন গাত্রোত্থান কর। তোমার অমৃত-শিক্ত বচনাবলিতে আমার এই বিপ্লুত অন্তঃকরণের তৃপ্তি-সাধন কর। প্রিয়ে! তোমাকে না সম্মত ক'রে আমি কি যে'তে পারি—?

মনোরমা। (গদগদ নয়নে করুণ-স্বরে) হা নাথ!—হা প্রাণেশ্বর!—আর মিছে মায়া কেন বাড়ান?—আপনি দাসীর কথা শুনিবেন না, দাসীর অনুরোধ রাখিবেন না। একান্তই সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিবেন—পরশুরামের হস্তে প্রাণ হারাইবেন। তবে অমূলক মায়া বর্দ্ধনে আর ফল কি?—হৃদয়-নাথ হে! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে সম্মতা না ক'রে রণে গমন করিবেন না,—সে কেবল আপনার প্রবোধন বাক্য মাত্র। কারণ তাও কি কখন হইতে পারে?—আপনিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না যে, এ পর্য্যন্ত প্রিয়জনকে প্রীতমনে কে কোথায় বিদায় দিয়াছে?—অতএব আমি কি কখন ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি? স্বেচ্ছানুসারে শার্দ্দূল মুখে কে কোথায় আত্ম-সমর্পণ ক'রে থাকে?—জীবিতেশ্বর! আমি তো বারম্বার আপনাকে নিষেধ করিতেছি যে, রণ-প্রবৃত্ত হইবেন না সমরাঙ্গনে যাইবেন না। সমরেচ্ছা ত্যাগ

করুন; রামের সঙ্গে প্রীতি করুন! বিনয়-বাক্যে তাঁহার শরণ লউন!—আপনি কি তাহা করিবেন? কখনই নয় [illegible] তবে আর কেন?—হৃদয় বল্লভ হে! এ রণের পরিণামে যা হইবে তা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।

কান্তি। (ম্লান বদনে) প্রিয়তমে! আমি সবই [illegible], সবই বুঝি। কিন্তু কি করি উপায়ান্তর নাই। ভবিতব্য যাহা তা অবশ্যই হইবে, অতিক্রান্ত কিছুতেই হইবে না। তবে আর আমি রণে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনাদিগের কুল-ধর্ম্মে কলঙ্ক প্রদান কেন করি?—প্রিয়তমে! পরিণামে যাহা ঘটিবে, তজ্জন্য আমি মনের মধ্যে কিছুমাত্রই দুঃখ করি না, এবং ভয়ও করি না। যেহেতু শোক, তাপ, দুঃখ, খেদ ও ভয়াদি সমস্ত কেবল মূঢ় ব্যক্তিকেই অভিভূত করে—প্রিয়ে! সমস্তই জানিবে যে, আপনাপন কর্ম্ম-ফল মাত্র। কাল প্রাপ্তেই ফল প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের অদৃষ্ট যে কাল-চক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে, আমার যদ্যপি সেই কালের আজি শেষ-কালই উপস্থিত হইয়া থাকে, তা হইলে প্রিয়ে! কোন ক্রমেই নিস্তার পাইব না। আর যদ্যপি তাহা না হইয়া থাকে, তবে কেহই কিছু করিতে পারিবেন না। প্রেয়সি মনোরমে! পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা নিচয় অনুমোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। অতএব আমার যদ্যপি সেই দিনই উপস্থিত হইয়া থাকে, তা হইলে প্রিয়ে! রণে না গিয়া গৃহে লুক্কাইত থাকিলেই কি রক্ষা পাইব?—কখনই পাইব না। এই জন্যে বলি, প্রিয়ে! অনুতাপ ত্যাগ কর। অন্তরের মালিন্য দূর কর। মনের ঔৎসুক্যে বিদায় দিয়া, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের গৌরব রাখ,— যদ্যপি সমরে জয় লাভ করিতে পারি, তবেইত পুনর্ম্মিলন, নতুবা আর কি বলিব?

মনোরমা। (গলদশ্রু মোচন করিতে২ করুণস্বরে) জীবিতেশ্বর! যদ্যপি একান্তই আপনি রণে গমন করিবেন, তবে ক্ষণকালের নিমিত্ত এই অন্তঃপুরে অবস্থিত হউন। কৃপা করুন; কিঞ্চিৎ অবসর দিন। উতলা হইবেন না। হৃদয়বল্লভ হে! তা হইলে দাসী এজন্মের মতন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করে, নয়ন পবিত্র করে, আর দুইটি মধুর বচন শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় সফল করে। প্রাণনাথ! আঁর একটি সার কথা এজন্মের মতন নিবেদন করিব—যদি দয়া ক'রে শ্রবণ করেন। অর্থাৎ কেবলই

জীবিত থাকিয়া স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দৃষ্টি বা শ্রবণ করে, তার সমা অভাগিণী আর ত্রিজগতে নাই। নাথ হে! স্বামী হীনা রমণীর জীবনই বৃথা। তার আহার বৃথা,—বিহার বৃথা,—নিদ্রাবৃথা,—তার সমস্তই বৃথা। প্রাণেশ্বর! বলা নয়;—ঈশ্বর যেন না করেন, তত্রাচ কি জানি যদি এ সংগ্রামে আপনার কোন দুর্ঘটনাই উপস্থিত হয়, তা হইলে কিঙ্করী জন সমাজে আর মুখ দেখাইতে প্রবৃত্তা হইবে না; অতএব হে নাথ! আমার মনোনীত কল্পনা এই যে, আপনাকে বক্ষস্থলে সন্নিবেসিত করিয়া, সেই জগত্তাত জগদীশ্বরকে ডাকি; তিনি আমার অন্তরাসনে অধিষ্ঠান করিলে যোগবলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকে বায়ু সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আমার প্রাণ বায়ু বিনির্গত করি। পশ্চাতে আপনি সংগ্রাম-যাত্রা নিষ্পন্ন করুন। যেহেতু আমি জীবিত থাকিতে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কখনই শুনিতে পারিব না।

কার্ত্ত। (সজলনেত্রে) প্রিয়তমে! অমন কথা বলো না! আমার সমক্ষে তুমি দেহ ত্যাগ করিবে তাই কি আমাকে দেখিতে হইবে? আমার কি এম্‌নিই পাশান হৃদয়?—প্রেয়সি! আমি যার জন্যে এই সসাগরা পৃথিবীর শাশন ভার লইয়াছি, যার সতীত্ব প্রভাবে আমি এই জগন্মণ্ডলে মান্য, গণ্য, ও ধন্য হইয়া পার্থিব একাধিপত্য উপভোগ করিতেছি—লঙ্কেশ্বর রাবণ প্রভৃতি রাজাগণকে পরাভূত করিয়াছি, আজ আমি সেই সতীকে জন্মের মতন হারাইব!—জীবিতেশ্বরি! তুমি যদি দিন থাকিতেই আমার প্রতি বিমুখ হইবে, তবে আর আমি কতক্ষণ জীবিত থাকিব?—তোমার ভুবন প্রতিষ্ঠিত সতীত্ব প্রভাবই যে আমার জীবনের একমাত্র আধার! আমার ধন, মান, জীবন, প্রাণ, সৌরভ ও গৌরব সকলই তো প্রিয়ে তুমি!—আঃ! মনোরমে! আমি রণসজ্জা ত্যাগ করি, তোমার কাছে ভিক্ষা করি, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আমার দেহ শূন্য করিও না—শোকসাগরে ভাসাইও না—ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় ভূমে ফেলিও না ভগ্নোৎসাহ হইতে দিও না।

মনো—। প্রাণবল্লভ! আমি বেস দেখিতেছি, এবং দিব্যজ্ঞানে অনুভব করিতেছি যে ধরণী-মাতা অতি সত্বরেই আমাদিগকে বিদায় দিবেন। আপনি যে, বলিতেছেন—"সমরসজ্জা ত্যাগ করি" তা কখনই পারিবেন না! সমরস্থও হইতে হ'বে, আর প্রাক্তনে যা নিবন্ধিত হইয়াছে তাও হইবে।

জীবিতেশ্বর! সে কি আপনার ইচ্ছা? বিধিলিপি ঘটনা কি কখন অতিক্রান্ত হয়?—কালে হয় কালেই ক্ষয়। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি যে, সেই কালের আজ আমাদিগের শেষকাল উপস্থিত। প্রাণনাথ! আর কিছুতেই রক্ষা হয় না—আপনিত সংগ্রামে গমন করিবেনই, অতএব দাসীর প্রতি সদয় হউন, কৃপাদৃষ্টি পূর্ব্বক বিদায় দিউন, আমার চরম কাল অগ্রেই আগত প্রায়, আপনার তো পশ্চাতে। নাথ হে! এক্ষণে আমার মানসিক প্রার্থনা এই যে, আপনাকে সমক্ষে রাখিয়া সেই জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্মান্তরে দাসী আপনাকেই পতি রূপে প্রাপ্তা হইয়া শ্রীচরণের সেবা করিতে পারে। (স্বামীর চরণধারণ পূর্ব্বক) হে নাথ!—হে প্রাণবল্লভ!—হে জীবিতেশ্বর!—দাসীর প্রতি প্রসন্ন হ'ন! কিঙ্করীর আজীবন কৃতাপরাধ ক্ষমা করুন! আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন দাসীর মনোরথ সফল হয়। আর আমার অধিক বিলম্ব নাই, এক্ষণে শ্রীচরণে প্রণাম।

(মনোরমার আসন্নকালীন হরিসংকীর্ত্তন)

(উন্নত-বদনে করযোড়ে।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। ৪।

(দিনগেল হে!) দিনে দয়া কর শ্রীহরিঃ—ভবের কাণ্ডারী:
তরিতে ভরণী তব চরণ-তরি॥

কাতরে ডাকে কিঙ্করী; দয়া কর হে মুরারি;
শমন দমন কারী ভয় নিবারী।

এসো হে! হৃদি-আসনে; প্রাণ ত্যেজি শ্রীচরণে;
হৈওনা অন্তর অন্তিমে; অন্তর-বিহারী॥

মনো। (পুরজনগণকে ডাকাইয়া সর্ব্ব সমক্ষে করযোড়ে) হে নরনারীগণ! আপনাদিগের সন্নিধানে আমার অন্তিম নিবেদন এই যে, সকলে সুপ্রসন্ন হইয়া এক্ষণে আমায় বিদায় প্রদান করুন!—আর গুরুজনগণ এদাসীরে আশীর্ব্বাদ করুন যেন, লোকান্তরে অধিনী নিজস্বামী প্রাপ্তা হইয়া শ্রীহরির পাদ-

পদ্মের দাসীত্ব লাভ করে। (গুরুজনকে প্রণামানন্তর যোগাসনে অধ্যাসীন, এবং যোগবলে ষট্‌-চক্র ভেদ করিয়া, মস্তকে বায়ু সংস্থাপন পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া পর-ব্রহ্মে মনঃ সংযোগ)—(স্বগত) হে প্রভো! জগন্নাথ!—হে দীনবন্ধু! হে গোলকনাথ!—হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে পরাৎপর পর-ব্রহ্ম!——(বাক্য রোধ, নেত্রযুগল স্থির, এবং ভূমে পতন।)

কার্ত্ত। (মৃতদেহ বক্ষোপরি রাখিয়া রোদন ও খেদ) হা মনোরমে! হা-প্রেয়সি! হা-জীবিতেশ্বরি! তুমি যা বল্লে, তাই ক'ল্লে; অনুমাত্রও উপরোধ রাখিলে না!—হা—প্রিয়ে! তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে? আ-সতি! এই কি তোমার উচিৎ কার্য্য হ'লো?—আমার এই অদিন, অসময়ে, ক্ষত্রিয়-কুলান্তক দুর্দ্দান্ত পরশুরাম হস্তে মৃত্যু,—হউক বা না হউক প্রিয়ে! অগ্রেই যে তুমি আমাকে জীবন্মৃত করিলে! প্রেয়সি! আমার বল, বুদ্ধি, শক্তি, যুক্তি, মন, প্রাণ, শৌর্য্য ও বীর্য্য সকলই যে তোমার অনুগামী হইল।—আমি এই মৃতকল্প প্রায় শূন্য দেহে কি রূপে রণ-প্রবৃত্ত হইব?—আঃ! জীবিতেশ্বরি! তোমার হেমময়ী শরীর-কান্তি আজ ধুলায় অবলুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে! হে প্রিয়ম্বদে! তোমার সেই মধুমাখা প্রিয়বাক্যগুলি কি আর কখন শুনিতে পাইব?—সুধাংশুবদনি! একবার গাত্রোত্থান কর—তোমার সহাস্য-বিধুবদনে দু'টো কথা ক'য়ে অমৃত বর্ষণ কর। আমার দগ্ধ-প্রাণ শীতল কর—অন্তঃকরণের তৃপ্তি-সাধন কর।—প্রিয়তমে! তুমি যদি সত্য সত্যই যাবে, তবে আমায় কেন সমভিব্যাহারে লইলে না?—আঃ প্রেয়সি! তোমার কাছে তো পৃথক্ বিচার কখনই ছিল না।—হৃদয়-বল্লভে! অগ্রে আমারই যাইবার কথা,—তানা হইয়া বিপরীত!—হায়! হায়!! হায়!!! বিধাতঃ! তোমার মনেকি এই ছিল? আমার রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী,—গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী,—এবং সংসারের সংসার-লক্ষ্মী, সর্ব্বই আজ হরণ করিলে!— (অন্তরীক্ষে শূন্যবাণী)

কার্ত্ত্য। (বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অষ্টদিক উর্দ্ধ দৃষ্টি পূর্ব্বক) (স্বগতঃ) একি! অকস্মাৎ একি! কে যেন কি বলিতেছে যে! কই?—কোথায় কাহাকে তো দেখিতে পাইনে,—সে কি, তবে কি আমার ভ্রম হইল?—না ভ্রম নয়, ঐ যে—ঐ যে বেস শুনা যাইতেছে—অঃ হো! এযে, শূন্যবাণী—,দৈববাণী—শুনি দেখি! ভগবানের কি অনুগ্রহ হয়। (শূন্যবাণী শ্রবণ)।

শূন্যবাণী। "মহারাজ! তুমি সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান, তোমাকে আর বুঝাইব কি?—তুমি তো ভালরূপ জান যে, এই সংসার জলবুদ্বুদের ন্যায়!—আর মনুষ্যের জীবনও জানিবে যে, নলিনী-পত্রস্থিত সলিলবৎ! অতএব যখন এই জাগতিক সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, তখন আর শোক, তাপ, দুঃখ ও আক্ষেপ করিয়া যে, আত্মাকে অভিভুত করা—এ নিতান্ত অজ্ঞানের কর্ম্ম। কাল প্রাপ্তে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়, তাকি জাননা? মনোরমা সতী লক্ষ্মীর স্বরূপা, লক্ষ্মী অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৈকুণ্ঠে আসিয়া লক্ষ্মীদেবীর পার্শ্বিতা হইয়াছেন—তুমিও রণ ক্ষেত্রে দেহ বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে চলে যাও! শোক তাপ, দুঃখ পরিত্যাগ কর! ধৈর্য্যধর!"।

কার্ত্ত। (উর্দ্ধেদৃষ্টি ও করযোড়েস্তব) হে প্রভো! দয়াময়! হে-দিনবন্ধু দীন-নাথ! তোমার অনন্ত মহিমার সীমা কে জানে? হে-স্বেচ্ছাময় হরি! তুমি অনাদি অনন্ত, সত্য ও নিত্য নিরঞ্জন ভক্তের পরম দুর্ল্লভধন। হে কৃপা নিধান! তোমার ইচ্ছাতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত, পালিত, ও সংহৃত হই-তেছে। হে ত্রিদশেশ্বর! আমি নিতান্ত মুঢ়। ভজন, পূজন, তপ, জপ বিহীন, ভক্তি হীন। হে জগত্তাত! তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম গুণে এই দীন হীন নিগুর্ণ জনে দয়া কর। অন্তিমে যেন শ্রীচরণে স্থান দিও। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত)

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ পথ।

(রাজা কার্ত্তবীর্য্য, সৈন্যাধ্যক্ষ যশমন্ত রাও, মন্ত্রী সুরৎসিংহ সেনাপতি আজব সিংহ ইত্যাদি সসৈন্য রণবেশে বহির্গত)

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) আজ, যাত্রা করা গেলবটে, কিন্তু বড় অমঙ্গল। (প্রকাশ্যে) কেমন হে! যশমন্ত রাও! আজকার দিন টা কেমন বুঝিতেছ?—দুর্গা শ্রীহরি ঃ—

যশমন্ত। তাই তো! আজ না এলেও হইত, এম্‌নেও বিলম্ব অম্‌নেও বিলম্ব; বিলম্বতো হইয়াইছে। অ্যাতো অযাত্রা!—কালি-হাঁড়ি, শূন্য-কুম্ভ, হাঁচি, টিক্‌টিকি কিছু আর যে বাকি নাই। আবার শৃগাল কুক্কুর গুলাও দেখ দেখি! পথের মধ্যে কাঁদিতে বসিয়াছে। শ্রীহরি!—শ্রীহরি!—শ্রীহরি।

আজবসিংহ। মন্ত্রীবর! এদিকে দেখ! এই ছিন্ন নাশিকা শতগ্রন্থি মলিনবসনা মাগী বেটী আবার এ সময় কোথা হইতে এ'সে উপস্থিত হইল। গ্রহ বৈগুণ্যে বিধাতা নানা দিকেই বিড়ম্বনা করেন—আবার এ মাগীর আক্কেল দেখ দেখি!—মাগী তাড়াতাড়ি এসে পথের ধারেই ছড়া হাঁড়িটা রাখিয়া গ্যালো। শ্রীহরি!—শ্রীহরি!—শ্রীহরি!—

মন্ত্রী। আঃ! উৎপাৎ, কমকি?—দেখ দেখি! উলাঙ্গিনী পাগ্‌লী আবার এখন কোথা থেকে মর্‌তে এলো!—আজবসিংহ এটাকে দূর করে দেওতো হে!—দুর্গা বল মন! যত আপদ এই সময়, শ্রীহরি!—শ্রীহরি!—শ্রীহরি!—(রাজার প্রতি) মহারাজ! রাজ পথে বেরুতে নাবেরুতেই অ্যাতো অযাত্রা ও অমঙ্গলের চিহ্ন! গতিক ভাল নয়—আজকার দিনটা যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হইলেই ভাল হয়।

কার্ত্ত। মন্ত্রীবর! আজ আমার মঙ্গলই বা কি? আর অমঙ্গলই বা কি? যার মঙ্গলে মঙ্গল, আর যার জন্যে মঙ্গলের প্রার্থনা, যখন সেই মঙ্গলাই আমাকে ছে'ড়ে গিয়াছে—তখন আর আমার মঙ্গলে কাজ কি?—অমঙ্গলই আমার পক্ষে মঙ্গল। গৃহলক্ষ্মী না থাকিলেই লোকে লক্ষ্মী ছাড়া ব'লে; মন্ত্রীবর! আমিতো আজ তাই—তবে আর মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা কি? কি বলো হে যশমন্ত রাও!

যশমন্ত—। আজ্ঞে হাঁ! সে কথা যথার্থ বটে, তবে কিনা শাস্ত্রকারেরা বলেন "আত্মাকে সর্ব্বক্ষণই রক্ষা করিবে আর সমস্তই পশ্চাৎ"। অতএব মহারাজ! যতক্ষণ, এই দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাধু লোকেও চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা ঈশ্বর-নিয়মের অতিক্রম নয়—আর আত্মা রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতে গেলেই শাস্ত্রিক হউক বা লৌকিক হউক, আচার ব্যবহার গুলাও মানিতে হয়।

কার্ত্ত। যশমন্ত রাও! আমি সমস্ত জানিও বটে, এবং মানিও বটে, কিন্তু এ সময় নয়।

আজবসিংহ। মহারাজ শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য করিতে সময়াসময় কি?—যখন যাহা উপস্থিত হইবে, শাস্ত্রানুসারে করিলেই ভাল হয়।

কার্ত্ত। আজবসিংহ! যখন যাহা উপস্থিত হইবে তখনই তাহা সম্পাদন করা যদ্যপি শাস্ত্রানুগত হইল, তবে যুদ্ধ-যাত্রার আর বিলম্ব করাতো উচিত হয় না—যেহেতু, পরশুরামের আক্রমণ প্রায় মাসাতীত হইল, তিনি সেই নর্ম্মদাতীরে থাকিয়া, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন—মনে মনে কতই ভাবিতেছেন। আবার আমাদিগের কুলধর্ম্মেই কত কলঙ্ক বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা একবার ভেবে দেখদেখি!—এই কি শাস্ত্র সম্মত?—উচিত কথা বলিতে হয়। বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্রেই সমর-লিপ্ত হওয়াই আমাদিগের শাস্ত্রানুগত কুলধর্ম্ম। তা যখন হয় নাই, তখন আর শাস্ত্রাশাস্ত্র কি? সমর-ক্ষেত্রে যাওয়াই এক্ষণে মঙ্গল। কেমন হে সুরৎ সিং! তুমি কি বল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ—বিলম্বটা অধিক হইয়াছে বটে। এর উপর আরো বিলম্ব করা উচিত হয় না। চলুন তবে সমর-লিপ্ত হওয়া যাউক; ঈশ্বর যাহা নির্ণীত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিতে কেহই পারিবেন না।

কার্ত্ত। মন্ত্রী! আমার অদৃষ্টে যদ্যপি অনিষ্ট ঘটনাই থাকে, তবে সে কেহই মোচন করিতে পারিবেন না—আর আমি যে দিবস যাত্রা করিব সেই দিবসেই নানা প্রকার অমঙ্গল-সূচক চিহ্ন প্রদর্শিত হইবে। এমন কি পরশু-রাম আসিবার পূর্ব্বাবধিই আমার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে।—(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি) যশমন্তরাও! রণস্থলে কোন্ কোন্ বীর গমন করিয়াছেন?

যশ। মহারাজ! সেনাপতি জয়সিংহ ও অমরসিংহ নিজ-সৈন্য বিভাগে; আর রাজা সুচন্দ্র, সোমদত্ত, মৎসরাজ, মগধেশ্বর, মিথিলাপতি, সৌরাষ্ট্র, প্রভৃতি প্রভূত রাজাগণ—আর ইহাদিগের সহিতও অসংখ্য সৈন্য আছে। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের সমভিব্যাহারেও দুই লক্ষ যাইতেছে।

কার্ত্ত। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। বাদ্যকরদিগকে রণ-বাদ্য নিখিল বাদিত করিতে বল।

(সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

——oo——

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদাতীর অক্ষয়বটের তলা।

সমর-ক্ষেত্র।

এক পার্শ্বে—পরশুরামের স্কন্ধাবার সবান্ধব পরশুরাম শিবিরে আসীন।

অপরপার্শ্বে—ক্ষত্রিয় স্কন্ধাবার সসৈন্য সেনাপতি জয়সিংহ—রাজা সোমদত্ত, সুচন্দ্র, মৎস্য, মগধ, মিথিলা, মান্দরাজ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্রাদি সর্ব্বদেশের রাজাগণ স্বস্ব সৈন্য সমবেত উপবিষ্ট।

(অমাত্যবর্গ সহ সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রবেশ)

কার্ত্তবীর্য্য। (পরশুরামের শিবিরে গমনান্তর) অবধান! বিপ্রচরণে প্রণাম!

পরশুরাম। মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করি স্বর্গলাভ হউক!

কার্ত্ত। আঃ!—ঠাকুর! তা হইলে তো কৃতার্থীকৃত হই! এমন দিন কি হবে?—

পর। হবে, হবে, তা হবে! অচিরাৎ হবে! চিন্তা করিবেন না। এখন রাজ্যের কুশল বলুন দেখি?—ব্রহ্মবধ করিয়া ভাল আছেন তো!—

কার্ত্ত। ঠাকুর! কে কাহাকে বধ করিতে পারে?—এমন লোক কি পৃথিবীতে আছে?—বিধি কর্ত্তৃক যাহা অবধারিত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন কি পরিবর্ত্তন করেন এমন শক্তি কাহারও নাই। দেখ!—কেহই কাহাকে বধ করিতে পারে না।—লোকে বলে আমি করিলাম—তুমি করিলে—তিনি করিলেন। এ সমস্তই ভ্রম মাত্র। জগৎকর্ত্তা যাহা করিয়া রাখিয়াছেন,—লোকে তাহারই অনুকরণ মাত্র করিয়া কেবল নিমিত্তের ভাগী হয়। হে ভার্গব! কেহ বধ্য কেহ বধক ঈশ্বরের নিয়মই তো এইরূপ।

পর। রাজন্! উপকারের প্রত্যুপকার করাই ঈশ্বরের নিয়ম বলিতে হইবে। উপকারে অপকার করাও কি তাঁর নিয়ম?—আপনি চন্দ্রবংশোদ্ভব ধর্ম্মিষ্ট রাজা—সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ, এবং মহা জ্ঞানী। আপনার এমন দুর্ম্মতি কেন হইল যে, কোপিলা গাভির লোভে লোভান্ধ হইয়া, ধর্ম্ম-পথে ঝাঁটা দিয়া, ব্রহ্মহত্যাটা সচ্ছন্দে করিলেন।—আপনিও বেস জানেন যে, মরণান্তে যশ, অপযশ, সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ব্যতীত কিছুই সঙ্গে যাইবে না। দেখুন! সেই কোপিলাই বা এখন কোথায়। আর আপনিই বা কোথায়? সকলই তো স্বস্ব স্থানে গমন করিল, কেবল অপযশ ও পাপাদিই আপনার অংশে রহিল। আমার পিতা আপনাকে সসৈন্য উপবাসী দেখিয়া, নিমন্ত্রণ দিয়া, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।—আপনি রাজা এমনি ধর্ম্মিষ্ট যে তাঁহার প্রাণ সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না;—এই কি আপনার ভোজন-তৃপ্তির জন্য অভিনন্দন প্রদর্শন, ও যথোচিত প্রত্যুপকার করা হইল?—

কার্ত্ত। ভার্গব! আপনি তো বিষ্ণু-ভক্ত তীর্থবাসী, পরম তপস্বী বটেন। অবর্ণনীয় আপনার নাম। ধর্ম্মিষ্ট, গরিষ্ঠ, সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী। আপনি কেন বিপ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার অকরণীয় কার্য্য করেন? স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে আশক্তি, এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ?—ওহে দ্বিজ!—ব্রাহ্মণ হইয়া বিবাদ বাঞ্ছা করা, আর তপস্বী হইয়া ভোগবাসনা করা ইহা অপেক্ষা গর্হিত, নিন্দিত, নিকৃষ্ট ও নীচ প্রবৃত্তি আর কি আছে?—তোমার পিতা মুনি-পুত্র মুনি হইয়া আমার অপেক্ষাও ভোগবিলাসী ছিলেন। তিনি আমার বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা সমর-শায়িত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মণ্! যিনি আচার-ভ্রষ্ট কার্য্য করেন, ব্রাহ্মণ্ হইয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করেন, এমন ব্রাহ্মণকে সংহার করিলে কি ব্রহ্মহত্যা হয়?—তুমি পিতার মরণে বলিষ্ঠ হইয়াছ, ত্রিসপ্ত-বার নিঃক্ষত্রিয় করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ—(গর্জ্জিতস্বরে) অ্যাতো সাহস অ্যাতো তেজ? অ্যাতো অহঙ্কার?—ভাল! কেমন করিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে করো দেখি?—অজা কর্ত্তৃক যব-দলন?—ওহে রাম? আমি এখনো বলিতেছি গৃহে প্রতিগমন কর! আপনার মানরক্ষা,—প্রাণরক্ষা,—এবং ধর্ম্ম-রক্ষাকর! আর যদ্যপি তা না কর। আমার কথা না শুন! পিতৃসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সমর-ক্ষেত্রে শিঘ্র চল।—

পরশুরাম। ওহে রাজন্‌! তুমি রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ—আর পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজসৈন্যাদি একত্রিত হইয়াছ। বিস্তর তেজ, বিস্তর গরিমা, বিস্তর মাৎসর্য্য এবং বিস্তর আস্ফালন প্রদর্শন করিতেছ। আবার বিস্তর অহমিকা করিয়া বলিলে কি না আমাকে আমার পিতৃ-সন্নিধানে পাঠাইবে—অঃ হো! কি তম! আসন্ন-কালে বিপরীত্‌বুদ্ধি!—(গর্জ্জিতস্বরে) ওরে নৃশংস! তোর এ বিবেচনা হইল না যে, সসৈন্য জগন্মণ্ডলের সমস্ত ভূপাল-পঙ্গপাল নিখিলের কালান্তক স্বরূপ পরশুরাম শ্যেনপক্ষী বসিয়া আছেন। - পিপীলিকার পালক্‌ মৃত্যুর কারণই উঠে—পামর! তোর দম্ভ আজ সেইরূপ। যখন আমার পিতার সহিত সংগ্রাম ক'রেছিলি, তখন তোর পরমভাগ্য ছিল যে পরশুরাম উপস্থিত ছিলেন না—যদি থাকিতাম তা হইলে তোর পরাক্রম, তোর ঐশ্বর্য্য, তোর একাধিপত্য তোর বল-বীর্য্য সমস্তই সেই দিনে উৎসন্ন করিতাম—মাহেশ্বতিপুর অধঃপাতে দিতাম।

কার্ত্ত। (উপহাস পূর্ব্বক) ওরে-জামদগ্ন্য! তোর উদরে এখনো মাতৃদুগ্ধ পরিপাক হয় নাই। তোর মত অমন কতশত নাট্য-বালক আমার নাট্য-শালায় নৃত্যাভিনয় করিয়া বেড়ায়। তোর ক্ষুদ্র মুখে যে, অ্যাতো বড় মাৎসর্য্যের ও তেজের কথা শুনিলাম—ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম। কারণ বামন হইয়া চন্দ্র ধরিতে যায়, আর আরসুলায় পক্ষী হইতে চায়; এর বাড়া আর দৃশ্য-কৌতুক কি আছে? ব্রহ্মণ!—কোনো সময় যেমন ভেকেও হস্তীকে পদাঘাত করিতে যায়, আর মশক হইয়া সিংহকে উপদ্রুত করে;—তোর বীরত্ব,—তোর আস্ফালন—তোর অহঙ্কার আজ সেইরূপ।

পর। (গর্জ্জিতস্বরে) ওরে—কার্ত্তবীর্য্য! এখনো তোর নিদ্রাভঙ্গ হয়নাই, অজ্ঞানাবস্থাতেই আছিস্‌। তবে আর আমাকে তুই চিন্‌বি কি? এইবার তোর চৈতন্য হইবে—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিবে,—যখন এই মাহেশ্বতিপুর মরুভূমি হইবে;—আর পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়বংশের বিন্দুবিসর্গ মাত্রেই থাকিবেনা। রাজন্‌! এই আমার প্রতিজ্ঞা, ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিব,—ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব,—ক্রমান্নুক্রমে ত্রিসপ্তবার—এমন কি?—বংশে বাতিদিতেও কোনখানে কাহাকে রাখিব না। ক্ষত্রিয়-শোণিতে নদী প্রবাহিতা করিব,—তাহাতে অবগাহন

করিব ;---শোণিত-স্রোতে পিতৃ-তর্পণ করিয়া, মনের কালিমা বিধৌত করিব। তখন নিশ্চিন্ত হইব। চল রণস্থলে---

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণভূমি।

পরশুরাম সবান্ধব—কার্ত্তবীর্য্য, মৎস্যরাজ, সোমদত্ত, সুচন্দ্র, মিথিলাপতি ইত্যাদি।

কার্ত্ত। ওহে রাম! তুমি বড় আশা বড় দম্ভ, বড় অহঙ্কার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ!—ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে; কিন্তু এইবার দেখিব কিরূপে তুমি তাহা পালন কর। তোমার বলবুদ্ধি, ভরশা, এই গোটাকতক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়েই তো ফরসা। এতেই তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে? জামদগ্ন্য! তোমার সমস্ত স্কন্ধাবার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এক হুঙ্কারের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। এই গোটাকতক অন্নকষ্টে লোক লইয়া আমার সমীপে আসিতে কিছু লজ্জা বোধ হইল না?—ছিছি, ছিছি,! তোর সঙ্গে সমর-লিপ্ত হইতে আমার যে, অবমাননা বোধ হয়, এবং কাপুরুষত্ব প্রকাশ হয়। ওরে অবোধ! তুই কোন মুখে বলিস্ যে, "ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিব?"—

পর। (ভৈরবরবে) ওরে ব্রহ্ম-দ্রোহী অধর্ম্মী রাজন্! তোর শমন এসে উপস্থিত হইয়াছে, এখনো কি চিনিতে পারিস্ নাই?—পামর! তোরে সসৈন্য কৃতান্ত হস্তেঅর্পণ করিতে পরশুরাম একাই যে একসহস্র—নির্ব্বোধ! তুই আমাকে এখন চিনিবি কি—যখন এই দেবদত্ত বিজয় পরশুরদ্বারা তোর সহস্র বাহু এক্ একটী করিয়া বিচ্ছেদিত করিব—সেই সময় জানিবি। মূঢ়! তোর যদি সেই বোধই

থাকিত, তা হইলেকি তোর ঈদৃশ দুর্ম্মতি উপস্থিত হইত!—ওরে পাষণ্ড! তুই বা কোন তুচ্ছ—তোর সমস্ত স্বজাতি আমার এই দেবদত্ত পরশুর তলে। পাপিষ্ঠ তোরই পাপের কারণে এই যাবতীয় নির্দ্দোষী ক্ষত্রিয়বংশ আজ ধ্বংশ হইতে চলিল। ওরে ব্রহ্ম-দ্রোহী লোভী!—কোপিলার লোভ কি তোর এতোই অভীষ্টকর, ও গরিষ্ঠ বোধ হইয়াছিল?—যে, পরিণামে কি হইবে তার একবারও চিন্তা করিস্ নাই। মনে করিয়াছিলি যে এমনি দিনই চিরদিন যাইবে। তোর কাল স্বরূপ যে পরশুরাম ব'সে আছেন, তাকি তুই একবারও মনের মধ্যে স্থান দিস্ নাই?—ওরে ক্ষত্রিয়াধম! তোর শত অক্ষৌহিণী সেনা, রথী, মহারথী থাকিলেও পরশুরাম তৃণবৎ গণ্য করেন না। সত্য মিথ্যা এখনই দেখিতে পাইবি।

কার্ত্ত। ভার্গব! ও সকল অহমিকার কথা এখন ছে'ড়ে দেও, একটি সার-গর্ভ কথা বলি তাই অনুসরণ কর! যদি আয়ু থাকেতো, দুই চারি দিবস যাহাতে বাঁচিতে পারিবে তাই কর। কেননা তুমি বড় আশা, বড় সাধ ক'রে বড় আস্ফালনের সহিত রণভূমে আজ প্রথম পদাপর্ণ করিয়াছ। তুমি যত কেন দর্প করনা এই তোমার প্রথম সংস্কার—ইহাতে সর্ব্বপ্রথমেই যদ্যপি আমি তোমার প্রতিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করি,—তা হইলে সে বেগ তুমি সহ্য করিতে পারিবেনা, এক বাণেই পঞ্চত্ব পাইবে। তোমার এত সাধের সমরা-ভিলাষ একেবারেই মিটে যাইবে! রণ-কৌশল কিছু মাত্রও জানিতে পারিবেনা—সুতরাং মনের আকাঙ্খাও মিটিবেনা। তন্নিবন্ধন আজ আমি মৎস্যরাজকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে স্থির করিলাম। তুমি ইহার সহিত রণলিপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রণ-কৌশল শিখ। সমরাঙ্গণে স্থির হইতে পারো, ঈদৃশ সক্ষম হও! মহারথের সমযোদ্ধা হও! যদি সে পর্য্যন্ত জীবিত থাক, শমনালয়ে গমন না কর! তখন তুমি আমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অভিলাষু হইও। আমি তোমায় অনুকম্পার সহিত অতি সত্বরেই তোমার পিতৃ সন্নিধানে পাঠাইব। অতো উতলা হইওনা।

পর। (পরিহাস পূর্ব্বক) ওহে কার্ত্তবীর্য্য! বড় একটি অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম যে, তুমি বলদ হইয়া এক পার্শ্বে থাকিয়া অজাকর্ত্তৃক যব-দলন করিতে চাহ!—(দাম্ভিকতা পূর্ব্বক) রে দুরাত্মন্! তুই আমাকে রণ-কৌশল দেখাইবি কি?

তোর সমস্ত ক্ষত্রিয়-জাতিকে রণ কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত এই পরশু সহ পরশুরামের জন্মগ্রহণ—তা কি জানিস্ না ?

মৎস্যরাজ। (ভীষণ রবে) ওরে ভার্গব! তোর ক্ষুদ্র মুখে বৃহৎ কথা, সফরের ফাফরানি আর তো প্রাণে সহ্য হয়না—তোর সঙ্গে সমরে-লিপ্ত হইব কি? তোরে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে শর যোজনা করিতেই অপশ্রদ্ধা হয়। তবে তুই নাম করে সাধ মিটাইবার জন্য যখন অ্যাতো দূর এসেছিস্, তখন আর তোরে কি বলিয়া হতাশ করিব ?—এই দেখ শরাসনে জ্যা আরোপিত করিয়া শরত্যাগ করি। সামলাও—(নেপথ্যে দুন্দুভির ধ্বনি শরত্যাগ।)

পর। ওরে! মৎস্যরাজ! তোর বাণের তো বড় চমৎকার গুণ! দেখ্‌লিতো!—আমার পদযুগে প্রণাম করেই পাতাল প্রবিষ্ট হইল। এখন আমার বাণ সহ্য কর।

(শরত্যাগ দুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ)

(বহু সৈন্যের পতন ও মৎস্যরাজ মুর্চ্ছাপন্ন)

মিথিলা পতি। ওহে রাম! মৎস্যরাজ মুর্চ্ছাপন্ন বলিয়া ভঙ্গ দিয়া যেন পলাইওনা। এই দেখ; তোমার শমন উপস্থিত—(শরসন্ধান)

পর। কে ও! মিথিলাপতি এসেছো! এসো! এসো!!—এসো!!! তোমাকেও তোমার পরিণাম-ভবন দর্শন করাই।

(দুন্দুভির ধ্বনি ঘোর সমর)

মিথিলাপতি। (স্বগত) ব্রাহ্মণ উড়ো মন্ত্র জানে নাকি? আমরা সন্ধান পূর্ব্বক যত যত শর নিক্ষেপ করি সে সমস্তই ব্যর্থ হয়—আর ব্রাহ্মণের বাণে তো দেখ্‌ছি আমাদিগের নিস্তার নাই। শরীর জর্জ্জরিত হইল, সৈন্য সমগ্রকে তো আর বাঁচান ভার হইয়া উঠিল—হায়! কি হবে?—এবার নাগপাশ ছাড়িব। (নাগপাশ ত্যাগ)

পর। ওহে মিথিলাপতি! তোমার নাগপাশ তো আমার গরুড়াস্ত্রে যমালয়ে গেলেন! এখন এই ব্রহ্ম-জাল চলিল—ইচ্ছাহয় তো পরিত্রাণের উপায় চিন্তা কর, নয়তো শমন গৃহ উজ্জ্বল কর। (সসৈন্য রাজদ্বয় ব্রহ্মজালে বন্দি ও আর্ত্তনাদ)

(রণে সসৈন্য সোমদত্তাদির প্রবেশ।)

সোমদত্ত। (গর্জ্জিতস্বরে) সেনানিকর! তোমরা সব কর্ত্তরীর দ্বারা সকলের বন্ধন কর্ত্তন কর! আমি সমভিব্যাহারী রথী ও মহারথীগণকে লইয়া পরশুরামকে নিপাত করি।—(রামের প্রতি) ওরে রাজ-বিদ্রোহী! আজ তোর পরাক্রমের পরীক্ষা আমার সমীপেই হইবে—এইবেলা প্রস্তুত হও।

পর। কেও! রাজা সোমদত্ত এসেছ? এসো! এসো!! এসো!!! আমি তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম!—বলি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, প্রবীণ রাজাটির সমাগম এখনো হইল না, নিরয়-সভা উজ্জ্বল করিতে আর কারে পাঠাইব?—এখন এসেছ ভালই হইয়াছে। শীঘ্র এসো—শীঘ্র যাও।—তোমার সমভিব্যাহারে কতগুলি রথী মহারথী আছেন? সকলেই একযাত্রায় একসমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া গেলেই ভাল হয় না?—তাহইলে নিরয়-সভাও সমোজ্জ্বলিত হয় এবং কৃতান্ত-রাজও যারপর নাই উল্লাষিত হন। (সগর্ব্বভৈরবরবে) ওরে ক্ষত্রিয়াধমগণ! তোদের সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল-পতঙ্গের বিনাশার্থে প্রজ্জ্বলিত দীপকরূপ পরশুরাম বসিয়া আছেন—তাকি একবার মনেও ভাবিস নাই?—আজ তোদের সমরাগত যাবতীয় বীর মহাবীরাদি সেনা-নিকরকে ভস্মীভূত, ও তদ্দ্বারা শমনালয় পরিপূরিত করিব!—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

সোমদত্ত। ওরে ভার্গব! অগ্রে তোরে না পাঠাইয়া আমি কি যেতে পারি?—তোর পবিত্র ব্রাহ্মণ-দেহে কৃতান্তালয় পরিশুদ্ধ করিবি, তবেত আমরা যাইব। এই দশবাণ সন্ধান করিলাম, ইহাতেই কৃতান্তালয় পরিদৃষ্টি কর। (শরত্যাগ)

পর। ওরে পাপাত্মন্! তোর সমস্ত রথী মহারথী মিলিত হইয়া শর-বৃষ্টি করিলেও পরশুরাম তিল প্রমাণ হেলেন না; গ্রাহ্যও করেন না। তোর দশ বাণ তো পথে পথেই মারাগেল এখন আমার বাণ সহ্য কর। (শরত্যাগ।)

(দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ শরবর্ষণ ও বহু সৈন্যের পতন।)

সোমদত্ত। (মগধেশ্বরের প্রতি) মগধেশ্বর! দেখ্‌ছি তো বড় বিভ্রাট! করাযায় কি বল দেখি? রামের বাণে তো প্রায় সকলেই জর্জ্জরিত—আর যাঁহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন তাঁদের তো কথাই নাই এখন উপায়?—

মগধেশ্বর। সোমদত্ত! বিনা ব্যূহ-রচনা আর উপায় নাই! তা না হইলে একটিও সৈন্য বাঁচাইতে পারিবেন না। পরশুরামের অদ্ভুত পরাক্রম—একাই জগৎ-সর্ব্বস্ব।

সোমদত্ত। চল তাই করা যাউক, নতুবা আর নিস্তার নাই।

(রথী মহারথী মিলিত হইয়া ব্যূহ রচনা।)

পর। ওহে সোমদত্ত! ওহে মগধেশ্বর! তোমরা আর এখানে কেন মিছে ব্যূহ রচনার আড়ম্বর করিতেছ? একেবারে সেই পরিণাম-পুরে গিয়া করিলেই ভাল হয় না?—তাই ক'রো—যাও! এই শতাগ্নিবাণে সমরক্ষেত্রস্থ সমস্তই এক কালে যাও!—দগ্ধ হও!—

(শতাগ্নিবাণ শত সহস্র জ্বলনশীল অগ্নিমুখ হইয়া সোমদত্ত, মগধেশ্বর, ব্রহ্মজালাবদ্ধ মৎস্য ও মিথিলাপতি আদি যাবতীয় রথী মহারথী দগ্ধ করিয়া রণভূমে বিস্তৃত হইয়া পতন, এবং অশ্বারোহী গজারোহী রথারূঢ় ও পদাতিকাদি সমস্তই দাহন। এদিকে পলাইত সৈন্যদিগকে পরশুর দ্বারা ছেদন!)

(রণভূমে মহাহুলস্থূল।—হাহাকার শব্দ, আর্ত্তধ্বনি,—)

"বাপ্‌রে বাপ্! পুড়িয়ে মার্লেরে! মলেম্ রে! উঃ, হু হু হু!" জ্বলে মলেম্! জ্বলে মলেম্! (কেহ মস্তকে হাত দিয়া) "মাগো! উঃ হু হু" (কেহ পৃষ্ঠে হাত দিয়া) "উঃ হু হু!" (এইরূপ সকলে কেহ বক্ষে, কেহ চক্ষে, কেহ স্কন্ধে, কেহ বা নিতম্বে হাত দিয়া উহু! আহু! ক'রে চীৎকার-শব্দে রোদন, পঞ্চত্বপ্রাপন ও পলায়ন।)—সমরাগত সমস্ত লোক নিহত।)

(যুদ্ধভঙ্গ ও অবশিষ্ট লোকের প্রস্থান।)

(কয়েকটি ক্ষত্রিয়া-রমণীর প্রবেশ ও করুণস্বরে আক্ষেপ।)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান। ৫।

হায় কি হ'লো হায় কি হ'লো? সৃষ্টি-নাশ হ'লো।
নিদারুণ রামের বাণে ক্ষত্রী-কুল আজ মজিল॥
ক'রেছেন প্রতিজ্ঞা নাকি; নিঃক্ষত্রী করিবেন সখী!
কেহ নারহিবে বাকি, বংশেতে দিতে আলো।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ একি? জুড়াবার স্থল নাহি দেখি;
দেহে না রয় প্রাণ-পাখি, বিদরে হৃদয় লো॥

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ক্ষত্রিয় স্কন্ধাবার-মন্ত্রণালয়।

সম্রাট কার্ত্তবীর্য্য, রাজা সুচন্দ্র, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজাগণ আসীন।

(সৈন্যাধ্যক্ষ যশোমন্ত রাওএর প্রবেশ।)

যশোমন্ত। (বিস্মিতস্বরে) মহারাজ! গত কল্য ব্রাহ্মণ যাদৃশ শোচনীয় মহাপাপ ক'রে গিয়াছে—তাহা জন-সাধারণের বহু কাল মনে থাকিবে—এখন আজকার বন্দোবস্ত কি? আজ্ঞা করুন্।

কার্ত্তবীর্য্য। যশোমন্ত রাও! আমরাও তো তত্ত্বিষিণী কথাবার্ত্তার আন্দোলন ও ভবিতব্য বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভাল হইল আপনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন বলুন্ দেখি, কি করা যায়!—অগ্রে আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, এক জন বালক বলিলেও হয়, তুই হুঙ্কারে দূরীভূত করিব; কিন্তু দেখিলাম যে, সে প্রকার নয় এবং সহজে মিটিবার নয়। শিবের শিষ্য কি না!—আর ভ্রমবশতও তাচ্ছল্য করা হইবে না। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বলুন্ দেখি!—

যশোমন্ত। মহারাজ! পরশুরাম শুধুই যে শিব-শিষ্য বলিয়া ঈদৃশ তেজস্বী তা নয়। যিনি ভগবাণ বিষ্ণুর অবতার,—আর সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশধ্বংশ করিবার নিবন্ধনই পরশু অর্থাৎ কুঠার সহিত যাঁহার জন্ম,—তাঁর কার্য্য কলাপ যে অদ্ভুত হইবে ইহার বিচিত্রতা কি?—

সুচন্দ্র। মহারাজ! বীরই বলুন, রথীই বলুন, আর মহারথীই [illegible] যা কিছু ঐ পরশুরাম—আর সঙ্গে যে কএকজন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা তো এক হুঙ্কারে প্রস্রাব করিয়া ফ্যালে।

মহারাষ্ট্র। মহা[illegible]! [illegible] একাই যে জগৎ-সর্ব্বস্ব অনুপমেয় মহাবল!—দ্বিতীয়ের প্রয়োজন কি? [illegible]হ্মণ কএকজন তো তলপিদার-ভৃত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যশোমন্ত। ক্ষত্রিয়-কুলতিলক—পরশুরাম যে বিষ্ণুর অবতার, তাহা বিগত কল্যই অসংশয় চিত্তে উপলব্ধ হইয়াছে—ঐশ্বরিক ক্ষমতা না হইলে কি সামান্য মনুষ্যের এতো পরাক্রম!

মান্দরাজেশ্বর। একেতো শুনিতে পাই রাম ভগবানের অবতার—নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্যই ইঁহার জন্মগ্রহণ—শিবদত্ত অস্ত্রশস্ত্রই ইঁহার হস্তের অস্ত্র!—অধিক কি বলিব!—যিনি সঅস্ত্র, অর্থাৎ পরশুসহ ভূমিষ্ঠ হইয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন—এই তো এক অদ্ভুত ও অলৌকিক্, কাণ্ড;—যাহা কস্মিন্ কালে কেহ শুনেন নাই। এ যুদ্ধে কি জয়লাভ হইবে? তা কখনই নয়। তবে যাঁর যতদিন অন্নজলের বরাত।

কার্ত্ত। যাহাই হউক, সুশিক্ষা বটে, আর অসাধারণ ক্ষমতাও বলিতে হইবে; তার আর ভুল কি? একবাণে দুই লক্ষাধিক সৈন্য ভস্মীভূত, একি সাধারণ কথা!—এখন কর্ত্তব্য বিষয়ে কার কি মন্তব্য, স্থির করিয়া বলুন্—যাহাতে আজ মান রক্ষাহয়। জীবন থাকিতে অধ্যবসায় ত্যাগ করা তো বিধেয় নয়—জয় পরাজয় পরের কথা।

রাজাসুচন্দ্র। মহারাজ! আজকার সংগ্রাম আমারই অধিনতায় রাখুন! আমার সমভিব্যাহারে আর কোন রথী, মহারথী দেন চাই নাদেন;—আমার নিজ সৈন্য সমগ্র নিকটে থাকিলেই যথেষ্ট। আমি এই সর্ব্বজন সমক্ষে অতি দম্ভের সহিত বলিতেছি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি পরশুরামকে পরাভব করিতে আজ না পারি, তা হইলে জনসমাজে আর এ মুখ দেখাইবই না। যদ্যপি আমার সমস্ত সৈন্যই সমর-শায়িত হয়, তত্রাচ আমি একেশ্বর হইয়াও তাহাকে সঅস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ফেলাইব,—রণেভঙ্গ দেওয়াইব ও সবান্ধবগণ পলায়ন করাইব—তবে আমি স্কন্ধাবারে আসিব।

কার্ত্ত। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) ভাই সুচন্দ্র! তবে তোমাকেই আজ সেনাপতিত্বে বরণ করিলাম। তুমি যাও! আর সৌরাষ্ট্রাদি রাজাগণকেও তোমার সাহার্য্যার্থে সমভিব্যাহারে লও! আর বলতো আমিও সজ্জীভূত হই।

সুচন্দ্র। আজ্ঞে! না, আপনাকে এখন যাইতে হইবেনা। আমি যতক্ষণ পরাভূত না হইব, আর যতক্ষণ আমার শরীরে জীবাত্মা থাকিবে; ততক্ষণ আপনার কোনো কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্—আজকার রণে পরশুরামকে পরাস্ত করিবই করিব!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণ-স্থল।

(সবান্ধব পরশুরাম—সসৈন্য রাজা সুচন্দ্র ও সৌরাষ্ট্রাদি অপর রথীগণ।)

পরশুরাম। ওহে সুচন্দ্র! আজ তোমার বড় সাহস দেখিতে পাই যে হে! গত কল্য মহারথী বীর চতুষ্টয় স্বর্গলাভ করিয়াছেন বলে কি তুমি প্রলো-ভিত হইয়াছ?—ভাল, ভাল, ব্যস্ত হইওনা!—এখনি তোমাকেও আমি তাঁহা-দিগের সন্নিধানে প্রেরণ করিব—আজ কর্ত্তাটি কেন আইলেন না?

সুচন্দ্র। (সিংহনাদপূর্ব্বক) ওরে ভার্গব! বিগতকল্য কাকীবকী ভস্ম করিয়া সিদ্ধ-পুরুষ হইয়াছ; এবং তন্নিমিত্ত আপনার পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতেছ। এসো! আজ আমি তোমায় ভাল করিয়া শিক্ষাদিই—রণ কৌশল প্রকৃষ্ট রূপে দেখাই—যদি বাঁচ তবে কাল তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিও।

পর। ওহে সুচন্দ্র! বড় কৌতুকের কথা বলিলে যে হে!—এমন রসিকতা তোমায় 'কে শিখাইয়াছিল?—ভাল, ভাল, শ্রবণে কর্ণসুখ হইল বটে।—

(গর্জ্জিতস্বরে) ওরে পামর! তুই আমাকে রণ-কৌশল শিখাইবি কি? তোদের সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে আজ রণ-কৌশল শিক্ষাদিবার জন্য পরশুরাম আবির্ভূত—তাকি জানিস্‌না?

সু। (ভৈরবরবে) ওরে জামদগ্ন্য! তোর উপহাস তো আর সহ্য হয় না। তো'রে আমি শিখাইব কি না তাহা এক্ষণেই জানিতে পারিবি। প্রকৃষ্ট রূপে শিখাইব, ধনুর্ব্বাণ ফেলাইব, রাজ্য পথে বসাইয়া কাঁদাইব—তবে আমি নিবৃত্ত হইব। সুচন্দ্রকে এখনো চিনিস্‌নাই, এইবার চিনিবি (নেপথ্যে দুন্দুভিরধ্বনি।)

(শর নিক্ষেপ।)

(দুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ রাজার বহু সৈন্য নিহত)

পর। (ক্ষণকাল পরে) ওরে সুচন্দ্র! তুইতো ক্ষত্রিয়াধম, আর তোর বাণ সমস্ত পরম বৈষ্ণব। এই দেখ! তোর নিক্ষিপ্ত শর নিখিল—আমায় প্রণাম করিয়া বৈকুণ্ঠে চ'লে যাইতেছে। একটিও হিংসা করিতেছে না। আবার কোনো কোনোটিও অর্দ্ধপথ হইতেই বিলীন হইতেছে, এই তো তোর শিক্ষা। এতেই তোর আ্যাতো অহঙ্কার! আ্যাতো দর্প! যে তুই আমার গুরু হইতে বাঞ্ছা করিস্—পামর! তের দর্প চূর্ণ, ও গর্ব্ব খর্ব্বিত একপ্রকার হইয়াইছে, যৎকিঞ্চিৎ যা বাকি আছে তাহা এইবার নিঃশেষিত করিব—এই নারায়ণঅস্ত্র চলিল, ইহাতেই শমন-গৃহ আলো কর্ গিয়ে!—

(নারায়ণঅস্ত্র সুচন্দ্রের রথোপরি পতিত, রথাদি চূর্ণ, অশ্বযুগল নিহত, রাজা রথ হইতে অবরূঢ়।)

পর। ওরে সুচন্দ্র! তোর সৈন্য-সমগ্র তো প্রায় নিঃশেষিত হইল। রথ খানিতে দিব্য উপবেসন-সুখে ছিলি, তাও তো চূর্ণীভূত হইল। অশ্ব দুইটিত পঞ্চত্ব পাইল। এখন কি ক'রে তোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবি তা বল্ দেখি!

(ঘোরযুদ্ধ, রামের বাণে রাজ-সৈন্যনিচয়ের পতন ও রোদনসার ও বহু রথী মহারথী হত।)

সু। (স্বগতঃ) হায়! কি হইল! কি হইল!! এখন কি করি!—উপায় তা কিছুই দেখিনে! আমি যত গর্ব্ব করিলাম সর্ব্বই আজ খর্ব্ব হইল!—মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের সমীপে গিয়া কি বলিব? প্রতিজ্ঞার তো বিপরীত কার্য্য হইল। হায়!—কি আশ্চর্য্য! আমার একটিও বাণ লক্ষ্য করে না!—সমস্তই শূন্যে

চ'লে যায়!—হায়! হায়!! হায়!!! এখন কি করি?—সৈন্য-সংখ্যাত প্রায় নিঃশেষিত হইল ন্যূনাতিরেক্ তিন অক্ষৌহিণী সমর-শায়িত হইল,—কারে লইয়াই বা যুদ্ধ করি, আর কি ক'রেই বা কি করিব? বাণ তো লক্ষ্য পর্য্যন্ত প্রায় যায়ই না। এখন মা জগদম্বা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। (ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে ভদ্রকালীর স্তব) মা! জগদম্বে রক্ষা কর মা! চামুণ্ডে! দয়াময়ি! লজ্জা নিবারণ কর!—মা—কালিকে! কালরাত্রি, কালনিবারিণি, কলুষ-নাশিনি কৃপাময়ি তারা! তুমি বিনা আর কেউ নাই মা! মাতঃশরণো! শরণাগত সন্তানে রক্ষা কর মা! আমি ভজনপূজন তপজপ কিছুই জানিনা মা!—ভক্তবৎসলে! এই ভক্তি-বিহীন দীন-হীন অধীনের প্রতি কৃপা কর মা! জননি! তোমার দয়াময়ী নামের মহিমা-গুণে কৃপা করিয়া সন্তানের মান রক্ষা কর, প্রাণ রক্ষা কর; এবং লজ্জা রক্ষা কর মা!—চামুণ্ডে! আজ পরশুরামের হস্তে সন্তানের প্রাণ যায় মা!—জননি! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই যে!—আমার গতি, মুক্তি, শক্তি সকলই যে মা তুমি!—মাগো! আপনার শ্রীপাদপদ্মই যে আমার জীবনের এক মাত্র আধার।—ক্ষমঙ্করি! এই অকৃতী মূঢ় সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা!—নিজ গুণে অনুকম্পা বিতরণপূর্ব্বক অকৃতী সন্তানের মান প্রাণ রক্ষা কর মা!—

পর। ওহে সুচন্দ্র! বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাই যে হে!—তুমি যে মুখে প্রতিজ্ঞা করিলে, অতি দর্পে রণ-ভূমে অবতীর্ণ হইলে,—আবার সেই মুখেই এখন মান প্রাণরক্ষা চাও যে হে!—ধিক্ তোমায় শত ধিক্!—

(রাজা সুচন্দ্রকে রক্ষার্থে ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান—সঙ্গিনী যোগিনী, ডাকিনী ইত্যাদি।)

ভদ্রকালী। বৎস সুচন্দ্র ভয় নাই! ভয় নাই!! কোন চিন্তা নাই। আজ আমি তোমাকেই অভয় প্রদান করিবার নিমিত্ত রণ-ভূমে আসিয়াছি। বৎস আজ তোমার কোন ভয় নাই। উৎসাহিত হও, ও—পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ কর!

(সুচন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতান্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত।)

(নৃমুণ্ডমালিনী ভদ্রকালীর বামহস্তে অশিধারণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, রণক্ষেত্রে চক্রাকারে ভ্রমণ, যোগিনী ডাকিনীগণের ভয়ঙ্করী হুঙ্কারধ্বনি, নৃত্য ও অট্ট অট্ট হাসি।)

(ভদ্র কালীর মাভই! মাভই! মাভই। ভীষণ হুঙ্কারে সমর-ক্ষেত্র ঘোর ভয়ানক হওয়াতে ও দেবীর ভয়ঙ্করী মুর্ত্তি দর্শন করাতে কেবল যে পরশুরামের বান্ধবগণ ভয়ে ভীত ও কম্পান্বিত হইল তা নয়—উভয় দলেই হুল স্থুল পড়িয়াগেল)

সৈন্য পরস্পর। (আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক) পালাও! পালাও! পালাও। ঐ রাক্ষসী এলোরে মাল্লেরে ধল্লেরে—ঐ দেখ রাক্ষসীতে একজনকে খেয়ে ফেলিল!—শীঘ্র পালাও শীঘ্র পালাও!—(এই রূপ হাহাকার ধ্বনিতে রণ-ভূমি হৈহৈ রৈরৈ মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে মহা ভয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়াইল)

বিষ্ণুতেজা। (রাম-সৈনিক—অব্যক্ত আর্ত্তরবে) অঁ-অঁ-অঁ-অঁ গোঁ-গোঁ গোঁ-গোঁ গৈ-গৈ ঐ-ঐ——(মূর্চ্ছাপন্ন ভূমে পতন)

পর। (বিস্ময়ান্বিত স্বরে) কি! কি! কি! কেন, কি হয়েছে! কি হয়েছে! অ্যাতো গোল কেন?—(স্বগতঃ) এ যে বিষ্ণুতেজার সদৃশ গলার স্বর শুনিতেছি—(প্রকাশ্যে) বলদেও মিশির! দেখ দেখি হে! বিষ্ণুতেজা অনন করে কেন?—

বলদেও মিশির। ভার্গব। বিষ্ণুতেজা দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে ভীত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

পর। ভয় কি?—বিষ্ণুতেজা ভয় কি?—মা জগদম্বা সমরে আসিয়াছেন। গাত্রোত্থান কর!—শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর—(গাত্রে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক) এঁর তো চৈতন্য নাই! বুঝি হ'য়ে গিয়াছে হে!—(নাশিকাগ্রে হস্তক্ষেপণ) ওহে বলদেও মিশির! নিশ্বাস প্রশ্বাস তো স্বাভাবিক না থাক্, কিন্তু আছে!—কোন চিন্তা নাই হে! শীঘ্র শীতল বারি আনাও! শীঘ্র চেতন করাও! নতুবা বিপদ।

(শীতল বারি সিঞ্চন ও বায়ু ব্যজন।)

সকলে। (শীতল বারি সিঞ্চনান্তর (উচ্চৈস্বরে) বিষ্ণুতেজা! ও বিষ্ণুতেজা!—(বলদেও মিশির) মহাশয়। এ ছল ক'রে পড়ে আছে আমি নিশ্চয় বলচি। তা না হইলে,—যার নিশ্বাস স্বাভাবিক আছে, শরীরের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র নাই, আর ঈদৃশ জলশেকাদি সুশ্রুষা করাতে ও এতলোক উচ্চৈস্বরে ডাকাতে তার উত্তর পাওয়া যায় না! ——পুনর্ব্বার ডাকা যাউক,—ওরে বিষ্ণুতেজা! বিষ্ণুতেজা! ও বিষ্ণে!—বিষ্ণে!—ওরে বিষ্ণে!—বিষ্ণে রে! বলি ও বিষ্ণে! বিষ্ণে!

(ঝুড়ি ঝাড়ু লইয়া মেতরের প্রবেশ।)

মেতর। বাবু সাহেব! কাঁহা বিষ্টে হ্যায়! দেখলায় দিজিয়ে?

বল্‌দেওমিশির। বিষ্ঠে কাঁহা হ্যায় জি? তুহুঁ যেশ্যা এক ঢংলাগায়কে আয়া—হিঁয়া বিঠা কাঁহাসে আওয়েগা?--ভাগ্ হিঁয়াসে।

মে। (করযোড়ে) হজুর! ম্যেয় তো ময়লাকো কয়তা হোঁ! আপলোক ময়লাকো বিষ্ঠে মু কয়তে হেঁ?

ব। হাঁ তা হিয়াঁ ময়লা তোম কাঁহা দেখা?—

মে। (করযোড়ে)—জী!--হজুর লোকইতো বিষ্ঠে বিষ্ঠে করকে গুল মাচাওতেথেঁ—তো মুজকো মালুম্ হুয়া কি কহিঁ ময়লা হোগা। ময়লাকোই আপলোক বিষ্টে মু কহেঁ?

ব। অঃ তেরা ভালাহোয়!--আহামক্! ও তো আদমিকা নাম হ্যায়। "বিষ্ণুতেজা" বিষ্টে নেহি।

মে। কা! আদমিকা নাম "বিষ্টে!"

ব। আরে—আহামক্! বিষ্টে নেহি—বিষ্টে নেহি, "বিষ্ণুতেজা"

মে। ভ্যালা ম্যেয় কাজানতা হোঁ হজুরকা মুসেতো বিষ্টে বিষ্টে শুনা। ম্যেয় যবশুনা তব বিষ্টে বিষ্টেই শুনা; আউর শুনতেই রহে। "বিষ্ণুতেজা" এসাবাত তো হজুরকা মুসে নিকালতে ম্যেয় শুনাই নেহি—বিষ্টে-বিষ্টে নিকালতেই তো রহে—তব না ম্যেয় আয়েঁ।

ব। আরে! তু কা কয়তে হো? যবান সামারকে নেই বাত করতা! ছোটা মুসে বড়া বাত!

মে। ভেলা মেরা কসুর কা হ্যায়? আপযব এসা সিধা কয়তেঁ, "বিষ্ণুতেজা—বিষ্ণুতেজা" কর্‌কর্‌কে ফুকারতে তব ম্যেয় কাহেকো এত্তা তক্‌লিব উঠায়কে আওতেঁ। সো বাত্‌তো হজুর কা মুসে নিক্‌সাই নেহি, সেরেফ বিষ্টে-বিষ্টে হর দফে এহিই নিকাস্‌তে রহে। তব ম্যেয় কা করঙ্গা?—

ব। আরে বেল্লিক! ফের ওহি বাত—যবাম সামারকে নেহি বোলো?

মে। কা বাবু! হাম কা কহা?—হাম তো কুছ বুরা নেহি কহা!—যোসা বিষ্টে বিষ্টে আপকা যবান সে নিকালতে শুনা, ম্যেয় তো সোহি কহা;—আউর তো কুছুও নেহি কহা।

ব। আবে বদমাইস্! ফের ওহি বাত!—(দুই বেত্রাঘাত)

মে। (রোদিত স্বরে) দোহাই বাবু সাহেব! দোহাই বাবু সাহেব! দখো মুজকো মার ডালতে হেঁ,—বে কসুর মার ডালতে হেঁ;—(রোদন) ওঁা হোঁ, হোঁ, হোঁ—মুজকো কাহেকো মারা ?—ম্যেয় কোন কসুর কিয়া ?—ওঁা হোঁ, হোঁ, হোঁ—

ব। আরে বদমাইস্! বাহার যাও! আবি বাহার যাও!—নেহিতো ফের পিট দেওঙ্গা।

মে। কাহেকো ?—হম্ কোন কসুর কিয়া ?—বড়া পিট নিয়ার আয়ে হেঁ।—

(রোদন করিতে করিতে মেতরের প্রস্থান।)

হরভজন তেওয়ারি। ভৃগুপতে! আর আমাদিগের রণে নিস্তার নাই, প্রাণ বাঁচান ভার হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন! আমরা যত যত অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া লক্ষ্য করিতেছি—মহাদেবী ভদ্রকালী সেই শর সমবায়ই পথি মধ্যে গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করিতেছেন। বিপক্ষ পক্ষে কোন বাণই যাইতে পারি-তেছে না। ঐ দেখুন্! আপনি যে শূলাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, সেই হরদত্ত শূলাস্ত্র শিব অস্ত্র বলিয়া শিবানী তাহা কণ্ঠহার করিয়া গলায় পরিয়াছিলেন—আবার এই মাত্র সেই কণ্ঠহার, দেবী সুচন্দ্রের গলদেশে ভূষিত করিয়াদিলেন। তবে আর ভর্ষা-কি-বলুন!—ভার্গব! আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণতো হলোই না, মধ্যে মধ্যে প্রাণ ও মান বাঁচান ভার হইয়া উঠিল।

পর। (জনান্তিকে) হরভজন! তুমি শিবদয়াল মিশিরকে আস্তে আস্তে ডেকে বল যে, যিনি যিনি রণে আহত কি মুর্চ্ছাগত হইয়াছেন, সকলকে এক-ত্রিত করিয়া স্কন্ধাবারে লইয়া যান। আর বলদেওমিশিরকে বল! যে, ক'ল মা জগদম্বার পূজা দিতে হইবে। অতএব সহস্রএক জবা পুষ্প আহরণ করিয়া আনেন্। এ রণে আর নিস্তার নাই—আজকার মতন ভঙ্গ দেওয়া যাউক।

হরভজন। (জনান্তিকে) শিবদয়াল! শুন ভৃগুপতির আজ্ঞা। রণে ভঙ্গদিয়া, যত আহত ও মুর্চ্ছাগত ব্যক্তিগণকে লইয়া স্কন্ধাবারে গমন কর—আর বলদেও মিশির! তুমি অনুসন্ধানের দ্বারা যে খানে পাও সহস্রএক জবাপুষ্প লইয়া আপনার শিবিরে যাও।

পর। (ভদ্রকালীর প্রতি সভক্তি করযোড়ে) মা চামুণ্ডে! জগজ্জননি! জগদম্বে! মাগো! আপনি যদ্যপি এই সন্তানের প্রতি এতো নিদয় হবেন, তবে আর আমার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ও পৃথিবীর ভার অবতরণ, (যে জন্য এই মর্ত্ত্য ভূমে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে) কি প্রকারে সুসম্পন্ন হইবে মা?—এই আমি ধনুর্ব্বাণ ও অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলাম।----জননি! আপনি যখন প্রতিকূল, তখন আর বিফল অস্ত্রধারণ করায় প্রয়োজন কি মা?—

(যুদ্ধ ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—0⊂⊃0—

ব্রাহ্মণ শিবির।

পরশুরাম কালী-পূজায় অভিনিবিষ্ট।

(অদূরে বান্ধবগণ)

পরশুরাম। পূজা, হোম, বলিদানাদি কার্য্য সমাপনান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও করযোড়ে স্তব।

মাঃ! কালি! কাল রাত্রি কৌশিকিকামিনি!

কৃপা ময়ি! কৃপা কর মা!--দাসে,

ভয়ঙ্করী বাণী শুনে ভয় মানি,

মূর্চ্ছাগত প্রাণী ভৈরব ভাষে॥
ভয় নাশো ওগো!---ভবের ভবানি!
ভব সূত আমি,---তুমি তো মাতা;
দেও মা! অভয়---অভয় দায়িনি
দয়াময়ি!---কর ক্রোধ সমতা॥
সারাৎসারা তুমি শিবানী সর্ব্বানী,
ক্ষমঙ্করি! ক্ষম ক্ষোভিত জনে;
রক্ষো রক্ষাকালি! জগত রক্ষিনি!
রণে কে রক্ষিবে? তোমা বিহিনে॥
গিরিশ মোহিনী, কৈলাস বাসিনী
গিরীশ নন্দিনী, মেনকা সুতা;
অপর্ণা অম্বিকা অম্বর বসনী
কামিনী গৌরী গণপতি মাতা!
লইনু শরণ---জগতজননি!
কাত্যায়নি উমে উমেশ জায়ে!---
ব্রহ্মসনাতনি ব্রহ্মাণ্ড পালিনি
ব্রাহ্মণে পালো ওগো মহামায়ে!
পূর্ব্বে শিবলোকে শিব সোহাগিনি!
বরদিলে---মোরে বর দায়িনি!
আপনার বাণী রাখ মা! আপনি,
প্রতিজ্ঞা পুরাও---সেবক জানি॥

(পরশুরামের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান।)

পরশুরাম। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতানন্তর অতি কাতর স্বরে) মা! আতো নিদয়! মাতঃ! গুরু জায়ে! যখন এই মূঢ় সন্তান গুরু স্থানে বিদায় গ্রহণ করে, তখন শঙ্করের অনুরোধে এ অধিনের প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিয়াছিলেন—এবং আশ্বাসও দিয়াছিলেন। জননি! সেই অধিনের অদৃষ্ট কি এম্নি মন্দ?—যে, সেই মা আবার বিমাতা হলেন!—মাতঃ! আমিত আপনার সেই নিতান্ত কিঙ্কর!—আপনি বেস্ জানেন্ যে আমি পরম্ পিতা শঙ্করের সন্নিহিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছি—মন্ত্র, তন্ত্র, বেদ, বিদ্যা, অস্ত্র, শস্ত্রাদি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি—আবার প্রতিজ্ঞা পূরণের অনুমতিও প্রাপ্ত হইয়াছি। করাল-বদনে! আপনি যদ্যপি দাসের নিক্ষিপ্ত বাণ গুলি পথিমধ্যে হরণ করেন—গুরু-দত্ত নিক্ষিপ্ত শূলাস্ত্র গল-দেশের মালা করিয়া পরেন—মাগো! আপনি যদ্যপি ভয়ঙ্করী বেসে আমার প্রতিপক্ষে অশিধারণ করেন—চামুণ্ডে! তা হইলে সেই দয়াময় আশুতোষের বর,—বিষ্ণুর বর, ও ব্রহ্মার আদেশ,—সবই যে, মা বিফল হইবে!—দেবি! তা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণও হইবেনা! শিববাক্যও রবে না! এবং ধরণী মাতাও ভারাক্রান্তা হইতে নিস্কৃতি পাইবেন না।

ভদ্রকালী। বৎস পরশুরাম! আমি তোমাকে বর দিয়া আস্বস্ত করিয়াছি এ কথা যথার্থ বটে, এবং তার অন্যথাও হইবে না! বৎস রে! সেই জন্যে দেখ! রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আমার নিতান্ত প্রিয় ভক্ত হইলেও তাহার সহায়তা সম্পাদনে আমি আসি নাই—আসিবও না। রাজা সুচন্দ্রও আমার তদধিক ভক্ত—ইহাকে রণে, বনে, দুর্গমে, জলে, ও অগ্নিতে রক্ষা করিয়া থাকি। এ পর্য্যন্ত কারও ক্ষমতা হয় নাই যে সুচন্দ্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাৎ করেন। বৎস রাম! কালের বস সকলই। তার গতি কেহই রোধ করিতে পারেন না—যতদিন সুচন্দ্রের সুদিন, সুকাল ছিল, ততদিন কেহ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে রাজার অকাল, অদিন, ও অন্তকাল উপস্থিত। সুতরাং আর আমি তাহাকে আমার রক্ষণের অধীনতায় রাখিতে পারিনা। তবে যে আমি গতকল্য তাহার সহায়তা সম্পাদন করিলাম,—তাহার কারণ এই যে, তখন রাজার কাল পূর্ণ হয় নাই, তুমি শূলপাণি দত্ত শূলাস্ত্র প্রহার করিলেও তাহার মৃত্যু হইত না। এদিকে, আবার অস্ত্র ব্যর্থ হইলে শিবের অবমাননা হয়,—সেও সুবিচার্য্য নয়!—অতএব বৎস-

রাম! তন্নিমিত্ত আমি রণস্থলে না আসিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কাজে কাজেই আমাকে আসিতেও হইয়াছিল আর তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিখিল আমাকে স্বয়ং ধারণ করিতেও হইয়াছিল। বৎস রাম! সে কেবল অস্ত্রের মাহাত্ম্য রাখিবার নিমিত্ত বই আর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। বৎস ভার্গব! আমি তোমার সভক্তি স্তব ও পূজাদিতে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অনায়াস-লভ্য হয়, তুমি অচিরাৎ সিদ্ধ মনোরথ হও।

পর। মা জগদম্বে! মাগো! আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় তাই হইলেই কৃতার্থীকৃত হই মা! আর আমি কিছুই চাই না। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত)

ভদ্রকালী। বৎস! সুখে থাক! জয়লাভ কর!

(ভদ্রকালীর অন্তর্দ্ধান।)

(ব্রহ্মার অধিষ্ঠান।)

পর। (সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ, আসন প্রদান, ও করযোড়ে দণ্ডায়মান।)

ব্রহ্মা। বৎস রাম! সব মঙ্গল তো?

(করযোড়ে মৃদুস্বরে) প্রভো! মঙ্গল আর এখন কেমন করিয়া বলিব।

ব্রহ্মা। কেন বৎস!

পর। প্রভো! গত কল্য সুচন্দ্র রাজার সমরে শূলাদি আমার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়ছিল।

ব্র। কি?—শিবদত্ত অস্ত্র?—শিবের স্বহস্তের শূল!—ব্যর্থ হইল!—

পর। চতুর্ম্মুখ! শূলকি লক্ষ্য পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল?—

ব্র। (সবিস্ময়ে) সেকি?—কে রুদ্ধ করিয়াছিল?—শিবের শূল!—কার এমন শক্তি হইল যে, শিব-অস্ত্রের গতি রোধ করিল----এমন বীর কে আছে?

পর। মা! জগদম্বা! আর কার সাধ্য?

ব্রহ্ম। (বিস্ময়ান্বিত স্বরে) কিবল্লে বৎস?—মাকি রণস্থলে আসিয়াছিলেন?

পর। প্রপিতামহ। তা না হইলে অস্ত্র ব্যর্থইবা কেন হইবে?----আমি যত যত শর নিক্ষেপ করি, মা ভদ্রকালী সে সমস্ত পুষ্পমালার ন্যায় গলদেশে পরিধান করেন এবং সুচন্দ্রকেও পরান।

ব্রহ্ম। বৎস রাম! তবে তুমি তাঁহার পূজা কর। সভক্তি স্তব কর। তিনি সুপ্রসন্না হইয়া তোমার কামনা পুরাইবেন।

পর। (করযোড়ে) আজ্ঞে! গতরাত্রে যথাসাধ্য তাহা করা হইয়াছিল।

ব্রহ্ম। মা কি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন?

পর। আজ্ঞে হাঁ---তাঁহার আগমনও হইয়াছিল---আর তিনি মনোনীত বর প্রদানও করিয়াছেন।

ব্রহ্ম। বেস! বেস!! বেস!!! মায়ের কাছে বর প্রাপ্ত হইয়াছত? তবে আর চিন্তা কি বৎস।---

পর। আজ্ঞে—হাঁ! তিনি, মনস্কামনা সিদ্ধ, আর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অনায়াস-লভ্য হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম। বৎস রাম! তুমি মায়ের বর প্রাপ্ত হইয়াছ উত্তমই হইয়াছে—কিন্তু রাজা সুচন্দ্রের মৃত্যুর বিষয়ে একটি কঠিন সংস্কার আছে। তার কিছু উপায় করিতে না পারিলে, সুচন্দ্রের মৃত্যু কখনই হইবে না।

পর। দয়াময়! তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ্ঞা করুন। অতীব কষ্টসাধ্য হইলেও কিঙ্কর চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না।

ব্র। বৎস! রাজা সুচন্দ্রের গলদেশে মহাবিদ্যা কালিকা-কবচ লগ্নকৃত আছে। সেই কবচ থাকিতে সুচন্দ্রের মৃত্যু নাই। অতএব ছলে হউক, বলে হউক, বা কোন কৌশলের দ্বারা হউক, সেই কবচ আনিতে পারো, তবেইত জয় হইবে—সুচন্দ্রের মৃত্যু হইবে। তা না আনিতে পারিলেই সে অমর।—এই কথাটি তোমাকে বলিবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছিলাম,—এক্ষণে চলিলাম।

(ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ক্ষত্রিয়-স্কন্ধাবার---রাজা সুচন্দ্রের শিবির।

রাজা সুচন্দ্র অধ্যাসীন।

(সন্ন্যাসীবেশে পরশুরামের প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী। (সুচন্দ্রের সম্মুখে হস্তত্তোলনপূর্ব্বক) জয়! নারায়ণ মধুসূদন।

সুচন্দ্র। আস্‌তে আজ্ঞা হয় (সভক্তিপ্রণাম ও আসন প্রদান।)

স। (পুনরাশীর্ব্বাদ) মঙ্গল হউক।

সু। ঠাকুর! আপনার আশ্রম কোথায়?

স। মহারাজ! উদাসীনের আশ্রম কি? যে দিবস যে স্থানে অবস্থিত হই,—সেই আশ্রম।

সু। কোথা হইতে আপনার আগমন হইতেছে?

স। পুষ্কর হইতে।

সু। ঠাকুর! আজ আমার পরম ভাগ্য যে আপনি আমার শিবিরে পদার্পণ করিয়াছেন। যদি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে আজ এই স্থানেই অবস্থিতি করুন!

সন্ন্যাসী। রাজন! এখন অবস্থিতি করিবার সময় নয়---এই তো প্রাতঃকাল, পর্য্যটনের সময়; যতদূর পারি পর্য্যটন করিব যথা কালে কোন মঠে গিয়া অবস্থিত হইব।

সু। ঠাকুর! আপনার আগমনে আমার শিবির পবিত্র হইল, দর্শনে আমি পবিত্র হইলাম। কিন্তু, আপনি যে অবস্থিতি করিবেন না, আমার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না, তবে আপনার আগমনের অভিপ্রায় কি ছিল?---

স। রাজন! আমি পথি মধ্যে গমন করিতে করিতে আপনার অসাধারণ ও অলৌকিক বদান্যতার ও সহৃদয়তার যশঃ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে বড় আশা করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থে আসিয়াছি---ভিক্ষা পাইলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্থানান্তর গমন করিব।

সু। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য—ঠাকুর! কি ভিক্ষা যাচিঞ্চা করেন আজ্ঞা করুন!—অদেয় হইলেও দেয়মান হইবে।

স। রাজন্! আমি অর্থাদি বিষয়-সম্পদ কিছুই চাহি না। আমি পরিব্রাজক, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ভ্রমণ করি, তীর্থে তীর্থে বাসকরি। অতএব আপনার সন্নিধানে যে মহাবিদ্যা কালিকা-কবচ আছে—সেই কবচ খানি মাত্রই আমার প্রয়োজনীয়; আর কিছুতেই আমার অভিলাষ নাই। অতএব সেই পরম পবিত্র কবচ খানি দান করুন!—তা হইলেই আপনার অতিথি সেবার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।

সু। ঠাকুর! কবচ প্রদান করিলেই কি অতিথি সেবার কার্য্য হইতে পারে?—

স। মহারাজ! অতিথি সেবা বিবিধ প্রকার। কেবল উদর পূর্ত্তি হইলেই যে অতিথি সেবা হয়, তা নয়। অতিথির অভিলষিত দ্রব্যাদির দ্বারা সংসেবিত হইলেই অতিথি সৎকারের ফল হয়।—অতএব মহারাজ! আপনি কবচ দান করিয়া অতিথি সৎকারের ধর্ম্ম রক্ষা করুন—তা হইলেই আপনার আতিথ্যের ফল যথেষ্ট হইবে। অতিথি তাই পেলেই সন্তুষ্ট।

সু। আচ্ছা ঠাকুর! যদি একান্তই অবস্থিতি না করেন, আর অন্য কোন বস্তুতে স্পৃহা না থাকে, কবচ পাইলেই যদি সন্তুষ্ট ও সফল মনোরথ হন, তবে তাহাই লউন!

(কবচ দান।)

স। (কবচ লইয়া আশীর্ব্বাদ) মহারাজ! আপনার কৈবল্য লাভ হউক। আর কি বলিব? এক্ষণে বিদায় হই।

(প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—•◇•—

রণ স্থল।

সবান্ধব পরশুরাম ও সসৈন্য রাজাসুচন্দ্র।

পরশুরাম। ওহে সুচন্দ্র! ও দিন তুমি মায়ের কৃপায় রক্ষা পেয়েছিলে, আমার নিক্ষিপ্ত শূল মায়ের প্রসাদে গলায় পরিয়াছিলে; ভাল আজ্ তাই কর দেখি!—আর কেমন করিয়া বাঁচিবে বাঁচ দেখি! (ভৈরবস্বরে) ওরে সুচন্দ্র! যদ্যপি আজ্ মা না আইসেন, তবে তুই আর কতক্ষণ বাচ্বি বল্!—পামর! যে শূলাস্ত্র তুই মায়ের কৃপায় ওদিন কণ্ঠহার করে ছিলি, সেই শূলই আজ্ তোর শমন গৃহের সাক্ষী হইবে। নির্ব্বোধ! আজ্ তোর নিশ্চয় শেষদিন। পারিস যদি তবে এই বেলা মা জগদম্বাকে স্মরণ কর—নতুবা আজ্ নিস্তার নাই। ক্ষত্রিয় রুধিরে স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইবে,—অস্থিমাংস দ্বারা শৃগাল কুক্কুরের আতিথ্য করা যাইবে। তবে আজ পরশুরাম রণভূমি পশ্চাৎ করিবেন।

সুচন্দ্র। ওহে রাম। আজ্ দেখ্‌চি যে তোমার রসনায় বাক্যস্ফুট হইতেছে। ভাল ভাল! শুনেও সুখী হইলাম। ওদিন তুমি না ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করেছিলে? অশ্রুনীরে রণভূমি ভাসাইয়াছিলে!—আবার তুমিই বা কাল যোগীবেশে আমার নিকটে ভিক্ষার্থে গিয়াছিলে? ছি-ছি-ছি-ছি! ধিক্! ধিক্! একটু লজ্জা হলোনা। যার সঙ্গে বৈরিতা ভাব তার সন্নিধানে হস্ত প্রসারণ করিতে লজ্জা হইল না!—কি নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ!—তোর জীবনে ধিক্! তোর বীরত্বে ধিক্, আর প্রতিজ্ঞাতেও ধিক্—ওরে! রাজদ্রোহী স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত ব্রহ্মণ! ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা কেমন তাহা দেখ্‌লিতো!—ভিক্ষুক! বল্ দেখি তোর কোন্ ব্রাহ্মণে এ পর্য্যন্ত জীবন ভিক্ষা দিয়া সুখ্যাতি রাখিয়াছে?—যে কবচ আমার জীবন সর্ব্বস্ব তাহা তুই চাহিবার মাত্রেই পেলি। ইহাপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় তুই কি দিবি তা আমাকে বল্ দেখি!—পামর দেখ্!—ও

দিবস আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোরে তাই তাই করিয়াছি। ধনুর্ব্বাণ ফেলাইয়াছি—পথে পথে কাঁদাইয়াছি—যোগী বেশ ধরাইয়াছি।—ইহাতেও কি তোর দর্প খর্ব্ব হইল না?—ছি, ছি, ছি, ধিক্, ধিক্, তোরে শত ধিক্।

পর। (ভৎর্সনাপূর্ব্বক) ওহে সুচন্দ্র! তোমার কথা শুনে হাস্য রাখিতে আর জায়গা হয় না যে হে—তুমি আবার ওদিনের কথ লইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া, আন্দোলন করিতেছ! আমরি! মরি!—একেবারে ধর্ম্মপুত্র যে! রাত্রি প্রভাত হইলে আর কিছুই মনে থাকে না বটে?—(দাম্ভিকতাপূর্ব্বক) ওরে পাপিষ্ঠ! যখন তোর তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সমর শায়িত হইল,—ক্ষত্রিয় রুধিরে রণ ভূমি কর্দ্দমীভূত হইল—যখন তুই একেশ্বর হইয়া শরাসন ত্যাগ করিলি—শোণিত প্লাবিত রণভূমে জানু সংলগ্ন করিয়া মা জগদম্বাকে ডাকিলি—চক্ষের জলে সমরক্ষেত্র তরলিত করিলি—সে সময়ের কথা গুলি প্রকাশ করিতে কি লজ্জা বোধ হইল? (গর্জ্জিতস্বরে) রে সুচন্দ্র! যদ্যপি মায়ের আগমন না হইত, আর মা যদ্যপি আমার নিক্ষিপ্ত বাণগুলি উদরস্থ না করিতেন—তা হইলে কি তুই আর সেদিন জীবিত থাকৃতিস্?—না আজ্ তোরে আবার কেউ রণভূমে দেখিতে পাইত! দুরাচার তুই সত্য করিয়া বল্ দেখি তোর তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে কয়টা লোক ফিরে গিয়াছিল?—নির্লজ্জ! ওদিন তিন অক্ষৌহিণী বিসর্জ্জন করিয়া আজ্ আবার কোন সাহসে তুই বদ্ধ পরিকর হইয়া রণভূমে মুখ দেখাইতে এলি?—শমন সদনে গমনার্থে!—আয়! তবে তোরে শীঘ্র প্রেরণ করি; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

(দুন্দুভির ধ্বনি ও শরত্যাগ)

(দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ, শরজালে সমরাঙ্গন আচ্ছাদিত,
ও বহু সৈন্যের পতন।
পরিশেষে শূলঅস্ত্রে রাজাসুচন্দ্রের পতন।)

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

সমরাঙ্গন।

(সবান্ধব পরশুরামের রণ-বেশে পদচারণ।)

(সসৈন্যে-সমারোহে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রবেশ।)

পরশুরাম। আস্‌তে আজ্ঞা হয় মহারাজ! আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আসুন্! আসুন্!! আজ্ যে স্বয়ংই!—কেন দুর্গ-শূন্য নাকি!—বেস্! বেস্!! বেস্!!! তবে শমন সদনে গমন করিতে আজ্ আপনারই নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে!—ভাল, ভাল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন এইক্ষণেই পাঠাইব।

কার্ত্তবীর্য্য। (গর্জ্জিত-স্বরে) ওরে ভার্গব! তুই কপট অভিসন্ধিতে সুচন্দ্রের নিকট হইতে কবচ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তারে সংহার করিলি। এইকি তোর বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হইল! আহা! কি পুরুষত্ব প্রকাশ! ধিক্ ধিক্ শতধিক্! তোর ব্রহ্ম-বীরত্বে ধিক্—তোর পুরুষত্বতেও ধিক্! তোর পরাক্রমেও ধিক্! আর তোর প্রতিজ্ঞাতেও ধিক্! ওরে! ভিক্ষাজিবী-ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়-সাহস, ক্ষত্রিয়-বদান্যতা, ক্ষত্রিয়-সহৃদয়তা কেমন তাহা কবচ ভিক্ষাতেই দেখ্‌লিতো!—যে কালিকা-কবচ তাহার প্রাণের একমাত্র আধার, জীবনের জীবন; এমন ধন সে বৈরী হস্তে অর্পণ করিয়া আপনার অসামান্য ও অদ্বিতীয় সরলতার ও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। ওরে জামদগ্ন্য! তুইকি স্বশক্তিতে তারে সংহার করিয়াছিস্—তা কখনও মনে করিস্‌না। তার আপনার মৃত্যু সে স্বহস্তে তোরে ভিক্ষা দিয়াছে। নতুবা তোর কি ক্ষমতা যে, তারে তুই বধ করিস্—ব্রহ্মণ! তুই কেন আপনিই মনে বুঝে দেখ্‌না!—

পর। ওরে সহস্রবাহো! বহুদর্শী প্রাচীন রাজা হইলেই যে তার বহুদর্শীতা কার্য্যকারী হয় তা নয়—বরং বার্দ্ধক্য-বশতঃ অনেক সময় তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। আজ্-কাল্ তোর তাই ঘটিয়াছে—তা না হইলে বিষয়-লোভে ব্রহ্মহত্যা করিতে

তোর অ্যাতো প্রবৃত্তি ! ওরে নির্ব্বোধ ! ভিক্ষাতো ব্রাহ্মণের কুল-ধর্ম্ম তারতো কথাই নাই। আর তুই এও জানিস্‌নে যে বৈর-নির্যাতনের নিয়মই এই—অর্থাৎ শত্রুকে ছলে, বলে, বা কোনও কৌশলে হউক সংহার করিলেই পাপ-ক্ষয়। তবে, তার মৃত্যুতে অবশ্যই তোর অন্তর্বেদনা হইয়াছে তার সন্দেহ কি !—ভাল! সেই অন্তর্বেদনা হইতে যাহাতে তুই অতি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে পারিস্, আর তাহার সহযোগী হইতে চাস্ এমন উপায় এক্ষণেই করিব তার চিন্তা কি !—(দুন্দুভির ধ্বনি ও দশ বাণ ত্যাগ)

(দুইদলে ঘোরযুদ্ধ, অনবরত শরবৃষ্টি,
ও বহু-সৈন্যের পতন।)

কার্ত্ত। (ভীষণ সিংহনাদ পূর্ব্বক) ওরে স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রহ্মণ !—তুই আমার সমস্ত বাণ ব্যর্থ করিয়া জয়ী হইবি বলিয়া মনে করিয়াছিস্—তা কখনই পার্‌বিনে। এই নারায়ণ-অস্ত্র ত্যাগ করিলাম, এইবার ব্যর্থ কর্ !—তবে জানিব বীর।—ওরে দর্পী ! এই বাণেই তোর দর্প চূর্ণ করিব, তোরে তোর পিতৃ সন্নিধানে পাঠাইব। শীঘ্র প্রস্তুত হও !—

(নারায়ণাস্ত্র বৃহৎ অগ্নি-শিখাকারে জ্বলিতে জ্বলিতে
দশদিক্ চমকিত ও স্তম্ভিত করিয়া পরশুরামের
বক্ষে পতিত, পরশুরাম মূর্চ্ছাপন্ন।)

(কার্ত্তবীর্য্যের রণজয় ! রণজয় !! শব্দে প্রস্থান।)

(শিষ্যকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া শিবের রণস্থলে অধিষ্ঠান)

শিব। (গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক) বৎস পরশুরাম ! গাত্রোত্থান কর ! পুনর্ব্বার সংগ্রাম কর ! বৎস ! রণস্থলে জয় পরাজয় সকলেরই আছে।

(পরশুরামের চৈতন্য-প্রাপ্তি, গাত্রোত্থান, সাষ্টাঙ্গে
প্রণিপাত, এবং সলজ্জ বদনে পুনর্ব্বার ধনুর্ব্বাণ ধারণ।)

পরশুরাম। (ভীষণ হুঙ্কার-ধ্বনিতে) ওরে ক্ষত্রিয় কুলাধম ! তুই ক্ষত্রিয় নন্দন হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলি ! ধিক্ ! ধিক্ !! ধিক্ !!! অ্যাতো

ভয়!—বুঝি তোর মনোরমাকে আজ্ মনে পড়িয়াছে!—বটে,—তবে আয়! শীঘ্র আয়। এইবার তোরে তারই কাছে প্রেরণ করি।

(সসৈন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (সক্রোধে) ওরে জামদগ্ন্য! তুই এখনো পঞ্চত্ব পাস্‌নাই। জীবিত আছিস্!—ভাল এইবার তোরে কে রক্ষা করে দেখিব। এই যে বাণ-চতুষ্টয় তূণী হইতে বাহির করিলাম, এই বাণেই তোরে তোর পিতৃ-চরণ দর্শন করাব—তোর কলুষিত দেহ বিমুক্ত করিব।

পর। ওরে ক্ষত্রিয়কুল-কলুষ!—বিস্তর বড়াই করিস্‌না। যার হস্তে তোর মৃত্যু আছে, তার সমক্ষে অ্যাতো আস্ফালন,—অ্যাতো দর্প,—অ্যাতো গর্ব্ব কি সম্ভবে!— কি অহমিকা!—কি মাৎসর্য্য!—পামর! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর্, এইবার তোর মানবলীলা সম্বরণ করাবো। (শর সন্ধান।)

(দুইদলে ঘোরযুদ্ধ শরজালে দিঙ্মণ্ডলঅন্ধকারময় এবং অসঙ্খ্য সৈন্যের পতন।)

কার্ত্ত্য। (স্বগত) উঃ!—অস্ত্র সকলের কি তেজ!—আমি অনেকানেক স্থানে সংগ্রাম-লিপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ তো কোথাও দেখিনাই—শিব-অস্ত্র কিনা! (প্রকাশ্যে) জয়সিংহ! শীঘ্রকরিয়া আর খান্‌কত শরাসন দেওতো! যে কতকগুলি আমার নিকটে ছিল একেকে সমস্তইতো প্রায় কর্ত্তিত হইল।

জয়সিংহ। মহারাজ! এই লউন! ধনু সমবায় রথোপরি রক্ষিত হইল।

কার্ত্ত। সারথে! ঐ ধনুগুলি আমার হস্তচয়ে উঠাইয়া দেওতো! (ধনু-নিকরধারণ ও পুনর্যুদ্ধ)

পর। রে ক্ষত্রিয়াধম! তোর সহস্রবাহু ক্রমান্বয় অর্দ্ধসার হল, এখনও তোর বিক্রম লাঘব হইল না!—এইবার তোর অবশিষ্ট বাহু-নিকর দশ দশ করিয়া কর্ত্তন করিব তুই ইহার সংখ্যা রাখ! (অর্দ্ধচন্দ্র ত্যাগ ও বহুসংখ্যক বাহু কর্ত্তন।)

কার্ত্ত। (বিষন্নবদনে) মন্ত্রী সুরতসিংহ! কি করাযায় বল দেখি! একে-তো প্রেয়সী মনোরমার শোকে শরীর জর্জ্জরিত ও অন্তঃকরণ বিপ্লুত আছে;—তাতে আবার ভার্গবের বাক্য-বাণ নিখিল আমার এই বিচ্ছেদিত বাহুমূল সমগ্র

অপেক্ষা ও যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে,—আর তো সহ্য হয়না। আমি সহস্র হস্তের দ্বারা পুঞ্জ পুঞ্জ শর বরিষণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিলাম—শর-জালে রণ-ভূমি অন্ধকারময় করিয়া তুলিলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমার সমস্ত বাণই ব্যর্থ হইতে চলিল, তূণী শূন্য প্রায় হইল। এখন কর্ত্তব্য কি মন্ত্রী-বর বল দেখি ?—সৈন্য সামন্ত, রথী, মহারথী প্রভৃতি প্রায় সমস্তইতো শেষ হইতে চলিল—আর ভরষা কি ?—

মন্ত্রী। মহারাজ!—কি বলিব বলুন! শুদ্ধ পরশুরাম তো নন্!—জগৎগুরু-শূলপাণি, যদ্যপিও শরাসন ধারণ করেন নাই, তত্রাচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া রামের সহায়তা সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন—ইহাতে আর আপনার সাধ্য কি ?—এ সংগ্রামে আপনি, তাই স্থির হইয়া আছেন; অন্য হইলে, এতক্ষণ যে কি হইত, তাহা বর্ণনাতীত !—যাহা হউক এক্ষণে মহারাজ! সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর গোলোকেশ্বরকে স্মরণ করুন! তিনি ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।

কার্ত্ত। মন্ত্রীবর! তবে এই ধনুর্ব্বাণ থাকিল, আমি সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকেই স্মরণ করি।

ছয়নট—তিয়ট।

শ্রীমধুসূদন হরি !

বিপদ ভঞ্জন ত্রাণ কারি ॥

রক্ষ ! রক্ষ ! চক্রধর ! অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর ;

ভয় নিবারী !

ভক্ত বৎসল ভক্তাধীন; ভক্তের পরম ধন;

ওহে-মুরারি !

কাতরে ডাকে কিঙ্কর ; হে দয়াময় ! দয়াকর !

গোলোক বিহারি ॥

আঃ !—হরি হে ! এই করিলে !!—

(স্তব)

ওহে ভক্ত-পালন ভক্তের ধন !
ভক্ত-বৎসল ভবভয় বারণ !
বিপদ নাশিতে, বিপদ নাশন !
নাম ধর তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
করিতে, পার্থিব দনুজ দলন
যুগে যুগে তোমার অবতরণ—
দর্পী জনের দর্প কর মোচন,
ধাতা আদি সর্ব্ব—পাইলে, কারণ ॥
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কারণ।
চরাচরে না দেখি—তোমা বিহীন ॥
তব মায়াতে, মোহিত জগজ্জন—
মোহে বিস্মৃত বঞ্চিত ও চরণ ॥
অজ্ঞান কলুষে,—কলুষিত মন ;
গেলো হে ! গেলো হে ! বৃথা এ জীবন !-
যদি কৃপা কর প্রভোঃ নিরঞ্জন !
জ্ঞানাঞ্জনে, করি হে ! পরিমার্জ্জন ॥
আমি মূঢ়মতি না জানি ভজন,
তব মহিমাতে,—তার হে-তারণ !
দুর্জ্জয় সমরে,—মরে ভক্ত জন ;
রাখহে ! রাখহে ! দিয়া, দরশন ॥

এ রাজতী তব কৃপা প্রসাদন !
গ্যালোহে প্যালোহে ! রাখহে ! এখন—
আমি মরি তাহে নাহি দুঃখ কোন।
মহিমা পাছে যায় এই নিবেদন ॥

(পরশুরামের বাণে রাজাকে জর্জ্জরিত ও ব্যথিত দেখিয়া, শূন্যমার্গে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সুদর্শন চক্র স্থাপন।)

কার্ত্ত। ওহে জামদগ্ন্য! তুমি শিবের সহায়তায় শক্তিবান্ হইয়াছ, জগতের লোক সকলকে তৃণ জ্ঞান করিতেছ। ভাল এইবার এস দেখি !—তোমার পরাক্রমের যথার্থ পরিচয় দেও দেখি !—(সিংহনাদ পূর্ব্বক) ওরে ভার্গব ! তোর ক্ষুদ্রমুখে বৃহৎকথা আরতো সহ্য হয়না—তোর বড় পরমায়ুঃ তাই আমার রণে এতক্ষণ তিষ্ঠে আছিস্—এইবার আয় তোরে তোর পিতৃ সমীপে প্রেরণ করি। শীঘ্র আয়—

পর। (সদর্প গর্জ্জিত-স্বরে) ওরে কার্ত্তবীর্য্য ! তোর কখন সিংহনাদ ও কখন আর্ত্তনাদ—এ ভাব তোর বুঝা ভার। তোর সহস্রবাহু অ্যাতো দিনে উন্মূলিত হওয়াতে, জগদ্বিখ্যাত সহস্রভুজ নামটিতো আজ্ হইতে লুক্কাইত হইল।—এখন স্বর্গীয় কৃতবীর্য্য মহারাজের সন্নিধানে পাঠাইতে পারিলেই তোর কার্ত্তবীর্য্য নামের গতিটা হয়—তাও শীঘ্র হইবে চিন্তা করিস্ না।

কার্ত্ত। (ভীমনাদে) ওরে জামদগ্ন্য ! তুই আমার চিন্তা করিবি কি ?— আপনার চিন্তা আপনি কর, এই বাণে পিতৃ-চরণ দর্শন কর।— (নেপথ্যে দুন্দুভির ধ্বনি শরত্যাগ)

(দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ, বহু সৈন্যের পতন—)

পর। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করণান্তর শিবের প্রতি করপুটে কাতর-স্বরে) প্রভো দয়াময় !—বুঝি আর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ সফল মনোরথ হইলনা।

শিব। কেন বৎস ?

পর। (উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) দয়াময় ! ঐ দেখুন !—আমি যাঁর বরে, যাঁর প্রভাবে, ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে উৎসাহিত হইয়াছি—প্রতিজ্ঞা-

সাগরে অবতরণানন্তর রণ-তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছি—সেই নারায়ণই আজ্ শূন্য-পথে সুদর্শন নিযুক্ত করিয়া বিপক্ষ পক্ষ রক্ষা করিতেছেন!—তবে আর আমি নিষ্ফল বাণ বরিষণ কেন করি?—এই দেখুন আমার সমস্ত বাণই সুদর্শনে স্পর্শ মাত্রেই ভূমে পতিত হইতেছে—বিপক্ষ দলে প্রবিষ্টই হইতে পারিতেছে না।

(শিব, উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া পরশুরামের শরনিকর সুদর্শনে স্পর্শ মাত্র ভূপাতিত হইতেছে, সমস্ত অধ্যবসায় বিফল হইতেছে, তাই নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে শূন্যবাণী।)

শূন্যবাণী। ওহে শঙ্কর! আপনি যে রাজা কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করাইয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করাইবেন মনে করিয়াছেন তাহা সহজে পারিবেন না। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কবচ আছে, ঐ কবচ থাকিতে কখনই উহার মৃত্যু হইবে না। আপনি যদি কোন কৌশলের দ্বারা ঐ কবচ আনয়ন করিতে পারেন তবেইতো শ্রয়—নতুবা বিফল। আপনাকে এই সারযুক্তি বিজ্ঞাপিত করিলাম—ইহাই আমার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমার কবচের মাহাত্ম্য, আর তোমার অস্ত্রের গৌরব, এই উভয় রক্ষার নিবন্ধনই সুদর্শন সংস্থাপিত হইয়াছিল—এখন আমিও প্রস্থান করি, এবং সুদর্শনকেও অন্তরিত করি।

(শ্রীহরি ও সুদর্শনের অন্তর্দ্ধান।)

শিব। (পরশুরামের প্রতি জনান্তিকে) বৎস রাম! ঐ দেখ! সুদর্শন চক্রতো স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু আমি কোন শূন্যবাণী শুনিলাম্ সবিশেষ পরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে বেলাও অবসান হইয়াছে, রজনীমুখও আগত প্রায়;—অতএব বৎস! আজ্‌কার মতন রণে নিবৃত্ত হইয়া শিবিরে গমন কর।

পর। হরভজন! বেলা অবসান হইল, সংগ্রাম আশাও আজ্ অতি অল্পমাত্র। অতএব সৈন্য বিভাগে ঘোষণা প্রচার কর। যে, আজ্‌কার মতন রণে ভঙ্গ দিয়া সকলে স্কন্ধাবারে চল।

(যুদ্ধ ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান)

নবম গর্ভাঙ্ক।

ক্ষত্রিয় স্কন্ধাবার।

শিবির পার্শ্বে কার্ত্তবীর্য্য ও অমাত্যবর্গ আসীন।

(দূরে পরিচারকগণ।)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে শিবের অধিষ্ঠান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জয়! নারায়ণ মধুসূদন!—মহারাজ! এক অতিথি ব্রাহ্মণ উপস্থিত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, শীঘ্র ভোজন করান্। একাদশীর ব্রতোপলক্ষে কাল্ হইতে উপবাসী আছি, স্নান, পূজা সন্ধ্যাদি প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপ নর্ম্মদা তীরে করা হইয়াছে, এক্ষণে কেবল পারণের অসমস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত পূর্ব্বক) ঠাকুর! আজ্ আমার পরম ভাগ্য যে আপনি দ্বাদশীর পারণার্থে এই অধীনের শিবিরে অতিথি—প্রভো! ঐ সম্মুখবর্ত্তী আসনে বসিতে আজ্ঞা হয়।—(পরিচারকের প্রতি) পরিচারক! একবার এইদিকে এসোতো—

পরিচারক। (করযোড়ে) কি আজ্ঞা হয় মহারাজ!

কার্ত্ত। দেখ পরিচারক! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি কাল্ হইতে একাদশীর ব্রত কারণ উপবাসী আছেন, শীঘ্র পারণ করাও! যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয়।

পরি। যে আজ্ঞা মহারাজ!—(ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মণের প্রতি) ঠাকুর! সমস্ত দ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছে—আপনি এইদিকে আসুন ভোজন করুন!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমি পারণাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত কবচ-ধৌতামৃত পান করিয়া থাকি, তাহা এস্থলে কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?

কার্ত্ত। ঠাকুর! তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না! সে কবচ আমারই নিকট আছে। এই লউন!

(শিবের কবচ প্রাপ্তি ও অন্তর্দ্ধান)

পরিচারক। মহারাজ! সমস্ত দ্রব্যই পরিবেশন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুর কোথায় গেলেন ?

কার্ত্ত। কেন ? তিনি ভোজন করিতে যান নাই ?

পরি। আজ্ঞা না।

কার্ত্ত। সে কি ? এই মাত্র তো তিনি কবচ লয়ে গেলেন।

পরি। আজ্ঞে কই ? তিনি তো ভোজন কর্ত্তে যান নাই।

কার্ত্ত। (স্বগত) তাইত ব্রাহ্মণ কোথায় গমন কল্লেন ? কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত!—কি বিস্ময়!—এই সকলেইতো আমরা বসিয়া আছি,—ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ কোথায় গেলেন কেউ জানিতে পারিলেন না! (প্রকাশ্যে) মন্ত্রীবর! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌লেতো!—ব্রাহ্মণ ভোজন প্রার্থনায় আসিয়া কবচ লইয়াই প্রস্থান!—আবার কোন্ সময় কোন্ পথ হইয়া গেলেন কেউ জানিতেও পারিল না!

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রকৃত পক্ষে তিনি ভোজনার্থী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নন্। কোন ছদ্মবেশী মহাত্মা হইবেন, কবচ গ্রহণই তাঁহার উদ্দেশ্য হইবে, এইরূপ অনুভূত হইতেছে।

কার্ত্ত। মন্ত্রী! তবেকি আমি প্রতারিত হইলাম ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ! তা হইলেন বই আর কি ?—কিন্তু মহারাজ! এ প্রাকৃত লোকের কার্য্য কখনই নয়! কারণ আপনার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণের কবচ ছিল, সে সেই জগৎকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ বই আর কেহই জানিতেন না। অতএব মহারাজ! এ সমস্তই জানিবেন যে, তাঁরই খেলা বই আর কিছুই নয়—তা না হইলে এই সর্ব্বজন সমক্ষে সাধারণ লোকের সাধ্য কি অন্তর্দ্ধান হন ?—যাহাই হউক মহারাজ! আপনার পক্ষে কোন অংশে আর শ্রয় দেখিতেছিনা। আপনার জীবন সর্ব্বস্ব যে শ্রীকৃষ্ণের কবচ, তাই যখন হস্তচ্যুত হইল, জীবনের আধার পরিভ্রষ্ট হইল, তখন আর ভর্ষা কি মহারাজ!

কার্ত্ত। (গদ্গদস্বরে) মন্ত্রীবর! আমার কি আর শ্রয় আছে?---যদি আমার পক্ষে শ্রয়ই হইবে, তবে আমার মনোরমা সতীই বা কেন আমাকে দিন থাকিতেই ছে'ড়ে যাইবে?—সচিবশ্রেষ্ঠ সুরসসিংহ! সেই সাধ্বী-সতী সমস্তই জানিয়াছিল। আঃ!—সতী আমাকে আধ্যাত্মিক্ জ্ঞানযোগে বিবিধমতে প্রবোধ দিয়া,—মায়া মোহ সমস্তই ত্যাগ করিয়া,--পাছে স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে হয়, এই আশঙ্কা পরবশ হইয়া, অগ্রেই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন---আমারও জীবাত্মাকে এক প্রকার সমভিব্যাহারেই লইয়া গিয়াছেন---কেবল জীবৎ মৃত্যুর ন্যায় দেহ মাত্র পড়িয়া আছে। অতএব মন্ত্রীবর! এক্ষণে শ্রেয় হউক্ বা অশ্রেয় হউক্ তন্নিবন্ধন আর কিছু মাত্র চিন্তা করিনা। একদিন মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইতে হবেই হবে,—তার তো কোন ভুল নাই! বিষয় বৈভবাদি ভোগ বাসনা সমস্তই প্রেয়সী মনোরমার সঙ্গে সঙ্গেই অপনীত হইয়াছে; এদিকে সৈন্য-সামন্ত অমাত্যবর্গাদি প্রায় নিঃশেষিত হইল—অবশিষ্ট যাহা আছে সেও তো ক্ষণধ্বংশনীয়। অতএব মন্ত্রীবর! আমার এই অস্থি চর্ম্ম-জড়িত বিনশ্বর-দেহের মায়া করা আর নিষ্প্রয়োজন। যত শীঘ্র হয় পঞ্চতত্বে সংমিলিত হইলেই শ্রেয়। মন্ত্রীবর! আর আমার কিছুতেই মায়া নাই। এখন ঈশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা কর! যেন ধরণী মাতা শীঘ্র অবসর দেন, আর লোকান্তরে সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর গোলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে দাসত্ব পাই। পরশুরাম বিষ্ণু অবতার! এ আমার অতি দুর্লভ ভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমার এই পাপজ-দেহ বিমুক্ত করণার্থে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্ত্রী। আজ্ঞে-হাঁ তা আর একবার ক'রে বলিতেছেন কেন?—সমরক্ষেত্রে বৈরিতা ভাবে যা কিছু বলা যায়, অন্তরেতো তা নয়!—মনে মনে সকলেই আপনা আপনাকে পরম পবিত্র ও ধন্য অনুভব করিতে হইবে:---পরিণামে মৃত্যু তো আছেই আছে।

দশম গর্ভাঙ্ক।

ব্রাহ্মণ--শিবির।

সবান্ধব পরশুরাম আসীন।

(কবচ হস্তে শিবের প্রবেশ।)

শিব। (প্রহৃষ্টান্তঃকরণে) বৎস পরশুরাম! এই শ্রীকৃষ্ণের কবচ নেও! আমি কৃষ্ণেরই উপদেশানুসারে কৌশল ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। অতি যত্নের সহিত রাখ,—কাহাকেও দিওনা,—এই কবচ কার্ত্তবীর্য্যের জীবন।—ইহা সত্ত্বে কখনই তাহার মৃত্যু হইত না, তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিতে না—কিন্তু এক্ষণে আর চিন্তা নাই; এইবারকার সংগ্রামেই কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হইবে,—তোমারও প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ অনায়াস-লভ্য হইবে। এখন আমি কৈলাসে চলিলাম, বৎস! তুমিও যুদ্ধে যাত্রা কর।

পর। (করযোড়ে) প্রভো দয়াময়!—এই দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়কুল বড় বিষম! আমি প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু যে কি রূপে পার হইব, সেই চিন্তাই প্রভো! আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—কৃপানিধান! কেবল মাত্র ভরষা ঐ শ্রীচরণ তরি।

শিব। বৎস! এখন আর চিন্তা কি?—চিন্তার বিষয় যা ছিল তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। এখন তুমি অচিরেই জয়ী হইবে।

পর। (সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতানন্তর) প্রভো! আমি নিতান্ত শ্রীচরণের শরণাগত আশ্রিত সন্তান! আমার চির প্রার্থনা এই যেন, ঐ অভয় পাদপদ্মের সুদুর্লভ অনুকম্পা হইতে কখন বঞ্চিত না হই।

শিব। তথাস্তু!

(শিবের অন্তর্দ্ধান।)

(সকলের প্রস্থান।)

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

রণ স্থল।

সবান্ধব পরশুরাম ও সসৈন্য কার্ত্তবীর্য্য।

পরশুরাম। মহারাজ! আপনার চরম কাল উপস্থিত। আমি আপনাকে অবসর দিই,—পারেন তো এই বেলা একবার ঈশ্বরকে ডেকে লউন! আপনি রাবণ প্রভৃতি মহা মহা বীরকে পরাজয় করিয়াছেন, এইবার শিবদত্ত পশুপৎ বাণে আপনিও যাউন।

কার্ত্তবীর্য্য। ওহে রাম!—তুমি আর মারিবে কি? বিধাতাই আমাকে মেরে রেখেছেন। একে আমি মনোরমার শোকে কাতর আছি, আমার বল, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্যাদি সমস্তই সেই সতীর সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে। চিন্তাজ্বরে শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে। এদিকে আবার—যিনি, এই ভুবন-ত্রয়ের সংহার-কর্ত্তা, জগতের জ্ঞানদাতা, বুদ্ধিদাতা ও শক্তিদাতা, তিনিই তোমার গুরু;—তবে না হইবে কেন?— ব্রহ্মণ! যে ভগবান্ স্বয়ং সংহর্ত্তা! সেই ভগবান্ কি না তোমার জন্যে আমার নিকট প্রতারণা করিয়া কবচ আনিলেন!—ওহে ভার্গব! যখন স্বয়ং পশুপতিই তোমার প্রতি অ্যাতো অনুকূল, তখন আর তুমি পশুপৎ বাণ আমাকে কি দেখাও!—যদি তা না হইত, তবে কি তুমি আমার রণে এতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিতে? (উচ্চৈঃস্বরে) কি সাধ্য!—কি ক্ষমতা!—এক হুঙ্কারে তুমি কোথায় পলায়ন করিতে তার ঠিকানা থাকিত না।

পর। হে মহারাজ! সকল দিন যদ্যপি সমভাবে অতিবাহিত হইত, তা হইলে আর চিন্তা কি ছিল?—সেই দর্পহারী ভগবান্ কারও দর্প চিরকাল রাখেন না। তুমি পূর্ব্বে একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলে, রাবণ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলে; সে কথা সত্য। কিন্তু তখন পরশুরাম জন্মান নাই—এখন যে,

তুমি সেই দর্পে দর্পী হইয়া,—সমুদ্রকে গোষ্পদ ভাবিয়া,—হিমালয়কে লোষ্ট্র জ্ঞান করিয়া—পৃথিবীকে মৃত্তিকা-ভাণ্ডবৎ উপলব্ধি করিবে—সে দিন আর নাই। রাজন্! তত্তৎকালে যদ্যপি পরশুরাম জন্মাইতেন, তা হইলে কি তুমি অ্যাতো দর্প, অ্যাতো গর্ব্ব, অ্যাতো অহঙ্কার প্রদর্শন করিতে পারিতে?— (গর্জ্জিতস্বরে) ওহে ক্ষত্রিয়কুল-কলুষ! কালে সকলি ক্ষয়-প্রাপ্তি হয় তা কি জাননা? তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই তোমারই সংহার নিবন্ধন এই ভৃগুরামের জন্ম—আজ্ তোমার সেই দিন পূর্ণ—যত শীঘ্র পার আমার বাণে দেহ বিমুক্ত করিয়া স্বর্লোক গমন কর!— (শরত্যাগ)

(নেপথ্যে দুন্দুভির ধ্বনি যুদ্ধারম্ভ।)

(দুই দলে ঘোর যুদ্ধ শর বৃষ্টিতে রণভূমআচ্ছাদিত
ও বহু সৈন্যের পতন।)

কার্ত্ত। (স্বগতঃ) সমস্তই তো গেলো! আর কিছুতেই তো রক্ষা হয়না। রথখানা আর অশ্ব দুইটা এতক্ষণ ছিল, তাও তো চূর্ণ হইল। আয়ু শেষ হইলে এইরূপই হয়।

পর। রাজন্! আর আক্ষেপ কর কেন?—এখন তো একেশ্বর আছ! নিজঞ্জালি হইয়াছ! এই বেলা তুমিও নিরুদ্বেগে, নির্ব্বিঘ্নে, এই পশুপৎ বাণে দেহ মুক্ত কয়িয়া স্বর্লোক গমন কর। (শরাসনে পশুপৎ বাণ সন্ধান।)

(পশুপৎ বাণ ভয়ানক শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে উদ্গম,
ও রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মস্তকে পতিত।
রাজার পতন ও প্রাণত্যাগ।)

পর। (ভৈরব রবে) পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল—যোদ্ধ্গণ! এক্ষণে চল! যিনি যেখানে পারেন, আবাল বৃদ্ধ যাবতীয় ক্ষত্রিয়-সন্তান আছে, সব সংহার কর। যত দিন না ক্ষত্রিয় বংশ নিঃশেষিত হইবে, তত দিন বিরাম নাই। এমন কি গর্ভের সন্তান পর্য্যন্তও উপেক্ষা করিবেনা। ক্ষত্রিয় জাতি দেখিলেই সংহার করিবে। এক্ষণে চল রাজবাটীর অভিমুখে গমন করা যাউক, তত্রত্য

আবাল বৃদ্ধ যাবতীয় পুর-বাসীগণকে এই পরশুর দ্বারা বিচ্ছেদিত করিয়া পশ্চাতে স্থানান্তর গমন করা যাইবে।

(রাজবাটীতে প্রবেশানন্তর সমস্ত নিধন করিয়া নগরাদিতে আক্রমণ ও সমস্ত নিপাতন।)

পর। হরভজন! সকলকে ডাকাইয়া একত্রিত কর, ও এস্থান হইতে স্কন্ধাবার উঠাও। এ প্রদেশের ক্ষত্রিয় মাত্রেই তো নিপাতিত হইল, এমন কি গর্ভবতী মহিলাও পরিত্যক্ত হয়নাই। এক্ষণে চল দক্ষিণ ও পশ্চিমাভিমুখে গমন করি।—

(ক্ষণকাল বিলম্বের পর।)

হর। ক্ষত্রিয়-করি-কেশরী!—মধ্যপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় নিঃশেষিত হইল। এক্ষণে কোন্ কোন্ দিকে আক্রমণ করিতে হইবে অনুমতি করুন!

পর। হরভজন! তুমি সকলকে এইস্থানে ডাক। সর্ব্বজন একত্রিত হইলে, মৎস্য, মিথিলা, মগধাদি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে যাওয়া যাইবে—এখন দেখদেখি! ঐ যে তিনটি ক্ষত্রিয়া রমণী করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে আসিতেছে, বোধ করি উহারা গর্ভবতী হইবে। শুনতো কি বলে!

(তিনটি গর্ভবতী রমণীর প্রবেশ ও করুণস্বরে প্রার্থনা।)

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা। ৭।

ওহে! ক্ষত্রী নিসূদন! ধরিহে চরণে।
রক্ষ! রক্ষ! রক্ষ! প্রভো! অনাথা গর্ভিণীজনে।
আমরা অবলা নারী; কাকতি মিনতি করি;
কেন হে সংসার যুড়ি; রাখ অপযশ!—
এই অঙ্গিকার বাণী; যদি হয় হে পুত্র মণি;
তখনি দিব হে আনি; তোমার সদনে।

স্ত্রীহত্যা হ'তে বাঁচিবে; দয়া ধর্ম্ম সবই রবে;
অতুল সুখ্যাতি হবে; এতিন ভুবনে॥

পরশুরাম। এ মহিলেগণ!—আচ্ছা, তোমরা এখন গৃহে গমন কর!—তোমাদিগকে অভয় দান করিলাম। কিন্তু প্রসবান্তে পুত্র সন্তান হইলে অবশ্যই আমার সমীপে আনিবে—আর যদ্যপি না আনো! গোপন করিয়া রাখো! প্রকাশ হইলে তৎক্ষণাৎ সমোচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

(কামিনীগণ সহর্ষবদনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও প্রস্থান।)

পর। বলদেও মিশির! হরভজন! তোমরা সকলকে বিশেষ করিয়া বল যে, অদ্যাবধি গর্ভবতী মহিলাগণকে কেউ যেন সংহার না করে। যখন ত্রিসপ্তবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য আমার প্রতিজ্ঞা, তখন আর অবলাবধের প্রয়োজন কি?—মহিলাগণ প্রসব করিলেই সেই প্রসূত পুত্র-সন্তানগণকেই বিনাশ করা যাইবে। এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলেই, একবিংশতিবারের মধ্যেই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বংশ জগতে আছে সমস্তই ধ্বংশ হইবে তার সন্দেহ নাই। এক্ষণে সকলে চল কার্য্য নিষ্পন্ন করা যাউক।

হরভজন। (এদিক ওদিক দৃষ্টি-করতঃ) ভৃগুপতে! ওদিকে বড় কলরব হইতেছে! বড় গোল—কাণ্ডখানা কি দেখিয়া আসিবো?

পর। তুমি থাক! এই যে আমি শিবদয়াল মিশিরকে পাঠাইতেছি। শিবদয়াল! দেখোত হে! ওদিকে গোল কিসের!

শিবদয়াল। (কিছু দূর গমন ও প্রত্যাগমন পূর্ব্বক) দেব! ওদিকে কতক গুলা পলাইত ব্যক্তি ধৃত হইয়া আসিতেছে। এ জনরব তাহাদিগেরই।

পর। আচ্ছা তুমি কিছু লোক সমভিব্যাহারে লইয়া গণ্ডক তীরস্থ গ্রাম সমস্ত আক্রমণ করগিয়ে—আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।

শিবদয়াল। যে আজ্ঞে! মহাশয়! আমি চল্লেম্।

(প্রস্থান।)

(পলাইত ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া বলদেও মিশির
ও বিষ্ণুতেজার প্রবেশ।)

বলদেও। (গর্জ্জিতস্বরে) ক্ষত্রীনিসূদন! এই দেখুন! কএকজন ক্ষত্রিয় প্রতারণা করিয়া জাতি ভাণ্ডাইয়া পলাইতেছিল—আমরা ধৃত করিয়া ইহাদিগকে বহু কষ্টে আনিয়াছি—এখন উচিত, দণ্ড যা হয় করুন।

পর। সকলকে আমার কাছে ল'য়ে এসো।

বলদেও। (হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক) চল্‌বে চল্ রামের কাছে চল—(বেত্রাঘাৎ)

ধৃতগণ। ও বাপ্‌রে বাপ্! মেরে ফেল্লেরে মেরে ফেল্লে!—উঃ হু! হু!! হু!!!—ধর্ম্মাবতার! আপনার দিব্য আমরা বল্‌ছি ক্ষত্রিয় নই!—

বলদেওমিশির। বেটা কি সত্যবাদীরে! দিব্য করিবার ধাঁচা খানা দেখ দেখি!—(পুনঃপ্রহার)।

ধৃতগণ। (রোদিত স্বরে) দোহাই ধর্ম্মাবতার! দোহাই পরশুরাম। আমরা ক্ষত্রিয় নয়! আমরা ক্ষত্রিয় নয়! অোঁ হোঁ!—হোঁ!—হোঁ—(ক্রমশঃ রোদন।)

পর। তবে তোরা কোন জাতি ঠিক করিয়া বল্!—নয়তো এই পরশু আঘাতে এইক্ষণেই তোদের মস্তক দ্বিধা করিব।

ধৃতগণ। (রোদিত স্বরে) প্রভো! আমরা এই দুই-জনে বৈশ্য—(কেউ বলে) ঠাকুর! আমি কৈবর্ত্ত-ধিবর। (কেউ বলে) ঠাকুর আমি নমশূদ্র (কেউ বলে) ঠাকুর! আমি তন্তুবায়।

পর। বন্দিগণ! তোরা সব যথার্থ বল্‌চিস্ ক্ষত্রিয় নয়!

ধৃতগণ। (করযোড়ে রামের চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক) আজ্ঞে হাঁ প্রভো!—আমরা যথার্থই বলিতেছি ক্ষত্রিয় নয়। এমন কি আমাদিগের গ্রামেই ক্ষত্রিয় নাই।

পর। বলদেওমিশির! তুমি ইহাদিগের সমভিব্যাহারে ইহাদিগের আবাস পর্য্যন্ত গমন কর! তত্রত্য জন-পদ বাসী-নিচয়কে জিজ্ঞাসা করিবে; যদ্যপি ইহা-

দিগের কথা সত্য হয়, তা হইলে ইহাদিগকে মুক্তি দিবে, মিথ্যা হইলে পুনর্ব্বার সমভিব্যাহারে আনিবে।

(বলদেওমিশির ও ধৃতগণের প্রস্থান।)

পর। হরভজন! এক্ষণে চল আমরা উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করি। সমস্ত জন-পদস্থ অধিবাসীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, যিনি যেখানে পাইবেন, ক্ষত্রিয় শুনিলেই স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে সকলকেই সংহার করিবেন। তোমাদিগের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলেই আমাকে সংবাদ করিবে, আমি এই আজন্ম-গৃহীত পরশুর দ্বারা আবাল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় সমবায়কে শমন-গৃহে প্রেরণ করিব। যদ্রূপ মদমত্ত হস্তি-যূথ বনরাজি মুণ্ডন করে, তদ্রূপ আমরাও চল সমস্ত প্রদেশের ক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই বিচ্ছেদিত করিয়া এই সুবিস্তার সাগর-মেখলার দুর্দ্দান্ত গরিষ্ট ক্ষত্রিয়-ভার অপনোদন করি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

-0⁀0-

উত্তর ও পূর্ব্বপ্রদেশ—রাজপথ।

পরশুরাম ও বান্ধবগণ।

পরশুরাম। হরভজন! আর আলস্য করিবার সময় নাই! বহুকাল অতীত হইল এখনো পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধ হইল না। চল সকলে একত্রিত হইয়া চল। একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া এই মগধ, মিথিলা, মৎস্য ইত্যাদি সমস্ত নগর, গ্রাম, দ্বীপ, উপদ্বীপ, পাহাড় পর্ব্বতাদিতে যিনি যেখানে আছেন, আবাল বৃদ্ধ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে ধৃত ও সংহৃত করি।

(সকলের প্রস্থান, ইতঃস্তত ভ্রমণ ও ক্ষত্রিয়-নিচয় সংহার করণ।)

শিবদয়াল। ভৃগুপতে! আমি অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক গ্রাম ও নগর দেখিলাম, আসমুদ্র হিমাদ্রি পর্য্যন্ত কোথাও তো আর ক্ষত্রিয় বংশের চিহ্নমাত্রও

নাই—সমস্তই তো আপনি নিঃশেষিত করিয়াছেন। তবে, সেই সূর্য্যবংশীয় রাজা অশ্মক,—যাঁহাকে মহিলাগণ বিবস্ত্রা হইয়া পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল; তিনিই মাত্র অযোধ্যায় আছেন।

পর। শিবদয়াল! অযোধ্যাবাসী রাজা অশ্মক প্রথমতঃ আমার ভয়ে ভীত হইয়াই তো শতবর্ষ পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভেই ছিলেন—তদনন্তর কুল-গুরু বশিষ্টের উপদেশানুসারে গর্ভে প্রস্তরাঘাত করিলে পর, তিনি ভূমিষ্ঠ হন।—দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে আবার ভয়ার্ত্ত জীবনে উলাঙ্গিনী নারীগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিলেন—অতএব তাঁহাকে আর কি বলিয়া সংহার করা যাইতে পারে?—সুতরাং নারীকবচ বলিয়া একটি নাম দিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা গ্যালো। এতদ্ভিন্ন আর কি কেউ কোথাও আছেন?—

শিবদয়াল। আজ্ঞে না, আর তো কোথাও কাহাকেও দেখিতে বা শুনিতে পাই না।

হরভজন। ক্ষত্রিয়-করী-কেশরী!—বসুমাতা তো একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া হইলেন। ক্ষত্রিয় জাতির বিন্দুবিসর্গও তো আর কোথাও লক্ষিত হয় না—এক্ষণে কি কর্ত্তব্য আজ্ঞা করুন্।

পর। হরভজন! পৃথিবী উপর্য্যুপরি যদ্যপি ত্রিসপ্তবার নিঃক্ষত্রিয়া হইলেন,—দারুণ দুর্দ্ধর্ষ অসহ্য ক্ষত্রিয়-ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন:—তবে আর আমার প্রতিজ্ঞা-সিন্ধুর পারোত্তীর্ণ হইতে বাকি কি রহিল?—কিছুই তো নাই—যাহা হউক, ঈশ্বর অ্যাতো দিনে মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন, অন্তরের কালিমা বিমোচিত হইল। এক্ষণে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্ব ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান কর, আর স্কন্ধাবার উঠাইয়া, রণ-জয় বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে স্বস্ব ধামে প্রস্থান কর।—আমি এই বেশে এই অবস্থাতেই অচিরে কৈলাসে গমন করিব, শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণামানন্তর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব।

(সকলের প্রস্থান নেপথ্যে রণ-জয় বাদ্য।)

(পটক্ষেপণ।)

পর। আমি গুরু প্রণামে যাইব ইহাতে আপনার প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত।

গণেশ। ব্রহ্মণ! গুরু প্রণামের সময় আছে গুরুর জাগ্রতাবস্থায় প্রণাম করিবেন, কি নিদ্রিত অবস্থায়?—আমি আপনাকে বারম্বার বলিতেছি, পিতা মাতার নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই আপনাকে লইয়া যাইব।—আপনি ঈদৃশ ব্যস্ত হন কেন?

পর। ভ্রাতঃ আমার ব্যস্ত হইবার কারণ এই যে, আমি শিবের বরে, শিবের আজ্ঞায়, এবং শিবদত্ত অস্ত্রে সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদি মহা মহা বীরগণকে সংহার করিয়া ত্রিসপ্তবার ভুমণ্ডলস্থ ক্ষত্রিয় বংশ সমবায় ধ্বংশ করিয়া, ধরণীকে নিক্ষঃত্রিয়া করিয়াছি—সেই নিমিত্ত বহু কাল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারি নাই; অতএব, আজ পিতা মাতা উভয়ের শ্রীচরণ যুগলে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তাণ্ত অবগত করিব। এতদর্থেই আমি সংগ্রামান্তে অচিরে অব্যবহিত সময়েই আসিয়াছি—দ্বার মুক্ত করিয়া দিন্ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।

(এই বলিয়াই পরশুরাম গমনোদ্যত,
গণেশ সম্মুখ হইয়া গতি রোধ করেন।)

গ। ওহে ভার্গব! আপনি জ্ঞানবান হইয়া যে, ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য করেন, এ বড় আশ্চর্য্য! ও লজ্জার কথা—বিশেষতঃ আপনি আমার পিতার শিষ্য! শঙ্করের শিষ্য! যিনি ত্রিভুবনের জ্ঞানদাতা তাঁরই শিষ্য!—আপনাকে আমি আর কি উপদেশ দিব?—আপনি তো বেস জানেন যে স্ত্রী পুরুষ জাগ্রতই থাকুন্ বা নিদ্রিতই থাকুন্—অর্থাৎ অন্তঃপুরে থাকিলেই সে স্থলে অপরের গমনাগমন নিতান্ত অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ এখন তো তাঁহাদিগের নিদ্রিতাবস্থা—বিশেষ নিষিদ্ধকাল।

পর। ভ্রাতঃ! তুমি যে কথা বলিলে সে সন্তানের পক্ষে নয়, অন্যের পক্ষে বটে। তোমার পিতা মাতা যিনি, আমার ও পিতা মাতা তিনি। দেবী জগজ্জননী শিব জগৎপিতা। বিশেষতঃ গুরু-শিষ্য! অতএব জননী হইয়া কে কোথায় সন্তানকে লজ্জা করিয়া থাকে? আমি অবশ্যই অন্তঃপুরে যাইব, তোমার যা মনে লয় কর!—

গ। ওহে রাম! জ্ঞানহীন লোককেই দুকথা শিক্ষা দিতে পারা যায়। আর জ্ঞানী হইয়া যিনি অজ্ঞানের কার্য্য করেন, অজ্ঞানের ন্যায় কথা কন, তাঁরে কি শিক্ষা দিব?—তোমার নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান রহিত।—যদিও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, যুদ্ধ করাতে তাহাও জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছ। তোমায় পুনঃপুনঃ বলিতেছি ক্ষণিক বিলম্ব কর!—তা তুমি কোন ক্রমেই শুনিবে না,—বেদ বিধি মানিবে না,—পার্থিব নিয়মানুসারে চলিবে না;—ইহাতে তোমাকে নিতান্ত মূঢ় বই আর কি বলিব?—

পর। আমি এই দণ্ডেই অন্তঃপুরে যাইব, তোমার নিষেধ শুনিব না। দেখি! কি রূপে তুমি রক্ষা কর।

(পরশুরাম বল পূর্ব্বক গমনোদ্যত।)

(গণেশ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান।

(হস্তে হস্তে ঠেলাঠেলি ও মল্লযুদ্ধ।)

গ। ওহে নির্ব্বোধ ব্রহ্মণ! তুমি আমার পিতৃ শিষ্য, সম্বন্ধে ভ্রাতা; তাই আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা। নতুবা এতক্ষণ!—

পর। ওহে গণেশ! আমিও জানি যে তুমি গুরু-পুত্র, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ উপেক্ষণীয়—তা না হইলে পরশুরাম কি এতক্ষণ এই খানে বসিয়া বাক্যব্যয় করেন?—যাহাই হউক! আর অপেক্ষা সয়না। এইবার তুমিই—কি আমিই—(এই বলিয়াই পরশু নিক্ষেপ।)

কার্ত্তিক। (ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জিত স্বরে) ওরে পাষণ্ড বিপ্র!—গুরু-পুত্রের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ! বেদে বলে গুরুর সমান গুরু পুত্র তুই কিনা তার অবমাননা করিলি! শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে বাদ!—ওরে নির্ব্বোধ! তুই জানিস্ না যে, তোর মত শত শত পরশুরাম এলেও গণেশের এক অঙ্গুষ্ঠের সমকক্ষ হইবে না—তোর পরম ভাগ্য যে, গণেশকে আঘাত লাগে নাই।

গ। ওরে নৃশংস! আমি আশুতোষের পুত্র, তুই তাঁর প্রিয় শিষ্য; সম্বন্ধে ভ্রাতা। তোরে না ক্ষমা করিলে পাছে পিতা ক্রুদ্ধ হন, এই তো এক অনুরোধ; দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ কুমার; তৃতীয়ে অতিথি; এই ত্রিবিধ কারণের নিবন্ধন তোর

দোষ ক্ষমা করিলাম—নতুবা তুই যে কর্ম্ম করিলি,—এই দণ্ডেই তোর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতাম।

পর। তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর! ফলতঃ আমি এস্থলে কখনই থাকিব না, গুরু সন্নিধানে অবশ্যই গমন করিব। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত।)

গ। (পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) তুমিত বড় নির্লজ্জ হে!—তোমাকে বারম্বার নিষেধ করা যাইতেছে, সে কথা গ্রাহ্যই নাই!—তোমাকে এখনো বলিতেছি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর তো এই স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকো। সময় হইলেই লইয়া যাইব। আর তা না শুন, তবে আপনার পথ চিন্তা কর।

পর। (স্বগতঃ) আমি কেনই বা কাপুরুষের ন্যায় পরের উপসর্পনা করি? (প্রকাশ্যে) গণেশ! এই আমি চলিলাম! কার কত শক্তি আছে এসো, আমার গতি রোধ কর! (স্ববলে গমন)

গ। (সক্রোধে) ওরে নৃশংস! তুই আমার কথা শুনিস্ না! (এই বলিয়া ধাক্কাদিয়া পরশুরামকে দশহস্ত পরিমিত ভূমী দূরে নিক্ষেপ।)

পর। (ক্রোধে অন্ধ প্রায় হইয়া, ঐ সময় বেগে আসিয়া, গণেশের দন্তের উপর বজ্রসম পরশু আঘাত ও একদন্ত ভঙ্গ।)

(গণেশ মূর্চ্ছাপন্ন ও ভূতলে পতিত।)

(কার্ত্তিকাদি সকলে হাহাকার ধ্বনি।)

(নন্দীত্রিশূল লইয়া আক্রমণ)—(জয়হরহর শঙ্কর।)

কার্ত্তিক। (উচ্চৈঃস্বরে) নন্দিকেশ্বর!—এখন কিছু বলো না,—কিছু বলো না প্রাণে আঘাত করো না।—হস্তে পদে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া রাখ যেন, পলায়না। আর তোমরা সকলে পরিবৃত হইয়া ইহাঁকে রক্ষা কর। দেখো যেন আর কোন অনিষ্টসাধন করিতে না পারে। (গর্জ্জিত স্বরে) দুষ্ট! সিংহের গৃহে শৃগালের নৃত্য!—ওরে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক নরাধম! তোর মাথার উপর কটা মাথা যে, তুই শিব-পুত্রের উপর অস্ত্রাঘাত করিস্!—পামর! আজ তোরে আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দিবো! অগ্রে পিতা মাতাকে গাত্রোত্থান করিতে দে! পাষণ্ড! আজ্ তোর হাড় চুর্ণ করিব আগে মা উঠুন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—0⊂⊃0—

অন্তঃপুর, শয়ন মন্দির।

নিদ্রাভঙ্গে শিব-দুর্গা উপবিষ্ট—পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া।

(দ্বারউদ্‌ঘাটন।)

দুর্গা। (বিস্মিত স্বরে) হৃদয়-নাথ! বজ্রাঘাত নির্ব্বিশেষে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ কোথায় হইল?

শিব। প্রিয়ে! ঐ শব্দতেই তো আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু শব্দটা যেন অতি নিকটেই উপলব্ধি হইতেছে। জয়াকে পাঠাইয়া সংবাদ আনাও দেখি!—

দুর্গা। জয়ে! একবার বহির্দ্বারে গিয়া দেখিয়া এসো দেখি!—বজ্রাঘাতের ন্যায় একটা শব্দ কোথায় হইল?—বাহিরে ছেলেরা সব বসিয়া আছেন,—আমার মনের ভিতর বড় উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল!

জয়া। আচ্ছা মা!—যাই, দেখিয়া আসি—বিজয়াকেও লইয়া যাই।

(জয়া বিজয়া তোরণে উপনীত
গণেশকে দন্ত ভঙ্গ ভূতল শায়িত
দেখিয়া কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা।)

জয়া। (বিস্মিত স্বরে স্বগতঃ) ও মা একি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (বাষ্প গদ্গদ স্বরে প্রকাশ্যে) বৎস-কার্ত্তিক! গণপতির এমন দুর্দ্দশা কে করিল?—

কার্ত্তিক। (রোদিত স্বরে) মাতঃ। আপনি শীঘ্র করিয়া জননীকে গিয়ে বলুন! যে, পরশুরাম তদীয় হস্ত-স্থিত পরশুর দ্বারা বিনাদোষে গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিয়াছে। গণেশ মূর্চ্ছাপন্নাবস্থায় ভূতলে পতিত আছেন।—

(জয়া-বিজয়ার মধুর করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে প্রতিগমন।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। ৮।

(ও জননিগো) গণপতি পড়ে অচেতন। অকস্মাৎ কি ঘটন।
প্রাণ বিদরে হেরে ভূতলে শয়ন॥
আইল পরশু-রাম; হাতে অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ;
পশু'তে ভাঙ্গিল দন্ত না জানি কারণ।
কার্ত্তিকাদি সর্ব্বজন; নিতান্ত অসুখী মন;
হাহাকার রবে সবে করিছে রোদন॥

জয়া বিজয়া। (অশ্রুবিগলিত নয়নে) জননি! বলিব কি? বুক ফেটে যায়! দেউড়ী দ্বারে গিয়ে দেখি! যে, বৎস গণপতি মৃতকল্পাবস্থায় অচৈতন্য ভূমে পতিত!—পরশুরাম পরশুর দ্বারা তাঁর একটি দন্ত ভাঙ্গিয়াছে! রুধির ধারায় হেমকান্তি শরীর প্লাবিত হইতেছে!—বৎস কার্ত্তিকাদি আর আর সকলে নিকটে বসিয়া রোদন করিতেছেন। নয়ন জলে তাঁহাদিগের কলেবর ভেসে যাইতেছে, সকলের হাহাকার ধ্বনি বই আর কথা নাই।—জননি! কিছু দূরে দেখিলাম পরশুরামও ঐ স্থানে নন্দী কর্ত্তৃক বন্দি হইয়া রহিয়াছে।

দুর্গা। (বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে রোদিত স্বরে) কি বল্লে জয়া?—পরশুরাম গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিয়াছে? তারই এই ভীষণ শব্দ?—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি বিপদ!—হৃদয়নাথ! আপনার প্রিয় শিষ্যের গুণ সব শুনিলেন তো! এখন উপায় কি? চলুন শীঘ্র যাই। বৎস জীবিত আছেন কি না তারই বা স্থিরতা কি?

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০⁀০—

কৈলাসপুরী অন্তঃপুরের তোরণ!

(মুর্চ্ছাপন্ন গণেশ ভূতলে পতিত, সমীপে কার্ত্তিক ও নন্দী; দূরে পরশুরাম বন্দি,—তাল বেতাল ও নন্দী কর্ত্তৃক রক্ষিত।)

(জয়া বিজয়া সহ শিব-দুর্গার অধিষ্ঠান।)

শিব। (গণেশের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) বৎস গণেশ! গাত্রোত্থান কর!—বল কে তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাৎ করিল? কার এমন সাধ্য হইল বৎস বল!—

(শিবস্পর্শে গণেশের চৈতন্য প্রাপ্তি, গাত্রোত্থান, লজ্জায় অধবদন ও নয়নে অশ্রু পতন।)

কার্ত্তিক। পিতঃ! গণেশের কোন দোষ নাই। পরশুরাম আপনাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত আসিয়া সহসাই অন্তঃপুরে গমনোদ্যত। গণপতি ইহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া কহিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। পিতা-মাতা নিদ্রিত কি জাগ্রত আছেন সংবাদ আনাই—পরে আমিই আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। ভৃগুনন্দন তাহা শুনিলেন না, কোন মতেই বুঝি-লেন না। এ সম্বন্ধে বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, ক্রমে রাগ বৃদ্ধি করিয়া প্রথমে বিস্তর মল্লযুদ্ধ করেন,—পরিশেষে পরশু আঘাতে গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিলেন। পিতঃ গণেশ কিছু হীনবল নন। তবে পরশুরামের আজন্ম গৃহীত দেবদত্ত অমোক্ষ পরশু তো ব্যর্থ হইবার নয়—সুতরাং আঘাৎ মাত্রেই এক দন্ত ভঙ্গ হইল।

দুর্গা। (গণেশকে ক্রোড়ে লইয়া সরোদনে) নাথ! আপনার শিষ্যের অ্যাতো অহঙ্কার! অ্যাতো তেজ!—অ্যাতো, পরাক্রম!—যে আমার পুত্রের

গাত্রে অস্ত্রাঘাত করে—আপনি ইহার বিচার করুন! কার্ত্তিক, নন্দী, বীর ভদ্র, তাল, বেতালাদি যিনি এস্থানে আছেন ও ছিলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন! বিরোধী দুই জনের মধ্যে যিনি দোষী হইবেন তাঁহার দণ্ড করুন। নতুবা আমি পরশুরামকে অল্পে ছাড়িব না।

শিব। প্রেয়সি! সন্তানে সন্তানে বিরোধ করিয়াছে ইহাতে দৈবাধীন আঘাৎ লাগিয়াছে। তন্নিমিত্ত তুমি আর উহার প্রতি ক্রোধ করিও না। শান্বিতা হও! পরশুরামকে ক্ষমা কর! দেখো সন্তানে আর শিষ্যে প্রভেদ নাই। দৈবাৎ যাহা ঘটিয়াছে সে জানিবে যে অদৃষ্টের লিখন। প্রিয়ে! প্রাক্তনে যাহা নিবন্ধিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই হইবে। আমাদিগের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, সেই জন্যই এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়—কার দোষ দিব বল!—এখন অন্তঃপুরে চল, গণেশকে লইয়া চল। (কার্ত্তিকের প্রতি) বৎস কার্ত্তিক! তুমি পরশুরামের বন্ধন মুক্ত করিয়া, উহাকে এবং আর আর সকলকেও সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে এসো!

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০⊂⊃০—

কৈলাসপুরী অন্তঃপুর।

দন্ত ভঙ্গ গণেশকে লইয়া শিব দুর্গা আসীন।

(জয়া বিজয়া কর্ত্তৃক গণেশের সুশ্রুষা সম্পাদন।)

(পরশুরামাদিকে লইয়া কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

দুর্গা। (পরশুরামকে দৃষ্টি করিয়া) রাম তোমার ভৃগুবংশে জন্ম। তোমাকে সুপণ্ডিত বেদবিৎ বিচক্ষণ বলিয়া জ্ঞান ছিল। কিন্তু এখন জানিলাম যে,

তোমার সদৃশ নির্দ্দয়, নৃশংস, পাষণ্ড, মুর্খ, মূঢ়, অধর্ম্মী ও বিশ্বাসঘাতী আর নাই। তুমি যাঁর প্রসাদে জ্ঞান শিখিলে,—বিদ্যা শিখিলে—যুদ্ধ শিখিলে, তুমি যাঁর মন্ত্র-শিষ্য,—পাঠ শিষ্য, এবং অস্ত্র শিষ্য, তুমি যাঁর বরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিকে বধ করিলে, ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, যিনি সমর-ক্ষেত্রে গিয়াও তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিলেন, রাজার নিকট হইতে তাহার অক্ষয় কবচ তোমাকে আনিয়া দিলেন, যিনি তোমাকে এতো ভাল বাসেন,—আজ কি না তাঁরই পুত্রের উপর অস্ত্রাঘাত! কি বিশ্বাসঘাতকতা!—দুর্ব্বৃত্ত! শৃগাল হইয়া সিংহের সহিত বিরোধ! (রোষাবিষ্ট গর্জ্জিত স্বরে) পাপিষ্ঠ! গণেশ কি তোর অপেক্ষা হীনবল?—পিতৃ-শিষ্য বলিয়াই তোরে ক্ষমা করিয়াছে। তা না হইলে দুষ্ট! এতক্ষণ কি তোর স্কন্ধে মস্তক থাকিতো? তোর মতন শত শত পরশুরাম হইলেও গণেশের এক অঙ্গুষ্ঠের সমকক্ষ হইবে না। ওরে নৃশংস! গণেশ আমার পুত্র তাকি তুই জানিস্ না? কোন সাহসে তুই আমার পুত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলি? ওরে পামর এইক্ষণেই তোরে ভস্মীভূত করিতে পারি যদি শঙ্করের সম্মতি পাই।

(দেবী ক্রোধে উন্মত্তা প্রায় পরশুরামকে মারিতে উদ্যতা।)

(পরশুরাম ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে করুণ স্বরে করযোড়ে মধুসূদনকে স্মরণ।)

রাগিণী ছয়নট তাল তিওট। ৯।

দীননাথ হে! দয়াময়!
দীনে দয়া কর! এই অসময়!
কোথা হে দীন বন্ধু হরিঃ! দেবী-কোপে পুড়ে মরি;
না দেখি উপায়।
না বুঝে হলো দুর্ম্মতি; এখন না পাই অব্যাহতি;
বিনে শ্রীচরণাশ্রয়।
ভক্তবৎসল সবে কহে; নামের মহিমা যায় হে;
আমি মরি নাহি দায়॥

পর। (ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) হে গোলোকনাথ! হে বিপদ-ভঞ্জন! দেবী কোপানলে আমার প্রাণ যায়, এইবার রক্ষা কর। ওহে! বিপদ-নিসূদন মধুসূদন! আমি না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি,—প্রভো! দয়াময়! এখন পরিত্রাণ করুন। হরিহে! আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ই আমার একমাত্র ভরষা। হে কলুষ-নাশন! গুরু অপরাধে আমার কলুষিত দেহ ভস্মীভূত হয়। রক্ষা কর প্রভো! আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই।

(একদন্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক অতিথি-বেশে
শ্রীহরির অধিষ্ঠান।)

অতিথি-ব্রাহ্মণ। ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, হর, হর, হর, বিশ্বেশ্বর।

শিব। (সপরিবার নমস্কারানন্তর অভ্যর্থনা) আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়! ঠাকুর!—কোথা হইতে আপনার আগমন হইয়াছে?

অ। শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিতেছি; অতিথি—

শি। আমার পরম ভাগ্য যে আপনি আজ্ আমার বাটীতে অতিথি।

অ। বাটীর সমস্ত মঙ্গল তো?

শি। ঠাকুর! মঙ্গলামঙ্গলের কথা পশ্চাতে হইবে, অগ্রে আপনার সেবা হউক। (অতিথি সেবা সম্পাদন)

অ। (ভোজনান্তে দুর্গার প্রতি) দেবি! প্রকৃতি ঈশ্বরি! আমি শ্বেতদ্বীপ হইতে শুদ্ধ পরশুরামের নিমিত্তই আসিয়াছি, পরশুরাম বিষ্ণুভক্ত পরম বৈষ্ণব। মাতঃ ইহাঁর প্রতি আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

দুর্গা। ঠাকুর! পরশুরাম নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করিয়াছে। গণেশের কোন দোষ নাই। গণেশ বলিয়াছিল, পিতা মাতা নিদ্রিত আছেন, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন—তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেই আমি তোমাকে লইয়া যাইব। রাম সে কথা না শুনিয়া, বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন—পরিশেষে বজ্রাঘাত সদৃশ গণেশের দন্তের উপর পরশু আঘাত করিলেন। ঠাকুর! সেতো অমোঘ অস্ত্র, আঘাত প্রাপ্তমাত্রেই একটি দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুধির-ধারায় ভূমি কর্দ্দমীভূত হইতে লাগিল, বৎস অমনি অচেতন হইয়া ভূমে পতিত হইলেন।

হে বিপ্ররূপী ভগবন্! কোন্ পক্ষে অন্যায় আপনিই কেন বিচার করিয়া দেখুন না—শিষ্য হইয়া বিনাদোষে গুরু-পুত্রের উপর অস্ত্রাঘাত—একি সাধারণ অহঙ্কার!—

অ। দেবি! পরশুরামের দোষ সম্পূর্ণ, তা অবশ্যই বলিতে হইবে। তবে সন্তান আর শিষ্য বিভিন্ন নয়। বিভিন্ন ভাব ভাবিলে পক্ষপাতিতা হয়। দুর্গে! কার্ত্তিক গণেশ যেমন আপনার দুই পুত্র, পরশুরামকেও তেম্নি আপনার আর একটি পুত্র জানিবেন। অর্থাৎ তৃতীয় পুত্র। অতএব পুত্রে পুত্রে বিবাদ করিয়াছে, এস্থলে জননীর ক্রোধ করা উচিত হয়না। বিশেষতঃ নন্দনের উপর ক্রোধ হইলে নিন্দিত নয়,—কিন্তু শিষ্যের উপর ক্রোধ, লোক বিগর্হিত ও নিন্দিত। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন! পরশুরামকে কৃপা করুন! পুত্রের একদন্ত হইলেই যে কুৎসিত হয়, তা নয়। এই দেখুন আমারও একদন্ত। আরও একটা কথা বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।—দেখুন! দৈবে যাহা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। দৈব নির্ণীত কার্য্য অবশ্যম্ভাবী—দেবি! মহামায়ে! সকলই জানিবেন যে দৈব কার্য্য! মনুষ্যের হাত কিছুই নয়।

দুর্গা। হে ভগবন্! আপনাকে আমি চিনিয়াছি!—আপনি যখন গোলোক শূন্য করিয়া, শ্বেতদীপ শূন্য করিয়া, বৈকুণ্ঠ শূন্য করিয়া পরশুরামের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক এক দন্ত হইয়া আসিয়া আমার কৈলাসপুরী পবিত্র করিলেন—তখন আর আমার পরশুরামের উপর ক্রোধ কিসের?—ইহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম। আরো আমি ইহাঁকে এই সাধুবাদ দিই যে, ইহাঁরই কারণে আজ আমি আপনাকে অতিথি রূপে কৈলাসে প্রাপ্ত হইলাম। এর বাড়া আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?—ভগবন্! আপনাকে অনুরোধ করিতে হইবে না।

শিব। (সহাস্যবদনে) হে গোলোকনাথ! ছদ্মবেশ ধারণ করিলেই কি ছাপা থাকে? অনল কখন কি বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়?—হরে! আপনাতে যদ্যপি এ গুণ না থাকিবে, তবে ভক্তবৎসল ও ভক্তাধীনই বা লোকে কেন বলিবে?—পরশুরাম সাধু! মহাসাধু!—যেহেতু ইহাঁরই জন্য আপনি আজ ব্রাহ্মণরূপী হইয়া আসিয়া, আমার কৈলাস-পুরী পবিত্র করিলেন। আজ

আমার অতি সুপ্রভাত ও পরম সৌভাগ্য যে, আপনার অভাবনীয় আগমনে আমি কৃতার্থীকৃত হইলাম। অধুনা প্রার্থনা এই যে, আপনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার সেই নবঘনশ্যাম সুন্দর মনোহর মুরলীধারী বনমালা বিভূষিত গোলোক বিহারী রাধাবল্লভরূপ ধারণ পূর্ব্বক, ভক্ত জনের চিত্ত-চাতক সুস্নিগ্ধ করুন।

পট পরিবর্ত্তন।

(ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ত্যাগ করতঃ গোলোকবিহারী
শ্রীশ্রীরাধাসহ রাধাবল্লভরূপ ধারণ।)

(সকলের সভক্তি সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম ও হরিঃ সংকীর্ত্তন।)

ভৈরব—একতালা।

জয়ঃ জয়ঃ জয়ঃ জয়ঃ জয়রাধা রাধাবল্লভ!
গোলোক বিহারী মুকুন্দ মুরারি বিরজা মোহন মাধব!
গোপেশ্বরী গোপিকা কান্তা;
গোলোক শোভিতা গোলোক মাতা;
বামে কিবা বিরাজিতা; নীরদে তড়িত প্রভাব।
গলে বনমালা দোলে; মধুর মুরলী কর-কমলে;
নখরবৃন্দ চরণ যুগলে; কোটি শশী অনুভব॥

। আশুতোষ! আপনি যে বলিলেন আমার অভাবনীয় আগমনে আপনি কৃতার্থীকৃত হইলেন, এ কথাত আপনার ন্যায়ানুসারে বলা হয় নাই!—যেহেতু, আমি আপনার কৈলাস ছাড়া কখনই তো নয়!—হরি হর এক আত্মা, এক দেহ, ইহাত সকলেই জানেন;—সুতরাং আমিও এক মুহূর্ত্ত কালের জন্য কৈলাস ছাড়া নই, আপনিও তদ্রূপ গোলোক-

বৈকুণ্ঠ ছাড়া নন। যে স্থলে হরিহর অর্দ্ধাঙ্গ অভেদাত্মা, সে স্থলে বিভিন্নতা উপলব্ধি করা ভ্রমমাত্র।—(রামের প্রতি) রাম! তুমি গণেশ জননী দুর্গাকে সভক্তি কায়মনচিত্তে স্তব কর! দেবীর দয়া অবশ্যই হইবে তার সন্দেহ নাই। আর দেখ! সর্ব্বদেবতাপেক্ষা গণেশ প্রধান দেবতা; গণেশের পূজা অগ্রে। অতএব তুমি ষোড়োশোপচারে গণেশের পূজা কর। দেবী প্রসন্না হইবেন, ক্রোধ সম্বরণ করিবেন, তোমাকে দয়া করিবেন। তা হইলেই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে, এবং সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে আমি গমন করি।

(সকলের সভক্তি প্রণাম শ্রীরাধা সহ শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান।)

পরশুরাম। (গণেশকে সভক্তি ষোড়শোপচারে পূজা করনানন্তর মধুর করুণ স্বরে দুর্গাকে স্তব।)

রাগিনী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দুর্গতি নাশিনি! দুঃখ হারিণি! হর মোহিনি!
অপরাধ ক্ষমা কর! অবোধ সন্তান জানি॥
প্রকৃতি ঈশ্বরী সতী; আদ্যাশক্তি ভগবতী;
বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের জননী।
হৈমবতী হরপ্রিয়া; মহাবিদ্যা মহামায়া;
জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগত তারিণী।
যদি না হও কৃপান্বিতা; তবে কে রক্ষিবে মাতা?
শিব বিষ্ণু আদিধাতা; ত্রিদশরক্ষিনী॥

জননি! এখন কৃপা করুন! সুপ্রসন্না হইয়া বিদায় দিন! মাতঃ আর আমার কেউ নাই, ভরসা মাত্র আপনার ঐ শ্রীচরণ—মাগো! আপনি রাখুন বা মারুন! কিঙ্কর আপনারই শরণাগত।

দুর্গা। বৎস পরশুরাম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইলাম। যদ্রূপ আমার কার্ত্তিক গণেশ, তদ্রূপ তুমিও যেন আমার তৃতীয় পুত্র। বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করি, তুমি সর্ব্বক্ষণ সুখে থাকিবে, বিষ্ণু প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে।

পরশুরাম। (শিবের প্রতি করযোড়ে সঅশ্রু গদ্গদস্বরে) গুরো! আমি আপনার শ্রীপাদ পদ্মে যার পর নাই অপরাধী হইলাম,—পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়া কলঙ্ক-সাগরে ভাসমান হইলাম।—আমার এমন মতিছন্ন কেন হইল যে, গুরুপুত্রের উপর অস্ত্রাঘাত করিলাম!—পিতঃ! এই অপার পাপার্ণব হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তার বিহিত করুন। মায়ের সন্নিধানে ত অব্যাহতি পাইয়াছি—মা কৃপা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি দয়াময়, আমি নিতান্ত মূঢ় সন্তান,—শরণাগত ভৃত্য। অতএব গুরো! এই চির-শরণাগত ভৃত্যের প্রতি স্বগুণে কৃপা করিয়া ভবদীয় আশুতোষ নামের মাহাত্ম্য রাখুন। বিভো! আর আমার কেউ নাই।

শিব। বৎস পরশুরাম! যখন অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিঃ তোমার সহায়, তখন আর তোমার সামান্য পাপের নিমিত্ত চিন্তা কি?—আর আমিও তোমাকে পুত্রের সমান দেখি। যেমন আমার কার্ত্তিক গণেশ, তেমনি তুমিও আমার এক পুত্র। বৎস! তা না হইলে কি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট হইতে তোমার নিমিত্ত ছলনা করিয়া কবচ আহরণ করি? বৎস রাম! তোমার প্রতি আমার সেই সমস্নেহই আছে—তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইওনা। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি চিরসুখী হও,—পৃথিবীতে অজেয় হইয়া চিরকাল জীবিত থাক।

প। পিতঃ শ্রীচরণের ঐ অনুগ্রহই ক্রীতদাসের প্রার্থনীয়—আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এক্ষণে স্বদেশ বিরহিত বহুকাল, যদ্যপি অনুমতি হয় তবে একবার আশ্রমে গমন করি।

শিব। বৎস! আমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিলাম, তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর! ও চিরকাল সুখে যাপন কর।

(পরশুরামের শিব দুর্গার যুগল পাদপদ্মে প্রণাম ও প্রস্থান।)

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্তি।